জনপ্রিয় নাটকের তালিকা

ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

ঘুম নেই [সামাজিক]
মা-মাটি-মানুষ ”
পরশ পাথর ”
ময়লা কাগজ ”
জানোয়ার ”
কান্না-ঘাম-রক্ত ”
রক্তে রোয়া ধান ”
পাঁচ পয়সার পৃথিবী ”
পদধ্বনি ”
মাটির কেল্লা [ঐতিহাসিক]
ফেরারী বান্দা ”
বেগম আশমান তারা ”
অরুণ-বরুণ-কিরণমালা ”
স্বর্গ হতে বিদায় [পৌরাণিক]

পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে'র

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [পৌরাণিক]
সীতার বনবাস ”
আকালের দেশ [সামাজিক]
সূর্য সেন (মাষ্টারদা) ”

নির্মল মুখোপাধ্যায় প্রণীত

পিতাপুত্র [সামাজিক]
কলঙ্কিনী কেন কঙ্কাবতী ”
মা হলো বন্দী ”

চণ্ডীচরণ ব্যানার্জী প্রণীত

রাধার নিয়তি [সামাজিক]

প্রকাশক—এস, এস, ধর
ইউনাইটেড পাবলিশার্স
৩৭৯, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৫

প্রচ্ছদ—সত্য চক্রবর্তী

* * *

গৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত

পরস্ত্রী [সামাজিক]
মানুষের ঠাকুর [পৌরাণিক]

শম্ভুনাথ বাগ প্রণীত

জ্বালা [সামাজিক]
ঘুম ভাঙার গান ”

শ্রীরঞ্জন দেবনাথ প্রণীত

জল্লাদের বিচার [সামাজিক]
বনপলাশীর পদাবলী ”
লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার ”

শ্রীপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রণীত

কবরের নীচে [ঐতিহাসিক]
অভিশপ্ত হারেম ”

কানাই নাথ প্রণীত

রক্তে রাঙা মাটি [ঐতিহাসিক]

অনিলাভ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

রঘু ডাকাত [সামাজিক]

সত্যপ্রকাশ দত্ত প্রণীত

মীরার বঁধুয়া [ঐতিহাসিক]

* * *

মুদ্রাকর—শম্ভুচরণ ঘোষ
রাণীশ্রী প্রেস
৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলি-৬

বাবা,—

তোমার আশীর্বাদের পাথেয় নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে
চলেছে আমার লেখনীর জয়যাত্রা। আমার কলমের
মুখে বসে আছে তোমার স্নেহাশীষ বাণী।
তাই তোমার চরণেই অর্পণ করলাম
আমার সার্থক সৃষ্টি এই
"রাধার নিয়তি"

ইতি—

তোমার 'চণ্ডী'।

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নতুন নাটক—

পিতা-পুত্র—শ্রীনির্মল মুখার্জী প্রণীত, সুশীল নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত। অশ্রুসিক্ত সামাজিক নাটক। নারী নিয়ে ব্যবসা, প্রতারণা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, বেকারের জ্বালা, নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন-যন্ত্রণা আর এরই পাশে পাবেন মহত্ত্ব, মমত্ব এবং শোষণবাদের আদর্শ।

আকালের দেশ—পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রণীত, নট্ট কোম্পানীতে অভিনীত ও পুরস্কারপ্রাপ্ত। পঞ্চাশের মন্বন্তরে যে মহামারী, দুর্ভিক্ষ, নিরন্ন মানুষের হাহাকার ও শাসকদের উদাসীনতায় লক্ষ লক্ষ নরনারীর শোচনীয় মৃত্যু ঘটেছিল, তারই নিখুঁত চিত্র। অর্থলোভী কালো-বাজারীরা খাদ্য মজুত রেখেই কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে এতবড় বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। তাই সংগ্রাম হয়েছিল শাসকের সঙ্গে নিরন্ন মানুষের, ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের। দেশ স্বাধীন হয়েছে, আজও সে সংগ্রাম শেষ হয়নি।

অভিশপ্ত হারেম—শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রণীত। বিল্বগ্রাম নট্ট কোম্পানীর দলে অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। মসনদের লোভে আলী শা'র বুকে জ্বলে উঠল লোভের আগুন। সে আগুনে ইন্ধন জোগালেন মুনীম খাঁ। ঘরভেদী বিভীষণদের আহ্বানে বঙ্গেশ্বর বাহাদুর শা'কে কবরে পাঠাতে দিল্লী থেকে ছুটে এল ওমরাহ ওসমান খাঁ। সঙ্গে এল তার বহিন জুলেখা। বাঙালীর বুকের খুনে যখন ভিজে গেল বাংলার মাটি, তা দেখে জুলেখা কি খুশী হতে পেরেছিল। নাদিরা কি ক্ষমা করতে পেরেছিল তার বেইমান স্বামীকে ?

পরশ পাথর—শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। সামাজিক নাটক। বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে···চৈতালী বাতাসে তির্ তির্ করে কাঁপছে গাছের পাতা···সেই সঙ্গে অষ্টাদশী দোলার ডুরেল শাড়ির আঁচল··· পশ্চিম আকাশে মেঘের লুকোচুরি···দোলার চোখে যৌবনের স্বপ্ন···এই দোলা—সেই দোলা···আজ মদের বোতল হাতে দাঁড়িয়ে আছে নিষিদ্ধ-পল্লীতে···দরজায় ধাক্কা···যৌবন লুণ্ঠিত হবে। সহসা ছুরি বসিয়ে দিল যুবকের হাতে···তারপর ?

আধুনিক বাস্তব জীবনে চলার পথে আসে সংঘাত, আসে বহু জটিল সমস্যা। চলার পথ হয় তমসাচ্ছন্ন; কিন্তু একদিন সব কিছু পরিষ্কার হয়ে আবার দেখা দেয় নতুন সূর্য। এই চির সত্যের উপর নির্ভর করে, কাল্পনিক চরিত্র গঠন করে রচনা করেছি রাধার নিয়তি নাটকখানি। পিতা-মাতা অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন বিলাতে ডাক্তারি পড়ার জন্য। কিন্তু পুত্র যখন ডাক্তার হয়ে দেশে ফিরে আসে, সঙ্গে তার বিদুষী ভার্যা। প্রতি পদক্ষেপে আভিজাত্যের ছাপ। ভুলে যায় পিতা-মাতার অবদান, ভুলে যায় ছোট বোনের ভালবাসা। দাদার মিথ্যা আভিজাত্যের মোহের জন্য পিতাকে বাঁচাতে বোনকে ছিন্ন করতে সে মালা গেঁথে রেখেছিল প্রেমাস্পদের জন্য। প্রেমাস্পদ হয় উন্মাদ, ছুটে যায় বার-বনিতার ঘরে, তুলে নেয় সুরার পাত্র হাতে। শেষ পর্যন্ত এক এক করে ভাগ্যের পরিহাসে কবলিত হয় নিয়তির কোলে। অভিনয় অনুরাগী ও শ্রোতারা পরিতৃপ্তি পেলে সুখী হব।

এই নাটকখানি সংশোধন ও পরিবর্ধনে শ্রীসুকুমার ঘোষ মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমও উল্লেখযোগ্য। ধন্যবাদ দিয়ে তাকে ছোট করতে চাই না। অবশেষে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রকাশক মহাশয়কে। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় পুস্তকাকারে প্রকাশ পেয়েছে আমার এই রাধার নিয়তি। ইতি—

গ্রন্থকার

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নতুন নাটক—

ফেরারী বান্দা—শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত ঐতিহাসিক নাটক। পথ ছেড়ে দাও…পালিয়ে যাও…বান্দা সামশের হাজত থেকে পালাচ্ছে…ঝড়ের বেগে…উল্কা গতিতে…জায়গীরদার নাসির মহম্মদের বহেন কাফিয়াবানু তখন হারেমে গোছল করছিল—বেগম জুমেলা নমাজ পড়ছিল…হঠাৎ…হ্যাঁ—বান্দাকে কেউ বাধা দেয়নি। হাসান মামুদ সাহায্য করেছিল তাকে…। আকাশী বৌ কলমীর শাক তুলছে…জংলী যুবতী মৌটুসী সাপের খেলা দেখাচ্ছে…এমন সময়—ঢোল সহরৎ…মাথার দাম একলক্ষ আশরফি। বান্দা সামশের ফেরার…।

বাঁদী লালবাঈ—শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতার সু-প্রসিদ্ধ শিল্পীতীর্থে অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। তখন সূর্য উঠছে, …বিষ্ণুপুরের মাটিতে মুর্শিদকুলি, কাক্কাস নেগার, আনোয়ার বেগের পদচিহ্ন…যুদ্ধের উন্মাদনা, সঙ্গীতের মূর্ছনা…নাচের পায়েল…যৌবনের ফেনিল তরঙ্গ…তারপর ইতিহাস স্তব্ধ। বাঁ ও যদি জানতে চান, লাল-বাঁধের কিনারায় দাঁড়ান…চন্দ্রবিধৌত জ্যোৎস্নারাতে চমকে উঠে শুনবেন…প্রেমবিহ্বলা লালবাঈয়ের সঙ্গীতের কান্না…

পরস্ত্রী—প্রখ্যাত পালাকার শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। নবরঞ্জন অপেরায় অভিনীত। ভৃত্যের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রভুপুত্র বিপ্লবী সতু চৌধুরীর হ'ল দ্বীপান্তর, মাষ্টার শিশির চাটুজ্যের হ'ল কারাদণ্ড। সতুর বাগদত্তা দীপ্তির জীবনে নেমে এল বিপর্যয়, বিদেশী শাসকের গোলামি করে ফণী ঘোষাল হ'ল চৌধুরী ষ্টেটের মালিক। তারপর? দেশ হ'ল স্বাধীন। নির্যাতনের ক্ষতচিহ্ন সবাঙ্গে নিয়ে সতু ফিরে এল নিজের বাড়িতে। দারোয়ান মারলো লাঠি। রক্তাক্ত দেহে নিজের ঘরে গিয়ে দেখল—ফুলশয্যার বাসরে নববধূ বসে আছে তারই বাগদত্তা দীপ্তি। তারপর নাটকে দেখুন।

— পুরুষ —

কমলাকান্ত	...	...	রতনপুরের জমিদার।
শ্রীকান্ত	...	...	ঐ ভাই।
ভবানন্দ	...	...	ঐ কর্মচারী।
দীননাথ	...	...	সম্ভ্রান্ত গ্রামবাসী।
অমর	...	...	ঐ পুত্র।
শশী	...	...	ঐ ভাই।
নিবারণ	...	...	ঐ ভৃত্য।
স্বরূপ	...	...	গ্রাম্য যুবক।
অরূপ	...	...	ঐ ভাই।
সুকুমার	...	...	ভাগ্য বিড়ম্বিত যুবক।
দিগম্বর	...	...	জনৈক ব্রাহ্মণ।
ক্যাবলা	...	...	ঐ পুত্র।
ভিখুয়া	...	...	গুণ্ডা।
সুদর্শন	...	...	ওয়ার্ড পিয়ন।

— স্ত্রী —

মমতাময়ী	...	...	দীননাথের স্ত্রী।
রাধা	...	...	ঐ কন্যা।
মিলি	...	...	ঐ বিদুষী পুত্রবধূ।
সূর্যমুখী	...	...	বারবনিতা।

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নতুন নাটক—

রক্তে রাঙা মাটি—শ্রীকানাইলাল নাথ প্রণীত। নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। লাল চোখ··· হাতে চাবুক···মুখে সেই এক কথা···খাজনা চাই···কোথায় পাব হুজুর··· বিশ্বাস করুন, এবার ফসল হয়নি···খামোশ বেয়াদব···প্রজার পিঠে পড়ে রাজার অত্যাচারের চাবুক। তৌশিলদার বক্তার খাঁর হাতে সেই চাবুক। সামনে রক্তাক্ত দেহ, নিপীড়িত প্রজার উপর চাবুক চলছে···সহসা সেই চাবুক ধরে ফেললেন রমজান খাঁ। কে এই রমজান? কে এই বক্তার খাঁ? অদূরে যে নারীর মৃতদেহটি পড়ে আছে···ও কে? চেনেন? ওর নাম লক্ষীপ্রিয়া···জীবনে তার প্রিয়া হওয়া হলো না···তাই··মানবাত্মার কান্না আজও শোনা যায়···আজও দেখি—"রক্তে রাঙা মাটি।"

ঘুম নেই—শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, প্রসিদ্ধ লোকনাট্যাতে অভিনীত সামাজিক নাটক। ডামসা পটম্ ড্যাম্ গির্ গির্···সাঁওতাল-পাড়ায় মাদল বাজে···মাতাল যুবতী টিকলীকে ঘিরে নাচে আরও অনেক মাতাল যুবক-যুবতী···গাছের আড়ালে জ্বলে মানুষ হায়নার লোভের চোখ···টিকলীর নরম মাংসের বুনো গন্ধ তার নাকে···মাংসাশী বেইমান মহাজন···মুরগীর মত ছটফট করে মেয়েটা···জানোয়ার তার বুকের স্বপ্ন ছিঁড়ে নিয়েছে···জমি কেড়ে নিয়েছে তার বাপের···ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে···চুনকা মুর্মুকে পাঠিয়েছে জেহেলে···গ্রামের ডাক্তার, ডাকাত-বৌ মৌ, যাত্রার বিবেক বুদ্ধ সাঁতরা প্রতিবাদ জানায় ···মৃত চুনকার বুকে আগুন মশাল হয়ে জ্বলে···পাগলা এক মেয়ে বসে থাকে তার মনের মানুষের পথ চেয়ে···পাখী ডাকলে ছুটে গিয়ে বলে, উ ত আমার চুনকা বটে···মাটির ক্ষুধায় মাটির মানুষ মাটিতে রক্তবমি করে মরে···সারা গ্রামে নামে ভয়···ওরা আসছে···মহাজন জোতদারের চোখে ঘুম নেই—ঘুম নেই মানুষের চোখে।

রাধার নিয়তি

প্রথম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

রতনপুরের দীঘির পাড়।

গাছকোমর করে কাপড় পরা রাধার প্রবেশ।

[কোঁচড়ে আছে কিছু পেয়ারা ও গরুবাঁধা দড়ি।]

রাধা। বাব্বা, পড়া—পড়া—পড়া। ধুত্তোর লেখা-পড়ার নিকুচি করেছে। আজ সাত-সাতদিন হয়ে গেল, মানুষটার দেখা নেই! রোজ রোজ গরু বাঁধবার ছল করে পুকুরঘাট আর ঘর, ঘর আর পুকুরঘাট। [দূরে নদীর দিকে চেয়ে] ওঃ দেখি নদীর আক্কেলটা! যৌবনের জোয়ার যেন সব সময় লেগে আছে।

গীত।

ওই আঁকাবাঁকা নদী জোয়ার ভরা যদি,
তীরে বসে রাধা কাঁদে বাঁশী কেন বাজে না।
কত কথা লাগে প্রাণে,
দোলা লাগে মন বনে,
তীর-ভাঙা ঢেউ বলে তবু স্রোত এল না।
মনে মোর বাজিয়ে বীণা
কখন আসে যায় না চেনা,
দাঁড়িয়ে থাকি নদী-কূলে ব্যথা ত কেউ বোঝে না।

[নেপথ্যে মমতাময়ীর ডাক শোনা যায়।]

মমতাময়ী। [নেপথ্যে] রাধা! ওরে ও রাধা—

রাধা। ব্যস, হয়ে গেল, শ্যামের বাঁশী আর রাধার শোনা হল না।

মমতাময়ী। [নেপথ্যে] রাধা! কোথায় গেলি রে পোড়ারমুখী—

রাধা। পোড়ারমুখী তোমার নদীর ধারে গো!

মমতাময়ীর প্রবেশ।

মমতাময়ী। তা এই সাত-সকালে নদীর পাড়ে কেন রে হতভাগি! বাড়িতে কি আর কাজকর্ম নেই। [রাধার হাতের দড়িগাছা দেখিয়া] ও মা! হাতে ওটা কি?

রাধা। দেখতেই ত পাচ্ছ, একগাছ দড়ি।

মমতাময়ী। দড়ি!

রাধা। হ্যাঁ গো, লালি গাইটাকে মাঠে বেঁধে দিয়ে আনব বলে দড়িগাছটা এনেছি।

মমতাময়ী। সে কি! তাকে ত আমি ভোরেই বেঁধে দিয়ে এসেছি রে।

রাধা। তাই নাকি?

মমতাময়ী। ধিঙ্গি মেয়ে! বলি, এই সোমত্ত বয়সে ধেই-ধেই করে নেচে বেড়াতে একটু লজ্জা করে না তোর?

রাধা। লজ্জা! লজ্জা জিনিসটা কি রকম মা-মণি? [সোহাগ-ভরে গলা জড়াইয়া ধরে]

মমতাময়ী। [সহাস্যে] শোন মেয়ের কথা। হ্যাঁ রে, ঘরদোর সব গোছানো হয়ে গেছে?

রাধা। একরকম বলতে পার—মানে—না।

মমতাময়ী। গড় করি বাপু তোর কথায়! হ্যাঁ—আবার না। ওই হ্যাঁ আর না-র মধ্যে কোনটা ঠিক তাই বল ত।

রাধা। মানে—কোনটাই না।

মমতাময়ী। কাল বাদে পরশু অমর বিলেত থেকে হোমরা-চোমরা ডাক্তার হয়ে ফিরে আসছে। তার জন্যে ওই দক্ষিণ দিকের বড় ঘরটা আর বাইরের সদর ঘরটা ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখতে বলেছিলুম। তার কি করেছিস রে হতভাগি?

রাধা। [গলা জড়িয়ে ধরে] মা আমার লক্ষ্মীমেয়ে।

মমতাময়ী। আঃ, ছাড়—ছাড়! বলি, মতলবটা কি শুনি?

রাধা। কিছু না—কিছু না, খালি একটু পেছন ফিরে দাঁড়াও।

মমতাময়ী। এই নে, দাঁড়ালুম।

রাধা। সোজা এইবার বাড়ির দিকে চলে যাও। আমি এক লাফে নদীতে পড়ে দু-একবার এপার-ওপার করেই বাড়িতে গিয়ে লক্ষ্মীমেয়ের মত সব গুছিয়ে দেব, কেমন?

মমতাময়ী। দেখ দেখি, কোথায় রাগ করে এলাম দুটো বকে দেব বলে! গলাটা জড়িয়েই আমার সব রাগ একেবারে জল করে দিলে। বেশ, আমি যাচ্ছি। কিন্তু যেন দেরী করিস না। কতদিন বাদে ছেলেটা বাড়ি আসছে, আনন্দে সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। এটা হয়ত ওটা হয় না, ওটা হয়ত এটা হয় না। যাই, নিবারণটাকে চট করে বাজারে পাঠিয়ে দিই। কখন যে কি হবে তা ভগবানই জানেন। চটপট করে চলে আয়, যেন দেরী করিস না।

[প্রস্থান।

রাধা। উহুঁ-ও-ও—[গানের সুর বাজে]

গীতকণ্ঠে অরূপের প্রবেশ।

অরূপ।— গীত।

বলি, ভাবছ কেন ও রাধিকা, ভাবনা কিছুই নাই।
তোমায় যত গোপন কথা আমি বলে যাই—[শোন]
স্বপনপুরীর রাজার ছেলে,
তোমার কাছে আসবে বলে,
লেখাপড়া শিকেয় তুলে নদীর পাড়ে লুকিয়ে আছে তাই—
[শোন] আমি বলে যাই।

অরূপ। দেব না–দেব না—দেব না—

রাধা। কি?

অরূপ। [চিঠি দেখিয়ে] এই যে—

রাধা। এই—এই, দে—দে ভাই।

অরূপ। উহুঁ, দেব না—দেব না, কিছুতেই দেব না।

রাধা। দিবি না?

অরূপ। না—না, কিছুতেই না।

রাধা। দুষ্টু ছেলে!

অরূপ। কি, আমি দুষ্টু! বেশ, যদিও দিতুম, আর দেব না।

রাধা। বটে, লেখাপড়া শিখে এই জ্ঞান হচ্ছে তোমার? বলি হ্যাঁ রে, আমি না তোর গুরুজন।

অরূপ। ওঃ, ভারী আমার গুরুজন রে! বিয়ের পর বৌদি হলে তবে ত হবে আমার গুরুজন।

স্বরূপ। [নেপথ্যে] অরূপ—অরূপ—

অরূপ। এই রে, দাদা! এই নাও রাধাদি, দাদার চিঠি।

[স্বরূপের প্রবেশ।

স্বরূপ। অরূপ—

অরূপ। ধর না রাধাদি!

স্বরূপ। তোকে কখন পাঠিয়েছিলাম—আর কি বলেছিলাম?

অরূপ। [ঢোক গিলে] জান দাদা! ওই নদীর ধারে না—

স্বরূপ। অরূপ, মিথ্যে কথা বলতে নেই। তোকে কি বলে দিয়েছিলাম?

অরূপ। বললুম ত—রাধাদি চিঠিটা ধর, দাদা ওখানে ওৎ পেতে বসে আছে।

স্বরূপ। কি, আমি ওৎ পেতে বসে আছি! আমি বাঘ—না ভাল্লুক?

অরূপ। না। মানে, দাদা ওখানে—

স্বরূপ। মিথ্যেবাদীর শাস্তি কি জানিস? কান ধর—ধর বলছি। [অরূপ ধমক খেয়ে কান ধরে, স্বরূপ হাসে] যা, গিয়েই পড়তে বসবি, বুঝলি? পড়া যদি তৈরি না হয়, তাহলে বুঝেছ?

অরূপ। ওঃ, নিজে ত কলেজ ছেড়ে, একেবার এই আম-তলায় পড়তে এসেছেন। আর আমার বেলায় যদি না পড়া হয়, বুঝেছ; হুঁ—

[জিভ দেখাইয়া প্রস্থান।

স্বরূপ। কি, এবারে কি মানভঞ্জনের পালা নাকি?

রাধা। যাও, তোমার সঙ্গে আড়ি।

স্বরূপ। বেশ, চললাম তবে বাড়ি।

রাধা। বা-রে, আমি বললাম বলেই কি আড়ি হয়ে গেল নাকি?

স্বরূপ। বেশ, শ্বেত পতাকা উড়িয়ে দিলাম—সন্ধি হয়ে যাক।

রাধা। [হাত বাড়ায়] সন্ধি!

স্বরূপ। ওরে বাবা—

রাধা। কি হল?

স্বরূপ। ও—ও ওই যে, ওটা কি হবে? [দড়ি দেখায়]

রাধা। ও—এইটা?

স্বরূপ। হ্যাঁ।

রাধা। শ্যামকে আমার আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে রাখব বলে, যাতে সে আর তার রাধাকে ছেড়ে—

স্বরূপ। পালিয়ে যেতে না পারে। তাই না?

রাধা। হ্যাঁ।

স্বরূপ। শ্যাম কখনও রাধা ছাড়া হয় না। যেখানে যত দূরেই থাক না কেন, বাঁশী বাজিয়ে বলবে—

গীত।

বলেছে ও ললিতে কোথায় বিনোদিনী,
রাই বিহনে কেমন করে কাটবে যামিনী।

রাধা। আমি কি বলব জান?

গীত।

পাগল করা বাঁশীর সুরে ডেকো না মোরে,
সুর হয়ে মোর ছিন্ন বীণার কেন এলে ফিরে।
বুঝি আমি ছলা কলা
তোমার বাঁশীর রাধা বলা,
কুল মজানো তোমার খেলা দাঁড়িয়ে নদীর তীরে।

স্বরূপ। রাধা, ওকথা বলো না—

রাধা।— **পূর্ব গীতাংশ।**

তুমি তো জানো না ওগো কেন বাঁশী ভাল,
তুমি আছ তাই এ ভুবনে এতো আলো,
দখিণা পবন আনে শিহরণ বিরহ সাগর নীরে—

স্বরূপ। রাধা—

রাধা। বল।

স্বরূপ। আমার কিন্তু কলেজ খোলার সময় হয়ে গেল রাধা। ওকি, সহসা চন্দ্রগ্রহণ হয়ে গেল কেন?

রাধা। স্বরূপদা!

স্বরূপ। আগামীকাল বুধবার, যাত্রার পক্ষে অত্যন্ত শুভ।

রাধা। আবার কবে আসবে? আবার কবে দেখা হবে?

স্বরূপ। আসব পরীক্ষাটা শেষ হলে। দেখা কিন্তু এখানে হবে না।

রাধা। তবে কোথায়?

স্বরূপ। এখানে নয়, প্রিয়জন সনে মিলন লগ্নে দেখা দেব তোমায়।
সলাজে গো তুমি ফুল-মালাখানি পরাবে আমার গলায়,
সজ্জ সে ছাদনাতলায়।

[রাধা গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল]

স্বরূপ। একি!

রাধা। লেখাপড়া যেটুকু শিখেছি, সে ত তোমার কাছেই। তাই এটা বিদায় বেলায় গুরুদক্ষিণা।

স্বরূপ। তাই বুঝি? তবে একটা আশীর্বাদও নিয়ে রাখ। শত পুত্রের জননী হও।

রাধা। সর্বনাশ!

অরূপের প্রবেশ।

অরূপ। একেবারেই—

স্বরূপ। কে? অরূপ!

অরূপ। অরূপ নয়,—অরূপবাবু।

স্বরূপ। উত্তম। বলুন অরূপবাবু, আপনার পুনরাগমনের হেতু।

অরূপ। বাড়িতে অবনী ভট্টাচার্যের আগমন। তিনি বললেন, পাঁজিটা দেখা একটু ভুল হয়ে গেছে। শুভ সময়টা কাল নয়, আজ। আর সময়টা বারোটা বেজে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে। আচ্ছা চলি, নমস্কার।

[প্রস্থান।

স্বরূপ। এই সেরেছে! তাহলে ত আর মোটেই দেরী করা যায় না। এখুনই সব গোছগাছ করে নিতে হবে। রাধা—

রাধা। এস তবে, আর দেরী করো না।

স্বরূপ। [কাছে গিয়ে] আসি, কেমন? একি! সোনার গণ্ডে মুক্তো ঝরছে কেন? দেখি মুখখানা।

রাধা। স্বরূপদা—

স্বরূপ। উঁহু! কান্না নয়, হাসি। হাস—হাস—হাস। [রাধা হাসে] বাঃ—সুন্দর, এবার এসে ওই রাঙা মুখের হাসি দেখব ছাদনা-তলায় বিয়ের পিঁড়িতে বসে, কেমন?

[প্রস্থান।

রাধা। ঠাকুর—ঠাকুর, আমার এই দুর্বল মনকে সবল করে দাও, বিরহিনী রাধার কাছে এনে দাও মনচোরা শ্যামকে।

[প্রস্থান।

কমলাকান্ত ও ভবানন্দের প্রবেশ।

কমলাকান্ত। ওই প্রজাপতির বাচ্চাটা কার হে ভবানন্দ?

ভবানন্দ। বাঃ—বাঃ, বলিহারি হুজুরের দৃষ্টিশক্তি।

কমলাকান্ত। আমার প্রশ্নের জবাব ওটা নয় ভবানন্দ। ওই মেয়েটার খবর কিছু জান?

ভবানন্দ। বিলক্ষণ, জানি বৈকি হুজুর। তবে—

কমলাকান্ত। তবে কি?

ভবানন্দ। বিয়ে করবেন, না—বাগান-বাড়িতে হুজুর?

কমলাকান্ত। মোসাহেবি করে ত অনেকদিন কাটিয়ে দিলে, আমাকে চেনবার শক্তি এতদিনেও তোমার হল না দেখছি।

ভবানন্দ। আজ্ঞে, জুতোর শুকতালা ছিঁড়ে গেলেও কোনদিন জানতে পারে না যে, ওপরের চামড়াটা লাল না কালো।

কমলাকান্ত। [ধমক দিয়া] ভবানন্দ!

ভবানন্দ। এখুনি যাচ্ছি হুজুর।

কমলাকান্ত। কোথায়?

ভবানন্দ। দীনু বাঁড়ুজ্যের বাড়িতে।

কমলাকান্ত। দীনু বাঁড়ুজ্যের মেয়ে?

ভবানন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে হুজুর, বড় শক্ত ঠাঁই। ভাঙবে, তবু মচকাবে না।

কমলাকান্ত। দীনু বাঁড়ুজ্যের ছেলের বিলেতে ডাক্তারী পড়ার খরচটা আমিই দিয়েছি, না ভবানন্দ?

ভবানন্দ। বিনিময়ে স্থাবর সমস্ত সম্পত্তির পাট্টা দলিল আপনার সিন্দুকে হুজুর!

কমলাকান্ত। তাহলে এহেন উপকৃত সুহৃদের হাতে কন্যা সম্প্রদান করতে দীনুবাবুর নিশ্চয়ই আপত্তি করা উচিত নয়।

ভবানন্দ। আপত্তি? কি বলছেন হুজুর, আপনার মত লোকের কাছ থেকে এই শুভ-সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার আনন্দে আত্মহত্যা করা উচিত।

কমলাকান্ত। ভবানন্দ! কথা নয়, কাজ—আর এই মুহূর্তে।

ভবানন্দ। সেকথা আর বলতে! শুভকাজে দেরী করলেই যত ব্যাঘাত আসে হুজুর। সব একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে ছুটে আসবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি এই গেলুম আর এলুম বলে। [গিয়ে ফিরে আসে] হ্যাঁ, পাঁচটা টাকা দেবেন হুজুর!

কমলাকান্ত। কাজটা সেরে এলেই পাবে।

ভবানন্দ। যদি আসবার ক্ষমতা না থাকে হুজুর! তাই—

~~কমলাকান্ত। তাই~~!

ভবানন্দ। কবিরাজের কাছ থেকে একটা মালিশ কিনে নিয়ে যাব হুজুর।

কমলাকান্ত। মালিশ?

ভবানন্দ। হ্যাঁ, মালিশ। ঘটকালির এই শুভ-সংবাদটা শুনেই যদি বেশ ভাল করে ধোলাই দিয়ে পালিশ করে দেয়, তখনই এই মালিশের দরকার হবে হুজুর।

কমলাকান্ত। বুঝেছি, কিন্তু অতটা সাহস দীনু বাঁড়ুজ্যের হবে না ভবানন্দ। আর রাজী না হলে আসবার সময় তাগাদাটা একটু কড়া ভাবেই দিয়ে আসবে। বলে আসবে যে, পনেরো দিনের মধ্যেই—

ভবানন্দ। টাকাটা বাপের সুপুত্তুরের মত সুদ সমেত ফিরিয়ে

দিতে না পার, তাহলে এক বস্ত্রে ধুলোপায়ে গিয়ে রাস্তায় দাড়াতে হবে, এই ত?

কমলাকান্ত। যাও, ফিরে এলেই বখশিস পাবে।

ভবানন্দ। আচ্ছা হুজুর! [চলে যায় ও ফিরে এসে] হুজুর—

কমলাকান্ত। বল।

ভবানন্দ। অপরাধ নেবেন না হুজুর। শুনেছি মেয়েটা নাকি ওই চাটুজোপাড়ার একটা বখাটে ছোড়া—স্বরূপ না কি তার নাম, তার সঙ্গে নাকি একটু ইয়ে—

কমলাকান্ত। আমার যখন নজর পড়েছে

ভবানন্দ। তা ত বটেই, লোকে বলে ছেলেটা নাকি গুণ্ডা।

কমলাকান্ত। আমার টাকাই করে দেবে ঠাণ্ডা।

ভবানন্দ। তা যা বলেছেন হুজুর। দুনিয়ায় বন্দুকের গুলীর চেয়ে টাকার গুলি অনেক তেজী হুজুর, অনেক তেজী।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

কমলাকান্ত। ভবানন্দ!

ভবানন্দ। শুভকাজে আবার পেছু ডাকলেন কেন হুজুর?

কমলাকান্ত। সিধে রাস্তায় নয়, আমাদের একটু বাঁকা পথে যেতে হবে। শোন ভবানন্দ, দাবার কিস্তিটাকে একটু ঘুরিয়ে ~~চাল দিতে হবে। এস আমার সঙ্গে~~।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রতনপুরের উৎসবমুখর বাঁড়ুজ্যেবাড়ি।

মমতাময়ীর প্রবেশ।

মমতাময়ী। কখন যে কি হবে তার ঠিক নেই। আর কতটুকু সময় বা আছে? কতদিন পরে ছেলেটা আসছে। গোছগাছ করা ত দূরের কথা, গোছানো জিনিসই সব অগোছ হয়ে যাচ্ছে। দু'ভায়ের কারোর টিকির পর্যন্ত দেখা নেই। সেই সঙ্গে নিবারণ হতভাগাও যে কোথা গা-ঢাকা দিয়েছে, তা ভগবানই জানেন। নিবারণ! ওরে ও নিবারণ—

শশীনাথের প্রবেশ।

শশী। তোমার ওই আদুরে নাড়ুগোপালকে আমি গরুখোঁজা খুঁজেছি বৌদি, কোন পাত্তাই পাইনি। দাদার আর ওই নাড়ু-গোপালের ভীমরতি ধরেছে, ভাল করে একবার কবরেজ দেখাও।

মমতাময়ী। কেন রে, দাদার সঙ্গে আবার কি হল?

শশী। কি না হল, সেটাই আগে জিজ্ঞেস কর।

মমতাময়ী। বুঝি না বাবু তোদের হেঁয়ালি।

শশী। আচ্ছা বল ত বৌদি, আমি আর অমর কি আলাদা? আতুড়ঘরে মা মরে যেতে কে আমায় অমরের পাশে শুইয়ে মুখে মধু ঢেলে দিয়েছে? দু'কোলে দু'জনকে নিয়ে কে আদর করত? ওই বড়দা কি বাপের মত আদর দিয়ে ভালবাসত না?

মমতাময়ী। বুঝলাম। এখন আসল কথাটা কি তাই বল। কি বলেছে তোর দাদা, যার জন্য তোর এত অভিমান?

শশী। অভিমান হবে না? দেখ—দেখ, এই বুকটার একবার হাত দিয়ে দেখ, এক হাত ছাতি একেবারে পাঁচ হাত হয়ে গেছে।

মমতাময়ী। [হেসে] পাগল ছেলে।

শশী। এমন স্বর্ণ সুযোগ আর কি পাওয়া যাবে? দু-দুটো যোগ একেবারে একসঙ্গে এসেছে। অমর বিলেত থেকে মস্তবড় ডাক্তার হয়ে ফিরছে যেদিন, সেইদিনটাই আবার তার শুভ জন্মদিন।

দীননাথের প্রবেশ।

দীননাথ। অতএব দেশসুদ্ধ লোককে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে হবে। কেন, ফর্দটা একটু ছাঁট-কাট করলে হয় না?

শশী। দাদার কথাটা শুনলে বৌদি? বলি, ছাঁট-কাট করবে কি করে শুনি? ফর্দ থেকে কাকে বাদ দেবে? আর লোকেই বা বলবে কি?

দীননাথ। দেনায় আমার মাথাটা বিকিয়ে আছে, সেকথাটা ভুলে গেলে ত চলবে না ভাই। অমরের পড়ার খরচ জোগাতে বাড়ি-ঘর সব বাঁধা পড়েছে।

শশী। বলি, দেনা কার নেই শুনি? তা ছাড়া যার জন্যে এই দেনা, সেই ত এবার মানুষের মত মানুষ হয়ে ফিরে আসছে। দেনার জন্যে তোমার আর অত মাথা ঘামাতে হবে না।

দীননাথ। বেশ, তবে যা ইচ্ছে তাই করগে যা।

মমতাময়ী। আচ্ছা, তোমরা কি রকম মানুষ বল ত? আজ বাদে কাল ছেলে আসছে, আর তোমরা দু'ভায়ে দিব্যি তর্ক জুড়ে দিয়েছ? কাজের কাজ ত কিছুই দেখছি না।

শশী। দেখবে কি করে? উনি যে এখন ফর্দ কাটতে ব্যস্ত।

দীননাথ। [রেগে] বেশ, আমি না হয় ফর্দ কাটা বন্ধ করলুম, বাকি সব কি ব্যবস্থা করেছিস?

শশী। ওসব আর তোমায় চিন্তা করতে হবে না। এই দেখ ফর্দ। মুদির দোকান, বাজার, দই, মিষ্টি, সব।

দীননাথ। তারপর?

মমতাময়ী। এই ত সব হয়ে গেল, আবার কি?

দীননাথ। আছে বড় বৌ, আছে। শুধু দোকান-বাজার হলেই সব হল না, ছাদে একটা বিরাট ম্যারাপ।

শশী। আর একটা জিনিস খুব ভুল হয়ে গেছে দাদা।

দীননাথ। কি বল ত?

শশী। সদরে সানাই বসাতে হবে না!

দীননাথ। নিশ্চয়ই, তুই যা বলবি তাই হবে।

শশী। সত্যি বৌদি, এমন দাদা পাওয়া ভাগ্যের কথা।

দীননাথ। আর বৌদি?

শশী। বৌদি নয়—বৌদি নয়, মা—আমার স্নেহময়ী জননী।

মমতাময়ী। একটু আগেই ত দাদার ওপর চটে আগুন ছিলে। ভাল কথা, হ্যাঁ গো—কমলবাবুকে টাকার কথা বলে রেখেছ ত?

দীননাথ। ওঃ-খুব মনে করিয়ে দিয়েছ ত। টাকার কথাটা অবশ্য তাকে বলাই আছে, তবে আর দেরী করা উচিত নয়। টাকার জন্যে আমায় এখুনি যেতে হবে। তোমরা ততক্ষণ এদিকের কাজকর্ম সব সেরে নাও, আমি টাকাটা নিয়েই নিবারণকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে চলে যাব।

মমতাময়ী। তা তো যাবে। কিন্তু সকাল থেকে ত বাবুর পাত্তাই মিলছে না।

দীননাথ। দেখ, শশী হয়ত কোথাও পাঠিয়েছে।

শশী। বেশ কথা তুমি বললে বড়দা। তাকে ফরমাস করব আমি? তাহলেই হয়েছে, সেই উল্‌টে আমায় ফরমাস করে বসে।

মমতাময়ী। তাহলে সে গেল কোথায়?

দীননাথ। চুপ করে বসে থাকবার ছেলে সে নয় বড় বৌ। নিশ্চয়ই কোন কাজে ব্যস্ত আছে। হ্যাঁ, শোন শশী। আমি কমলা-কান্তবাবুর কাছে টাকার জন্যে যাচ্ছি, তুই সানাইওয়ালার ব্যবস্থা কর। হ্যাঁ গো, আমার রাধা-মাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? কোথায় গেল সে?

রাধার প্রবেশ

রাধা। কোথায় আবার যাবে! গেলে বাড়ির ঝিয়ের কাজটা করবে কে শুনি?

শশী। কি বললি? ভাইয়ের ঘর পরিষ্কার করাটা ঝি-এর কাজ? ফের ওকথা বললে—

রাধা। কি করবে? মারবে নাকি? বেশ, মারবে এস। আমিও তোমার জামা-কাপড় সব—

শশী। ছিঁড়ে দিবি, কেমন? আয়, ছিঁড়ে দে।

মমতাময়ী। আঃ, থাম শশী। তোরা দুটোতে দেখছি সাপে-নেউলে। বাড়িতে এতবড় একটা উৎসব, আর এই সময় তোরা দুটোতে ঝগড়া শুরু করে দিলি?

রাধা। তুমি বড় একচোখো মা! আমাকে একেবারে দেখতে পার না, বাবার আমি—

দীননাথ। নয়নের মণি, তাই না রে?

রাধা। বাবা আমার লক্ষ্মীসোনা—[জড়িয়ে ধরে]

দীননাথ। হ্যাঁ রে রাধা! স্বরূপের খবর কি রে মা? সে না থাকলে কিছুই যেন ভাল লাগে না।

রাধা। স্বরূপদা শহরে চলে গেছে বাবা।

দীননাথ। চলে গেছে! কেন—কেন?

রাধা। বললে, তার নাকি কাল থেকেই কলেজ খুলছে।

দীননাথ। স্বরূপ আমার বড় ভাল ছেলে। অমর আমার মুখ উজ্জ্বল করে ফিরে আসছে, বাকি রইলি তুই মা। তোদের দু'হাত এক করে দিতে পারলেই আমার ছুটি।

শশী। দাদা, বেলা কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে।

মমতাময়ী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেলা করলে বাজার-হাট সব হবে কখন?

দীননাথ। যাচ্ছি—যাচ্ছি। আনন্দে আমার যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে বড় বৌ। আমার কত আনন্দ! আমার খোকা আসছে বিলেত থেকে ডাক্তার হয়ে। আর ত দেরী করা চলে না। কত যশ, কত সম্মান—আমার খোকা আসছে, আমার অমর আসছে।

[প্রস্থান।

মমতাময়ী। শশী, আর দেরী করিস না ভাই। বাজারটা একটু চটপট সেরে ফেল।

শশী। কি দিয়ে সারব? টাকা ত কমলবাবুর পকেটে।

মমতাময়ী। সংসার খরচের টাকা থেকে কিছু কিছু সরিয়ে রেখেছি। এখুনি সেটা এনে দিচ্ছি। নিবারণকে নিয়ে তুই বাজারে চলে যা।

[প্রস্থান।

রাধা। বাবার আদর দেখে হিংসেতে একজনের মুখ একেবারে যেন বাংলার পাঁচ।

শশী। আর একজনের হিংসেও কম নয়।

রাধা। বয়ে গেছে আমার হিংসে করতে।

শশী। আমারও বয়ে গেছে।

রাধা। হিসেব কিন্তু একই হচ্ছে ছোটকা। বাবা আমাকে ভালবাসে আর মা বাসে তোমাকে।

শশী। জিতটা কিন্তু তোরই।

রাধা। কি রকম?

শশী। একভাগ আমার, একভাগ দাদার, আর—

রাধা। আর?

শশী। নদীর পাড়ে দড়ি হাতে করে মুখপুড়ি, মালা বদলটা সেরে নিয়েছিস ত?

রাধা। ছোটকা, তুমি না কাকা—গুরুজন?

শশী। গুরুজন বলেই ত বলছি। বিনা খরচে যদি এমন একটা সুন্দর, বিদ্বান, বুদ্ধিমান জামাই পাওয়া যায়, তবে কোন বাপ-কাকা তা ছেড়ে দেয় শুনি?

রাধা। [আব্দারের সুরে।] ছোটকা!

শশী। সুরটা যেন একটু বেসুরো বেসুরো লাগছে!

রাধা। আমায় একটা কাকিকা এনে দাও না ছোটকা

শশী। কটা চাই? একটা না দুটো?

রাধা। আপাতত একটাই এনে দাও।

শশী। বেশ, এখনই যাচ্ছি।

রাধা। কোথায়?

শশী। তোর কাকি আনতে।

রাধা। ওমা, এক্ষুনি কি গো!

শশী। তুই যখন আদর করে চাইলি, তখন কি আর দেরী করতে আছে? ওই রতন ঘোষের দোকানে যাব আর আসব।

রাধা। সেকি গো, ওটা যে মিষ্টির দোকান।

মমতাময়ীর প্রবেশ।

মমতাময়ী। দই-সন্দেশের বায়নাটাও অমনি দিয়ে আসবি শশী; আর বলে আসিস, দই-মিষ্টিগুলি যেন সকাল বেলাতেই পাঠিয়ে দেয়। এই নে টাকা। [টাকা দিল]

শশী। কি রে! মিষ্টির বায়নাটা একসঙ্গে দু'বারের জন্যে করে আসি, কেমন?

রাধা। ভাগ্!

[ছুটিয়া প্রস্থান।

মমতাময়ী। কি রে, অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

নিবারণের প্রবেশ।

[অদ্ভুত সাজ। মাথায় কাঁচাপাকা চুল, গায়ে লাল রংয়ের দোমড়ানো একটি কোট, হাঁটুর উপর কাপড় পরা, পায়ে বুট জুতো, বগলে একটি ছাতি, কাঁধে গামছা, হাতে নাড়ুভর্তি হাঁড়ি]

নিবারণ। খুঁজতে হবেনি, আমি নিজেই এসেছি

শশী। বৌদি! [হাসিল]

মমতাময়ী। কি ব্যাপার রে নিবারণ? এই সাত-সকালে অমন সং সেজে কোথায় চলেছিস?

নিবারণ। সং সেজে যে যমালয়ে যাচ্ছি না, এটা ঠিক। তোমরা সবাই আহ্লাদে একেবারে আটখানা হয়ে আছ। আক্কেল বিবেচনার বালাই ত একেবারে চিবিয়ে খেয়েছ দেখছি। ওদিকে যে খোকন-মণি কাল ভোঁ বাজিয়ে জাহাজে চড়ে—

দীননাথের প্রবেশ।

দীননাথ। মস্তবড় ডাক্তার হয়ে বাড়ি আসছে। একি নিবারণ-বাবু, একেবারে সার্কাসের সং সেজে হাজির।

নিবারণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সং-ই ত সেজেছি। সারা জীবনে দু'বার সং সেজেছিলুম, আজ নিয়ে তিনবার। পেরথম সেজেছিলুম বিয়ের দিন, দ্বিতীয়বার সেজেছিনু বৌমার বাপের বাড়িতে আঁতুড়ঘরে খোকাকে দেখতে গিয়ে, আর আজ সেজে চলেছি কলকাতার জাহাজঘাটে খোকাকে রিপশন করতে।

শশী। সর্বনাশ। বৌদি, ওই শোন, নিবারণদা আবার ইংরেজী বলছে।

মমতাময়ী। চুপ কর হতভাগা!

শশী। ওটা আবার কি রকম ইংরাজী নিবারণদা?

নিবারণ। ওই যে তোমরা সব ইংরেজীতে কি চাই বল—

শশী। ও—রিসেপশন্।

নিবারণ। ওই হল—ওই হল।

দীননাথ। তা হ্যাঁ রে, হাতে ওটা কি?

নিবারণ। বলি জ্ঞান-বুদ্ধি কি আছে তোমাদের? খোকন সোনা

ক্ষীরের নাড়ু ভাসবাসত, সেকথাটা তোমাদের মনে না থাকলেও আমি কিন্তু ভুলিনি। আমার আর বক্‌বক্‌ করার সময় নেই বাপু। টেরেনের সময়ও এদিকে হয়ে এল, আমি চললুম। হ্যাঁ—ভাল কথা, শোন বৌমা! কাল ঠিক সময়মত গরুর গাড়িটা পাঠিয়ে দিও। দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা—[প্রস্থানোদ্যত]

শশী। আরে, অমরের জাহাজ ত আসবে কাল, আজ তুমি কোথায় চলেছ?

নিবারণ। [কাঁদিয়া ফেলিল] ওরে ও হতভাগা! শুভকাজে যাবার সময় পেছু ডাকলি! কখন ভোঁ বাজিয়ে জাহাজ এসে যায় কে জানে। তার চেয়ে একদিন আগে থেকে ঘাটে বসে থাকা ভাল। আমার খোকা ডাক্তার হয়ে আসছে—মস্তবড় ডাক্তার। হেই মা মঙ্গলচণ্ডী, অপরাধ নিসনি মা! আমার খোকা এলেই বুক চিরে আমি রক্ত দিয়ে তোর পূজো দেব মা! দুর্গা—দুর্গা—

[প্রস্থান।

দীননাথ। দুর্গা—দুর্গা—

শশী। টাকা পেয়েছ বড়দা?

দীননাথ। এঁ্যা—ও হ্যাঁ, পেয়েছি রে! সত্যি বড় বৌ, কমলের মত অমন উদার দয়াবান মানুষ এই বিষাক্ত সংসারে অত্যন্ত বিরল। হাজার টাকা ত দিলই—আরও কি বললে জান?

মমতাময়ী। কি?

দীননাথ। বললে, অমর বিলেত থেকে ডাক্তার হয়ে আসছে। ডিসপেনসারি খুলতে যত টাকা লাগে, সেটা চাইতে যেন আমি দ্বিধা না করি। আহা, বড় ভালমানুষ বড় বৌ, বড় ভালমানুষ।

মমতাময়ী। আর দেরী করিস না শশী।

শশী। যাচ্ছি বৌদি, এক্ষুনি যাচ্ছি। [ফিরিয়া] বৌদি!

মমতাময়ী। কি রে, কিছু বলবি?

শশী। [চিন্তা করিয়া] না থাক, আজ নয় বৌদি, আজ নয়। আজ শুধু প্রাণভরে ডাক ওই মঙ্গলময় ঈশ্বরকে।

[প্রস্থান।

দীননাথ। ও যেন কি বলতে গিয়ে চলে গেল বড় বৌ।

মমতাময়ী। ও কিছু নয়। শশী বাজারে গেছে, তুমি এদিককার সব জোগাড় করে ফেল। আমি শুভচুনি আর সত্যনারায়ণের সিন্নির জোগাড় করিগে যাই। নারায়ণ—নারায়ণ!

[প্রস্থান।

দীননাথ। ঠাকুর—ঠাকুর! এই অফুরন্ত আনন্দের মধ্যেও বুকের ভেতর এ কিসের স্পন্দন? কিসের এ ইঙ্গিত? বুকের ভেতর থেকে কে যেন চুপি চুপি বলছে, ওরে দীনু! না—না, কিছু নয়—কিছু নয়। সীমাহীন আনন্দে চিত্তের চাঞ্চল্য, এ মনের দুর্বলতা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কলিকাতা বন্দরের জাহাজ-ঘাট।

কমলাকান্তের প্রবেশ।

কমলাকান্ত। না—না—না, যেমন করেই হোক উপায় আমায় আবিষ্কার করতেই হবে। আমার কালো ও সাদা রংয়ের মধ্যে কালোটাকে রাখতে হবে কালোর সঙ্গে অন্ধকারে, আর সাদার সৌম্যমূর্তি বিরাজ করবে সৎচরিত্র উদার দেশ-প্রেমিকরূপে। হাঃ হাঃ-হাঃ।

ভবানন্দের প্রবেশ।

ভবানন্দ। হুজুর—হুজুর! এই যে আপনি এখানে, আর ওদিকে মাঠময় গরুখোঁজা খুঁজছি।

কমলাকান্ত। চোপরাও বেয়াদব! ভাষাটা একটু সংযত করবার চেষ্টা কর।

ভবানন্দ। ধমকাবেন না হুজুর। দোষটা ঠিক আমার নয়।

কমলাকান্ত। তবে কার?

ভবানন্দ। সঙ্গদোষের। কথায় বলে হুজুর, সৎসঙ্গে স্বর্গে বাস, আর অসৎসঙ্গে নরকে বাস। যাকে বলে আয়নায় মুখ দেখাদেখি হুজুর।

কমলাকান্ত। বটে! তা যে কাজে তোমায় পাঠিয়েছিলুম, তার কি সংবাদ?

ভবানন্দ। এসেছে হুজুর।

কমলাকান্ত। কে—কে ?

ভবানন্দ। চাকর নিবারণ একটা গাছে ঠেস দিয়ে ঘুমুচ্ছে। এ ছাড়া আর কাউকে ত নজরে পড়ল না হুজুর। একটা কথা জিজ্ঞেস করব হুজুর ?

কমলাকান্ত। অনায়াসে।

ভবানন্দ। এখানে ত রাধা আসেনি, তবে—

কমলাকান্ত। আমরা কেন এলুম, এই ত ?

ভবানন্দ। আজ্ঞে, হুজুর আমার অন্তর্যামি।

কমলাকান্ত। শোন ভবানন্দ, অমর বিলেত থেকে ফিরে আসছে। তার গতিবিধি দেখে তবেই আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। যদি সে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ফিরে আসে উত্তম, আর তা না হলে—

ভবানন্দ। অন্ধকার রাতে মুখোসপরা ডাকাত কর্তৃক রাধার অপহরণ। তারপরেই হুজুরের গোপন মধুচক্রে নতুন প্রেমিকার বহাল তবিয়তে অবস্থান।

[দূরে জাহাজের বাঁশী শোনা গেল]

কমলাকান্ত। ওই জাহাজ এসে পড়েছে। চলে এস ভবানন্দ, ওই গাছটার আড়াল থেকে সবদিকে নজর রাখতে হবে।

সুকুমারের প্রবেশ।

সুকুমার। কোথায় যাবি রে, কোথায় গিয়ে লুকোব ? মানুষের চোখকে ফাঁকি দিলেও, ওই ঈশ্বরের চোখকে ফাঁকি দিবি কি করে ?

ভবানন্দ। তুই এখানে এসেছিস কেন ?

সুকুমার। তোমরা কেন এসেছ তাই বল। আমি ত এলুম তোমাদের গায়ের গন্ধ শুঁকে।

কমলাকান্ত। কে তুই ?

সুকুমার। আমি ? আমি নিজেই জানি না আমি কে। তবে লোকে বলে, আমি রয়টার। মানে, খবর জোগানোর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান, বুঝেছ ?

কমলাকান্ত। কি চাস—টাকা ?

সুকুমার। জানি—জানি, টাকা তোর অঢেল আছে। টাকা দিয়ে কি সব হয় রে ? পাপকে চিরদিন ঢেকে রাখা যায় না।

কমলাকান্ত। যায়, টাকা থাকলে আকাশের চাঁদকেও মর্তে নামিয়ে আনা যায়।

ভবানন্দ। এই সুকো ! বাবুর মুখে মুখে তর্ক না করে এখান থেকে দূর হ। আমার বাবুকে চিনিস ত ? আমার বাবু—

সুকুমার। গীত

তোমার বাবু চালাক বেশী, সঙ্গে তুমি বিষের বাঁশী।
শেয়াল শকুন এক হয়েছে, কপালে নাই গয়া কাশী।
মুখে তোমার মিষ্টি বুলি
সঙ্গে আছে বিষের ঝুলি,
চিনবে তোমায় সবাই যেদিন, নেতার মুখোস পড়বে খসি।
গায়ের জোরে মোহের ঘোরে
টাকা দিলে কি সব পাবি রে,
দিন ফুরালে নয়ন জলে, পরবি তোরা গলায় ফাঁসি।

[প্রস্থান।

ভবানন্দ। বাঃ-বাঃ-বাঃ, ভগবানের বাচ্ছা যে কথাগুলো বলে তা একেবারে খাঁটি, মানে নির্ভেজাল হুজুর।

কমলাকান্ত। ভবানন্দ, লোকটা কে ? ওকে চেন ?

ভবানন্দ। সুকো পাগলাকে কে না চেনে হুজুর। একদিনের জ্বরে বৌটা মরে যাবার পর থেকেই ওর হেডঅফিসে গোলমাল লেগে গেছে। দিনরাত রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে আর গান গায়। হুজুর—

কমলাকান্ত। কি?

ভবানন্দ। ওই সেই বখাটে ছোড়াটা। যার সঙ্গে রাধার বিয়ের—

কমলাকান্ত। চলে এস, আর এক মুহূর্তও দেরী করা উচিত নয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

অমর ও মিলির প্রবেশ।

[অমরের পরিধানে আছে স্যুট-টাই, মুখে পাইপ। মিলির পরিধানে সম্পূর্ণ আধুনিকার ছাপ। চোখে চশমা, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ]

মিলি। ওঃ, আমি ভীষণ টায়ার্ড ডার্লিং। হ্যাভ ইউ গট এনি স্মোক। তোমার কাছে সিগারেট আছে?

অমর। ও ইয়েস। [অমর সিগারেট দিল ও ম্যাচ জ্বালাইয়া ধরাইয়া দিল] ইয়েস মিলি, দিস ইজ মাই মাদারল্যাণ্ড, আই মিন আমার মাতৃভূমি।

মিলি। দেখ ডার্লিং, তোমাদের এই দেশটা—ট্যু মাচ হট্। ভীষণ গরম ইনটলারেবল। এখানে কিন্তু আমি বেশীদিন থাকতে পারব না।

অমর। ডোণ্ট ওরি ডিয়ার। তুমি তার জন্য কোন চিন্তা করো না। তোমার যাতে কোন কষ্ট না হয়, সেইরকম সব ব্যবস্থাই আমি

করব। খুব বেশী কষ্ট হলে লণ্ডনে বাবার কাছে মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দেব।

মিলি। ন্যাষ্টি—রাবিশ।

অমর। কি হল?

মিলি। ওই কালো কালো ভূতের মত ছেঁড়া জামা পরে যে লোকগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওগুলো মানুষ—না জানোয়ার ডিয়ার?

অমর। ওগুলো না-পশু না-মানুষ। গরীব মুটে, বেগার্স।

মিলি। ওই ভূতগুলো জুতো পরে না কেন ডক্টর?

অমর। পেটে ভাতই জোটে না, জুতো কিনবে কি দিয়ে?

মিলি। তোমাদের এই ভারতবর্ষের লোকগুলো এত গরীব? ওদের দেখেই আমার কিন্তু ঘৃণা হচ্ছে ডিয়ার।

অমর। কেন?

মিলি। তোমাদের ভারতবর্ষের লোকগুলো এত জংলি, পূর্বে আমার তা জানা ছিল না।

অমর। তোমার বাপ-দাদাও এই জংলি ভারতবর্ষেই জন্মেছিল, সেকথাটা ভুলে যেও না মিলি।

মিলি। যে বি, হতে পারে। তার জন্য আমি লজ্জিত।

অমর। না ডার্লিং, বরং বল যে, সেজন্য আমি গর্বিত।

মিলি। ও, তাই নাকি? তুমি যদি কিছু মনে না কর তাহলে ফিরে যাবার জাহাজের একটা টিকিট আমায় এনে দাও ডক্টর।

অমর। ও, অমনি রাগ হয়ে গেল বুঝি? তুমি দেখছি একটু ঠাট্টাও বোঝ না। তবে এটাও ঠিক যে, এ সময় মেজাজটাও ঠিক রাখা সম্ভব নয়। কারণ লং জার্নি। কাম অন মিলি, একটা ট্যাক্সি ধরা যাক।

স্বরূপের প্রবেশ।

স্বরূপ। গুডমর্নিং ডাক্তার ব্যানার্জী।

অমর। হু আর ইউ? ~~তুমি কে?~~

স্বরূপ। হু আর ইউ? বড় আশ্চর্য করে দিলে ত অমরদা। ভাবটা দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যেন আমাকে চেনই না।

অমর। হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট? কি চাও তুমি?

স্বরূপ। চাই না কিছুই, জানাতে এসেছিলাম অভ্যর্থনা। এসেছিলাম বুকভরা আশা নিয়ে, ভেবেছিলাম বাঁড়ুজ্যেবাড়ির উজ্জ্বল রতন সগৌরবে এই ভারতের মাটিতে ফিরে আসছে।

মিলি। এই জংলি নেটিভটা কে ডক্টর?

স্বরূপ। এই জংলি নেটিভকে আজ আর ওই বিলিতি মুখোস পরা ডাক্তার চিনতে পারছে না মেমসাহেব। চিনত একদিন, যেদিন ওই বিলিতি ডাক্তার রতনপুরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে বাংলার মাটিতে পুষ্ট হয়েছিল। বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ধুলো যখন তাকে মানুষ করে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

অমর। সাটআপ ইউ জংলি! ~~গেট আউট~~।

স্বরূপ। রক্তচক্ষুটা তোমার বিলেতে গিয়ে দেখিও ডাক্তার, এখানে নয়। স্বাধীন ভারতের বাংলাদেশ এটা—একথা যেন ভুলে যেও না।

অমর। ডোণ্ট ফরগেট, আভিজাত্যের একটা মূল্য আছে।

স্বরূপ। আর তুমিও একথাটা ভুলে যেও না অমরদা, ওটা তোমার বিদেশ থেকে ধার করা আভিজাত্য। বাংলার আভিজাত্য তোমার ওই বিদেশের আভিজাত্যের চেয়ে অনেক—অনেক বড়।

মিলি। এই অসভ্য লোকটার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার

মত লিটারেট পার্সনের কথা বলাটাও জঘন্য অপরাধ বলে মনে করি ডার্লিং।

অমর। কাম অন মিলি, এই মুহূর্তে এইস্থান ত্যাগ করা উচিত।

স্বরূপ। অমরদা—অমরদা, প্লিজ, একটা কথা শোন।

অমর। গেট আউট ইউ ফুল। লেট আস গো। এস মিলি।

স্বরূপ। প্লিজ অমরদা, রাগের বশে যদি কিছু বলেই থাকি, তুমি রাগ করো না ভাই। চল অমরদা, আমি নিজে তোমাকে মাথায় করে সেই শস্যশ্যামলা জন্মভূমি রতনপুরে নিয়ে যাব।

মিলি। হাউ স্ট্রেঞ্জ! [মুখ ভ্যাঙাইয়া] সেই পানাভরা পুকুর। কাদা—

অমর। ডোণ্ট এ্যাফের্ড মিলি, এই বিরাট শহরে ফ্যান্সি হোটেলের কোন অভাব নেই।

স্বরূপ। অমরদা, কি বলছ তুমি? রতনপুর যাবে না? দীনু-কাকার অবস্থাটা একবার চিন্তা করে দেখ ভাই, আজ তোমারই জন্য তারা সর্বস্বান্ত, ঘর-বাড়ি সব বন্ধক দিয়ে তোমায় টাকা পাঠিয়েছে।

অমর। তারই কি দালালী করতে তুমি এসেছ এখানে?

স্বরূপ। অমরদা!

অমর। গেট আউট, বহুবার বলেছি, আবার বলছি, লিভ দিস প্লেস এ্যাটওয়ান্স। না হলে—

স্বরূপ। কি করবে?

অমর। গুণ্ডা আখ্যা দিয়ে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেব।

স্বরূপ। বাঃ, চমৎকার! সভ্য সমাজের শিক্ষিত সন্তান! ধিক্— ধিক্ তোমাকে। আর শত ধিক্ তোমার শিক্ষায়।

অমর। সাটআপ, মূর্খ চাষা কোথাকার।

মিলি। পুলিশ—পুলিশ!

স্বরূপ। পুলিশকে আর ডাকতে হবে না মেমসাহেব, আমি নিজেই চলে যাচ্ছি। তবে যাবার সময় একটা কথা বলে যাচ্ছি, বিলিতি ডাক্তার যে অহমিকায়, যে শিক্ষার মোহে দেবতার মত পিতামাতার বুকে বাজের আঘাত হানলে, সেই আভিজাত্য, সেই শিক্ষা, পিতামাতার বুকফাটা কান্না তোমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

অমর। স্ব-স্বরূপ—

স্বরূপ। ভুলে যেও না পিতার দীর্ঘশ্বাস।

অমর। স্বরূপ—

স্বরূপ। ভুলে যেও না স্নেহময়ী জননীর বুকফাটা আর্তনাদ।

অমর। স্বরূপ—

স্বরূপ। একদিন খসে যাবে তোমার ওই ধার করা বিলিতি আভিজাত্যের মুখোস।

[প্রস্থান

অমর। স্বরূপ—স্বরূপ—

মিলি। কি হল? একটা জংলি ভূতের কথায় তুমি শক্ পেলে ডার্লিং? কিন্তু ভুলে যেও না ডিয়ার, যে তুমি একজন বিলেত ফেরত ডাক্তার। তোমার সম্মান ওইসব জংলিগুলোর চেয়ে অনেক—অনেক বড়। তুমি বলে সহ্য করে গেলে। আমি হলে—

অমর। কি করতে মিলি?

মিলি। পায়ের এই জুতোটা কত মজবুত, সেটা পরীক্ষা করে নিতাম।

অমর। মিলি—

মিলি। জেটিঘাট প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে ডক্টর।

অমর। ও হ্যাঁ, চলে এস।

নিবারণের প্রবেশ।

নিবারণ। ও, চলে যাই বললেই হল! কাল থেকে এসে ওই গাছটার কাছে বসে আছি। জানিস খোকা, তোকে নিয়ে যাবার আনন্দে কাল সারারাত এতটুকু চোখের পাতা এক করিনি, তাই ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

মিলি। ও গড! এইসব নেটিভ ভূতগুলোর জ্বালায় শেষ পর্যন্ত আমি পাগল হয়ে যাব।

নিবারণ। তুমি মেমসাহেব কে বাছা?

অমর। ইডিয়ট। এস মিলি।

নিবারণ। এই খোকা, দেরী হয়ে গেছে বলে রাগ করিসনি সোনা! কতদিন বাদে তুই বাড়ি আসছিস, তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব বলে ইষ্টিশনে গরুর গাড়ি রেখে এসেছি। তোর বাবা কালু মিঞার ইংরেজি বাজনা এনেছে। আজ আমার কত আনন্দ! আমার সেই ছোট্ট খোকা, যাকে কোলে করে ক্ষীরের নাড়ু খাইয়েছি, ঘোড়া হয়ে পিঠে করে নিয়ে বেড়িয়েছি, সেই খোকা—সেই সোনা-মানিক আজ কতবড় ডাক্তার হয়ে এসেছে!

অমর। বেরিয়ে যা জানোয়ার, বেরো এখান থেকে।

নিবারণ। সে কি রে খোকা! তুই আমার সঙ্গে বাড়ি যাবি না?

অমর। না—না, তোকে আমি চিনি না। কে তুই?

নিবারণ। সেকি, আমায় তুই চিনতে পারছিস না খোকা? আমি নিবারণ। [কাঁদিয়া ফেলিল] আমি তোর সেই—

অমর। বেরিয়ে যা, দূর হ ভিখিরীর বাচ্চা, দূর হ এখান থেকে। [অগ্রসর হইল]

নিবারণ। [পথরোধ করিয়া] খোকা! দে বাবা দে, তোর জিনিস-পত্তরগুলো আমার মাথায় তুলে দে। ওরে, তুই না গেলে দীনু আর বৌমা আমার কেঁদে কেঁদে মরে যাবে রে।

মিলি। মরে মরুক। চল ডিয়ার, আর আমি সহ্য করতে পারছি না এইসব জঘন্য অত্যাচার। আই মিন—

অমর। চলে এস।

নিবারণ। না খোকা, না। আমি তোকে কিছুতেই চলে যেতে দেব না। তুই আমায় মেরে ফেল, কেটে ফেল খোকা! ওরে তুই ছাড়া রতনপুরের বাড়ি আঁধার হয়ে যাবে রে, আঁধার হয়ে যাবে! [পা জড়াইয়া ধরিল]

অমর। এই ষ্টুপিড, ছেড়ে দে পা।

নিবারণ। না—না, আগে বল, তুই বাড়ি যাবি। কথা না দিলে কিছুতেই পা ছাড়ব না।

অমর। ছাড়বি না?

নিবারণ। না—না।

অমর। ননসেন্স—গেট আউট। [নিবারণের মাথায় লাথি মারিল] [মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িল, হাঁড়ি ভাঙিয়া নাড়ু পড়িয়া গেল] লেটআস গো। মিলি, হারি আপ।

[উভয়ের প্রস্থান।

নিবারণ। চলে গেলি খোকা, তুই আমার মুখে লাথি মেরে চলে গেলি? আজ বড় ডাক্তার হয়ে তুই তোর দেবতার মত বাপকে ভুলে গেলি? এ পোড়ার মুখ দীনুর কাছে দেখাব কি

করে? না—না, এ আমি কিছুতেই পারব না। দেবতার চোখে জল আমি দেখতে পারব না। ভগবান—ভগবান! হয় আমার মৃত্যু দাও, না হয় আমায় পাগল করে দাও, পাগল করে দাও!

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

[বাড়ুজ্যেবাড়ি। সানাই ও শাঁখের শব্দ শোনা যাইতেছে]

ব্যস্তভাবে দীননাথের প্রবেশ।

দীননাথ। শশী—শশী, ওরে ও হতভাগা! কোমরে গামছা বেঁধে তো সবাই মাতব্বরি শুরু করেছেন। ট্রেন এতক্ষণে এসে গেছে, গরুর গাড়িটা এই এল বলে। এদিকে নিমন্ত্রিতরাও আসতে শুরু করেছে। ঠিক এই সময়েই বাবুরা সব হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছেন। শশী, ওরে ও শশী।

শশীর প্রবেশ।

শশী। চিৎকার ছাড়া কি আস্তে কথা বলতে পার না? 'শশী, ওরে ও শশী' চিৎকার জুড়ে দিয়েছে! খালি তোমার পেছু পেছু ঘুরলেই হবে? আমার আর কোন কাজ নেই? বল, কি বলছ।

দীননাথ। ও, ডেকেছি বলে দোষটা আমারই হল! সবদিকে বেশ ভাল করে নজর রাখলে ত আর চেঁচাতে হয় না। সব তো হয়েছে, দই-মিষ্টি কোথায়? ময়রাবাবুর ত টিকিটির পর্যন্ত নাগাল নেই।

শশী। ছেলে ডাক্তার হয়ে বাড়ি আসছে, সেই আহ্লাদেই আট-খানা হয়ে রয়েছ। নজরে কি আর দেখতে পাও দই-মিষ্টি অনেকক্ষণ আগেই এসে গেছে।

দীননাথ। ঠিক বলেছিস রে শশী, আমি যে কি করব তার দিশেই পাচ্ছি না। বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, বিরাট ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে অমরকে ডাক্তারি পড়তে বিলেত পাঠিয়েছিলুম, আজ সে আমার মুখ উজ্জ্বল করে ফিরে আসছে। আনন্দে, গর্বে পিতার বুকটা না তুলে কি থাকতে পারে ভাই।

শশী। আমারও ঠিক তাই বড়দা। মা যখন মারা গেলেন তখন তুমিই ত দু'কোলে দু'জনকে নিয়ে আদর করেছ, পিতার স্নেহ দিয়ে আমায় মানুষ করেছ। একই গাছের ছায়ায় দুজনে আমরা বড় হয়েছি; আমি পারিনি, কিন্তু আমাদের অমর বংশের মুখ রেখেছে, মানুষের মত মানুষ হয়ে সে ফিরে আসছে।

(মমতাময়ীর প্রবেশ।)

মমতাময়ী। তাই ত বাবা সত্যনারায়ণের পুজো দিয়ে মানত করে এলাম। এইবার খোকার বিয়ে দিয়ে ষোড়শোপচারে পুজো দেব। এই নাও, ধর বাবার প্রসাদ। (প্রসাদ দিল)

দীননাথ। ভাল কথা বড় বৌ, নিমন্ত্রিত মেয়েদের অভ্যর্থনার ভার কার ওপর দিয়েছ? দেখ বাপু, কারও যেন আদর-যত্নের ত্রুটি না হয়।

মমতাময়ী। রাধা আমাদের একাই একশ। তার ওপর যখন ভার দিয়েছি, তখন আর ওদিকে নজর না দিলেও চলবে। তা ছাড়া কমলাকান্ত যখন রয়েছে—

শশী। কি বললে বৌদি? কমলাকান্ত!

মমতাময়ী। কি রে, একেবারে গাছ থেকে পড়লি যে! অত বড়লোক, গুমর বলতে নেই। আমায় ত কাকিমা বলতেই অজ্ঞান। রাধার পাশে পাশে থেকে সে যে কিভাবে সাহায্য করছে, একবার চোখ দিয়ে দেখে আয়।

হাততালি দিতে দিতে রাধার প্রবেশ।

রাধা। বাবা—বাবা!

দীননাথ। কি, কি হয়েছে মা?

রাধা। ওই নদীর পাড়ে গো—

মমতাময়ী। কি হয়েছে তাই বলবি ত?

রাধা। অনেক দূরে—জান মা, অনেক দূরে—

দীননাথ। কি?

রাধা। গাড়ি, মানে গরুর গাড়ি। আমার চিনতে একটুও ভুল হয়নি। দাদা আসছে, দাদা।

[দ্রুত প্রস্থান।

দীননাথ। শশী—শশী, আমার অমর আসছে। যা—যা, ছুটে যা; দেখে আয় গাড়িটা কতদূর এল।

শশী। এখুনি যাচ্ছি বড়দা।

[প্রস্থান।

দীননাথ। বড় বৌ, যাও—যাও। মেয়েদের বরণডালা আর শাঁখ নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বল। আমার অমর আসছে, আমার খোকা আসছে। ওরে কে আছিস, বাজনা একটু জোরে বাজা, একটু জোরে বাজা।

মমতাময়ী। ঠাকুর—ঠাকুর, মঙ্গলময়, তুমি আমার খোকার মঙ্গল কর ঠাকুর—মঙ্গল কর।

[প্রস্থান।

কমলাকান্ত ও ভবানন্দের প্রবেশ।

কমলাকান্ত। কাকাবাবু—কাকাবাবু!

দীননাথ। এই যে বাবা কমলাকান্ত। আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি বাবা। তুমি যে নিজের ভেবে সব দেখাশুনা—

কমলাকান্ত। এ ত আমার কর্তব্য কাকাবাবু। অমর ত আমাদেরই দেশের ছেলে। হ্যাঁ ভবানন্দ, যাও, কাজের বাড়ির ওদিকে একটু দেখাশুনা করগে যাও।

ভবানন্দ। নিশ্চয়—নিশ্চয়। আমরা দেখাশুনা না করলে আর করবে কে?

[প্রস্থান।

কমলাকান্ত। আচ্ছা, আমি তবে এখন আসি কাকাবাবু! গ্রামের সব মাতব্বরেরা এসে পড়েছে, ওঁদের আপ্যায়নের ভারটা কিন্তু আমি যেচেই নিয়েছি।

দীননাথ। তা ত নেবেই বাবা। এ ত তোমাদের কাজ। তোমার এই মহত্ত্ব আমি কোনদিন ভুলব না কমলাকান্ত। তোমাকে আশীর্বাদ করবার ভাষা আজ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি সুখী হও!

কমলাকান্ত। আসি কাকাবাবু!

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

দীননাথ। নারায়ণ—নারায়ণ!

মমতাময়ীর পুনঃ প্রবেশ।

মমতাময়ী। বলি, ওগো শুনছো—ওগো, সাড়া দিচ্ছ না কেন?

দীননাথ। এঁ্যা—ও হাঁ। কি বলছ বড় বৌ?

মমতাময়ী। বলছি আমার মাথা। দাঁড়িয়ে ভাবছ কি বল ত?

দীননাথ। ভাবছি বড় বৌ। অমরের আসবার সময়টা যতই এগিয়ে আসছে, ততই যেন আনন্দে নিজেকে হারিয়ে ফেলছি আর সেই সঙ্গে ভগবানকে ডাকছি। ভগবান, বলে দাও ঠাকুর, এত আনন্দ আমার সইবে ত?

মমতাময়ী। এখন ওসব বাজে চিন্তা ছেড়ে এই নাও ঠাকুরের নির্মাল্য, খোকা গাড়ি থেকে নামলেই মাথায় দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করবে।

দীননাথ। দাও—দাও বড় বৌ, আজ প্রাণের সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করব।

ছুটিয়া শশীর প্রবেশ

শশী। বড়দা বড়দা, বৌদি—[কান্না]

দীননাথ। কি রে শশী?

মমতাময়ী। কি হয়েছে রে? তুই কাঁদছিস কেন?

শশী। নিবারণ ফিরে এসেছে।

দীননাথ। আমার খোকা, আমার অমর?

নিবারণের প্রবেশ।

নিবারণ। দাদু, ও আসেনি—

দীননাথ। নিবারণ!

নিবারণ। এই পোড়ামুখে আমার খোকার লাথির চিহ্ন নিয়ে আমি ফিরে এসেছি।

মমতাময়ী। [হাত হইতে বরণডালা পড়িয়া গেল] আমার খোকা আসেনি নিবারণ? [মূর্ছিতা হইয়া পড়িল]

দীননাথ। এ তুই কি বলছিস নিবারণ? আমার খোকা—

নিবারণ। আজ সে সব ভুলে গেছে। ভুলে গেছে তার বাপের স্নেহ, ভুলে গেছে তার মায়ের ভালবাসা, ভুলে গেছে তাকে—যে ছোটবেলায় পিঠে চাপিয়ে ঘোড়া সেজে ঘুরে বেড়াত, ক্ষীরের নাড়ু তৈরি করে খাওয়াত।

শশী। বল—বল নিবারণদা, কোথায় গিয়ে উঠেছে সে? আমি যাব। আমি তাকে জোর করে ধরে নিয়ে আসব।

নিবারণ। অতবড় শহরে কোথায় তাকে খুঁজে পাবে শশী?

শশী। তন্ন তন্ন করে খুঁজব, শহরটাকে তোলপাড় করে ফেলব। দেখা হলে কাকা হয়েও তার পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বলব—ওরে নিষ্ঠুর, ওরে পাষাণ! আয়; এসে দেখ—তোর নিষ্ঠুরতায় স্বর্গের দেবতাও আজ পাষাণ হয়ে গেছে। [প্রস্থান।

দীননাথ। খোকা আমার এল না নিবারণ। চলে গেল।

মমতাময়ী। [উঠে] না—না, সে যায়নি, সে যেতে পারে না।

দীননাথ। বড় বৌ—

মমতাময়ী। না—না, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। এত নিষ্ঠুর সে হতে পারে না। আমি যে তার জন্য পাষাণে বুক বেঁধে এতদিন ধরে অপেক্ষা করছি। আমি যে নিজের হাতে নাড়ু তৈরি করে বসে আছি তাকে খাওয়াব বলে। সেই খোকা আমার, আঃ—

নিবারণ। বৌমা—

দীননাথ। বড় বৌ

মমতাময়ী। ওগো, তুমি ওর কথা শুনো না। ও মিথ্যাবাদী। ওই দেখ—ওই দেখ, গাড়ি আসছে। ওই ত গাড়ির ভেতর খোকা আমার বসে রয়েছে। ওগো, দেখ—দেখ, বাছার আমার মুখখানা শুকিয়ে গেছে ওই গাড়ি এসে পড়েছে। ওরে তোরা শাখ বাজা, উলুধ্বনি দে

[প্রস্থান]

দীননাথ। বড় বৌ—বড় বৌ! বাঃ—বাঃ, চমৎকার! নিরাশার অন্ধকারে মিশে গেল আমার আশার আলো! ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে বালুচরের ওপর গড়ে তুলেছিলুম আমি আশার সৌধ। মুহূর্তের দমকা হাওয়ায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল সেই মোহের প্রাসাদ আজ আমি সর্বহারা, রিক্ত, নিঃস্ব, পথের ভিখারী। আজ ভেঙে গেল আমার জীবনের খেলাঘর।

গীতকণ্ঠে সুকুমারের প্রবেশ।

সুকুমার। **গীত।**

জীবনের এই খেলাঘরে মিছেই করিস মায়া,
বাঁধন কেটে পালিয়ে যাবে থাকবে শুধু স্মৃতির ছায়া।
আপন করে ভাবলি যারে,
পালিয়ে গেল মোহের ঘোরে,
যতই কাঁদিস অঝোর ঝরে
আসবে না সে ফিরে—পাবি না তার দয়া।

দীননাথ। ঠিক বলেছ তুমি সুকুমার। জীবনের এই খেলাঘরে

মিছে মায়া করে লাভ নেই। বাঁধন কেটে একে একে সবাই পালিয়ে যাবে।

সুকুমার। আমারও ত ছিল সব। ছিল এক সোনার প্রতিমা, কই, তাকে ত ধরে রাখতে পারিনি! জান, একদিন গভীর রাতে আমার মায়ার বাঁধন কেটে সে হারিয়ে গেল। বলতে পার, সে কোথায় গেল? বলতে পার কেউ, তোমরা বলতে পার? পারবে না, কেউ তোমরা বলতে পারবে না।

দীননাথ। সুকুমার—

সুকুমার। **পূর্ব-গীতাংশ।**

জীবনের এই খেলাঘরে মিছেই করিস মায়া।

[প্রস্থান।

দীননাথ। নিবারণ, একি হল?

নিবারণ। চল দীনু, এ দৃশ্য আর আমি সহ্য করতে পারছি না।

দীননাথ। কাঁদছিস? কাঁদ—কাঁদ, কেঁদে কেঁদে মনটাকে একটু হাল্কা করে নে। হাসির পালা হল শেষ, কান্নার হল শুরু।

ভবানন্দের প্রবেশ।

ভবানন্দ। কিন্তু এর শেষ যে কোথায় হবে, তা একমাত্র ভগবানই জানেন।

দীননাথ। ভবানন্দ, আমার নিমন্ত্রিত অতিথিরা—

ভবানন্দ। কোন চিন্তা নেই। সবাই চলে গেছে। একেবারে বিলকুল ফাঁকা। শ্মশান বললেই হয়।

দীননাথ। ওঃ—ভগবান!

ভবানন্দ। কানে আঙুল দিয়েছে। যাক, এখন একটা কাজের কথা ছিল দীনুবাবু।

দীননাথ। বল ভবানন্দ—

ভবানন্দ। দেখুন, অপরাধ নেবেন না। বাবুর টাকাটার হঠাৎ বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, তাই তিনি বলে পাঠালেন, তিনদিনের মধ্যেই টাকাটা সুদ সমেত যেন ফেরত দিয়ে দেন।

নিবারণ। ভবানন্দ—ভবানন্দ! এই দুঃসময়ে কমলাকান্তবাবু টাকার তাগিদ দিয়ে পাঠিয়েছে?

ভবানন্দ। হ্যাঁ নিবারণ, টাকাটা কিন্তু তিনি দুঃসময়েই দিয়েছিলেন।

নিবারণ। কি বলব, আমি এ বাড়ির চাকর। তা ছাড়া দীনু সামনে দাড়িয়ে রয়েছে। নইলে—

দীননাথ। চুপ কর নিবারণ, যেতে দে। নদীর বাঁধ যখন ভেঙেছে, আঘাতের স্রোত তখন নানা দিক দিয়েই আসবে।

ভবানন্দ। দেখুন দীনুবাবু! বাবুর আমাদের দয়ার শরীর, তাই উপায়ও একটা বলে দিয়েছেন।

দীননাথ। বলে দিয়েছে? কমলাকান্ত উপায় বলে দিয়েছে? বল—বল ভবানন্দ, কি উপায়? যে সর্ত বলবে, তাতেই আমি রাজী। আমার পূর্বপুরুষের এই ভিটে, আমার শশীর মাথা গোঁজার এই ঠাঁইটুকু সে যেন কেড়ে না নেয়। আমি ব্রাহ্মণ। যজ্ঞোপবীত স্পর্শ করে শপথ করছি—সে যে সর্ত বলবে, তাতেই আমি সম্মত।

ভবানন্দ। না—না, এমন কিছু বিরাট সর্ত নয় দীনুবাবু। তিনি বলেছেন, রাধার বিবাহটা যদি—

নিবারণ। বলি, বরটা কে শুনি?

ভবানন্দ। বয়স সামান্য একটু বেশী, এই যা। পাত্র হিসাবে খুবই সুপাত্র। পয়সা-কড়িও যথেষ্ট আছে। মানে, বাবুর মামার বাড়ির দেশের রতন চাটুজ্যে—

~~নিবারণ। সর্বনাশ! সেই ঘাটের মড়া?~~

দীননাথ। ~~কমলাকান্ত বলে দিয়েছে? সেই অশীতিপর বৃদ্ধের হাতে তুলে দেব সোনার প্রতিমাকে?~~ না—না—না, এ আমি পারব না, বাপ হয়ে কন্যার এ সর্বনাশ করতে আমি কিছুতেই পারব না।

ভবানন্দ। কিন্তু যজ্ঞোপবীত স্পর্শ করে শপথটা কেন ভুলে যাচ্ছেন বাঁড়ুজ্যে মশাই?

দীননাথ। তখন আমি বুঝতে পারিনি ভবানন্দ, যে ওই প্রস্তাবের ভেতর লুকিয়ে আছে বিষধর সর্প।

ভবানন্দ। বেশ, আমিই চলে যাচ্ছি। তবে যাবার সময় বাবুর শেষ হুকুমটাও জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, দয়া করে তিনদিনের মধ্যেই বাড়িটা খালি করে দেবেন।

নিবারণ। ভবানন্দ—ভবানন্দ, মড়ার ওপর আর খাঁড়ার ঘা দিও না ভাই। [পা ধরিয়া] দয়া কর ভবানন্দ, তোমার বাবুকে গিয়ে বল, আমি যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন তার চাকর হয়ে থাকব; এ ভাবে দীনুকে তোমরা মেরো না। তাকে শুধু প্রাণে বাঁচতে দাও।

ভবানন্দ। দূর হ' বেটা মূর্খ ছোটলোক। একজন্ম কেন, সাত জন্ম চাকর হয়ে থাকলেও দীনু বাঁড়ুজ্যের ঋণ শোধ হবে না, বুঝলি? হ্যাঁ, তিনদিনের সময়টা যেন ভুলে যাবেন না বাঁড়ুজ্যে মশাই। [প্রস্থানোদ্যত

[রাধার প্রবেশ]

রাধা। দাঁড়ান।

নিবারণ। কে, রাধা? ওরে, পালা—পালা। বিষধর সাপ চারিদিক থেকে তোকে ছোবল মারতে ছুটে আসছে।

রাধা। সেই বিষধর সাপ আমি কণ্ঠহার করব কাকা।

দীননাথ। রাধা!

রাধা। যান ভবানন্দবাবু।

নিবারণ। [illegible]

রাধা। তার এই প্রস্তাবে আমি রাজী হয়েছি। বিনিময়ে—

দীননাথ। রাধা!

রাধা। আমার পুত্রশোকাতুর পিতাকে গৃহচ্যুত করে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে যেন তিনি না দেন।

দীননাথ। না—না রাধা। এ ভাবে তোকে আমি আত্মহত্যা করতে দেব না।

রাধা। যান ভবানন্দবাবু।

ভবানন্দ। আ-হা-হা, একেই বলে সতীলক্ষ্মী

রাধা। এখন আপনি যান।

ভবানন্দ। সেকথা আর বলতে! এই শুভ সংবাদে আর দেরী করতে আছে?

[প্রস্থান।

নিবারণ। না—না, প্রাণ থাকতে এ আমি কিছুতেই হতে দেব না। তোকে নিয়ে আমি দূরে, অনেক দূরে পালিয়ে যাব। মোট বয়ে, ভিক্ষে করে খাওয়াব। তবু সোনার প্রতিমাকে—

রাধা। বিসর্জন দিতেই হবে কাকা। রাধার জীবনে বিজয়ার বাজনা বেজে উঠেছে। আমার আত্ম-বিনিময়ে রক্ষা হবে আমার পুত্রশোকাতুর পিতার জীবন।

[প্রস্থান।

নিবারণ। রাধা—রাধা, মা-মণি! ওরে দীনু, ওকে ফেরা।

দীননাথ। ও আর ফিরবে না নিবারণ! কেউ আর ফিরবে না। ভেঙে গেছে আজ জীবনের খেলাঘর। বুকের পাঁজর পর হয়ে গেল। পুত্রশোকে স্ত্রী হল উন্মাদিনী, কন্যা চলেছে আত্মহত্যা করতে। নিবারণ, আজ আমার এ ভিটেয় নিরঞ্জনের বাজনা বেজে উঠেছে। কেউ থাকবে না, কেউ ফিরবে না। উৎসব কর—উৎসব কর, মেতে ওঠ তোরা আজ বিজয়ার উৎসবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

দিগম্বরের বাড়ি।

বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে দিগম্বরের প্রবেশ।

পরণে খাঁকি হাফপ্যান্ট ও হাফসার্ট, পায়ে কেটস জুতো,
বুকে ১১টি চাকতি ঝোলানো. নাম্বার দেওয়া।

দিগম্বর। গোল—গোল—গোল। বাঃ—বা-রে বেটা দিগম্বর একেবারে এক নম্বরের ফুটমবল পরিচালক হয়ে গেছিস দেখছি আর হবি নাই বা কেন? বাড়িতেই যখন চোরবাগান ফুটমবল কেলাব তৈরি করেছিস, তখন ত নিজেকে রেফারি হতেই হবে। খালি এখন চাই দুটো লাইনস্‌ম্যান। বাস, তাহলেই কিস্তমাৎ। একেবারে বিশ্বজয় করে ছেড়ে দেব।

ক্যাবলার প্রবেশ।

ক্যাবলা। আ-হা-হা, বুড়ো বয়সে সং সেজে বাবা আমার বিশ্ব-জয় করতে চলেছেন।

দিগম্বর। বাঃ-বাঃ-বাঃ, গোল—গোল—গোল। বাড়ি গোল, ঘর গোল, পৃথিবী গোল, ফুটমবল গোল, সব গোলে গোলাকার।

ক্যাবলা। বলি হ্যাঁ গো বাবা, অমন করে চিড়কে উঠলে কেন? গোলটা কি?

দিগম্বর। কিছু নয়—কিছু নয় বাবা। তোমার মাতাঠাকুরাণী বুড়ো বয়সে থ্যাবড়া গালে রং মেখে সং সেজে শাড়ির বাহার যে রকম উড়িয়েছে দেখে এলুম, তা আমি কেন, চিতের মড়াও চিড়কে উঠবে।

ক্যাবলা। ওসব ন্যাকাপনা রেখে আসল কথাটা কি তাই বল। মা জানতে চেয়েছে, ওটা কি এনেছ?

দিগম্বর। কি?

ক্যাবলা। শাড়ি।

দিগম্বর। শাড়ি?

ক্যাবলা। ওই যে কি বলে, নতুন বেরিয়েছে গো; হ্যাঁ, মনে পড়েছে- উলঙ্গ বাহার শাড়ি।

দিগম্বর। গোল—গোল—গোল—আবার গোল। সব গণ্ডগোল। সর্বনাশ, শাড়ি—তাও আবার যে-সে শাড়ি নয়, একেবারে উলঙ্গ বাহার শাড়ি। দোহাই বাবা, দয়া করে একটু পরিষ্কার করে বল, উলঙ্গ শাড়ি আবার কি বস্তু!

ক্যাবলা। তোমার আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচি না বাবা। দিনরাত দেখছ, তবু ন্যাকাপনা? আজকাল নদীর ধারে, লেকের ধারে মেয়েরা যেসব শাড়ি পরে ঘোরে, ~~তাতে সে যে শাড়ি পরে আছে, মনেই হয় না। তাকে উলঙ্গ বলব না ত কি বলব~~ শুনি?

দিগম্বর। ও তা ত বুঝলুম, কিন্তু এই সাজ সেজে তোমার মা যাবে কোথায়?

ক্যাবলা। যাবে আর কোথায়—রতনপুরে মামার বাড়ি।

দিগম্বর। কেন?

ক্যাবলা। ও গাঁয়ের দীনু বাঁড়ুজ্যের ছেলে ডাক্তার হয়ে ফিরে আসছে, তাই আনন্দে গ্রামের লোক যাত্রা দিচ্ছে।

দিগম্বর। যাত্রা মানে সেই রাজা সেজে, রাণী সেজে—

শোন তুমি পুত্রঘাতী জীবন্ত শয়তান।
যেই হাতে পুত্রে মোর করেছ নিধন—
তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে করি খান খান—
সেই কলুষিত হস্ত আমি
শৃগাল শকুন দিয়ে করাব ভক্ষণ।

দিগম্বর। তা হ্যাঁ বাবা ক্যাবলা, দলটি কোথা হতে আসছে?

ক্যাবলা। কলকাতার খুব বড় নাম করা দল বাবা! অম্বালিকা নাট্য কোম্পানী।

দিগম্বর। বটে! "অম্বা" দেখে তোমার মা লম্বা দিক, আমিও যাত্রা করব।

ক্যাবলা। যাত্রা করবে কি গো বাবা?

দিগম্বর। মানে রং মেখে নয়, একেবারে অগস্ত্য যাত্রা।

ক্যাবলা। অগস্ত্য যাত্রা করবে মানে? এত তাড়াতাড়ি যমের বাড়ি গিয়ে নিশ্চিন্ত হবে ভেবেছ? সেটি হচ্ছে না বাবা।

দিগম্বর। দোহাই ক্যাবলা, তোমার ওই রত্নগর্ভা জননীকে আমার পেন্নাম দিয়ে বল, আমার দুটি লাইনস্‌ম্যান দরকার।

ক্যাবলা। কি, আমার মাকে নিয়ে ঠাট্টা?

দিগম্বর। মোটেই না। সেই মহীয়সী নারী রত্নগর্ভা, তাই এই দুর্ভিক্ষের দেশে এক রেজিমেণ্ট ভেড়ার পাল—মানে, রীতিমত এক ফুটবল টিম তৈরি করে ছেড়ে দিয়েছেন।

ক্যাবলা। কি, আমাদের নিয়ে এতবড় কথা? দাঁড়াও, আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন।

দিগম্বর। দোহাই বাবা—দোহাই, আমার ভুল হয়েছে, তোমাদের চোরবাগান টিমকে আর ডেকো না।

ক্যাবলা। খবরদার বলছি, আমার ভাইদের চোর বলবে না কিন্তু! তাহলে—

দিগম্বর। তোমার মাকে উলঙ্গ শাড়ি দেব, যদি আর একটা কাজ করতে পার।

ক্যাবলা। কি কাজ শুনি?

দিগম্বর। এমন কিছুই না। তোমার মাতৃদেবী এগারটা খেলোয়াড় ত দিয়েছে, চাই—খালি দুটো লাইনস্‌ম্যান, ব্যস।

ক্যাবলা। ও বাবা, লাইনস্‌ম্যান মা আবার কোথায় পাবে?

দিগম্বর। কেন? যেমন করে এগারটা ভেড়ির বাচ্ছা দিয়েছে।

ক্যাবলা। দেখ বাবা, মুখ সামলে কথা বলবে বলছি! ফের যদি আমাদের এগারটি জুয়েল ভাইকে ভেড়ির বাচ্ছা বল—

দিগম্বর। নামগুলো গুলিয়ে ফেলেছি বাবা। তাই দেখ না, উপস্থিত এগারটা নম্বর দেওয়া টিনের চাকতি করে এনেছি এক একটি রত্নের গলায় ঝুলিয়ে দেব বলে। অবশ্য ডাকতেও বেশ সুবিধে হবে।

ক্যাবলা। ~~বটে, বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়েছে! দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা~~। ওরে ও কেলো, ভুলো, হুলো, স্থলো, হাপলা, হ্যাপলাদাদা!

দিগম্বর। দোহাই বাবা, এই খাচ্ছি কানমলা। ওই চোরবাগান টিমকে আর ডেকো না। মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গল তো কোন ছার, তোমরাই আমায় গোল করে দেবে।

ক্যাবলা। বেশ, যদি ভাল চাও, দু'বেলা পিণ্ডি গিলতে চাও, তবে সুপুত্তুরের মত ঘরদোর আগলে বসে থাক। আমরা চললুম!
[প্রস্থানোদ্যত]

দিগম্বর। তা যাও বাবাজীরা! তবে তোমাদের গর্ভধারিণীকে শুনিয়ে রেখো, ফিরে এসে আর আমাকে দেখতে পাবে না।

ক্যাবলা। কেন, কার কুঞ্জে গিয়ে উঠবে বাবা?

দিগম্বর। কুঞ্জে নয়, একেবারে সোজা বাঁশঝাড়ের নিকুঞ্জবনে। মানে যমালয়ে, আর পথ দেখিয়ে দেবে ওই এঁড়ে গরুর দড়িটা।

ক্যাবলা। [গলা ধরিয়া] যাও বাবা, ইয়াকি করো না। তোমার মরণের নামও মা শুনতে পারে না।

দিগম্বর। কাঁপছে—কাঁপছে, পৃথিবীটা কাঁপছে।

ক্যাবলা। লক্ষ্মীটি বাবা, কথা শোন—তুমিও চল!

দিগম্বর। কোথায়, যমের ঘরে নাকি?

ক্যাবলা। কি যে বল বাবা! যাবে মামার বাড়ি।

দিগম্বর। কেন?

ক্যাবলা। ওই ত বললুম। খুব ভাল দল অম্বালিকা নাট্য কোম্পানীর যাত্রা শুনতে।

দিগম্বর। যাত্রা শুনতে যাব, আর তোর মায়ের সাজগোজ দেখে ওরা যদি রাণী সাজিয়ে দেয়?

ক্যাবলা। তখন তুমিও সাজবে রাজা-মহারাজ।

[প্রস্থান]

দিগম্বর। [চিৎকার করিয়া] গোল—গোল—গোল। মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল নয়, গোল দিয়েছে ক্যাবলা চ্যাটার্জী। হিপ—হিপ—হুররে, হিপ—হিপ—হুররে!

[বাঁশীতে ফুঁ দিতে দিতে প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দীননাথের সদর-বাড়ি

নিবারণের প্রবেশ।

নিবারণ। এল না—এল না, পয়সা নেই বলে কোন ডাক্তারই বৌমাকে দেখতে এল না। শহরে গিয়ে তিনদিন ধরে মোট বয়ে মাত্র তিনটে টাকা পেয়েছি। এতে চিকিচ্ছেই বা কি হবে, আর রুগীর পথ্যই বা কি হবে।

দীননাথের প্রবেশ।

দীননাথ। কিছুই হবে না নিবারণ, মৃত্যুর পর আর কিছুরই দরকার হবে না রে!

নিবারণ। কে, দীনু? আমার মা-মণি, আমার বৌমা কেমন আছে?

দীননাথ। এখনও মরেনি, বেঁচে আছে। হ্যাঁ রে, শশীর কোন সন্ধান পেলি?

নিবারণ। না, অতবড় শহরে কোথায় তার খোঁজ পাব?

দীননাথ। পাবি না—পাবি না, সব যাবে। আমার এই সাজানো আমার সংসার সামান্য একটু ভূমিকম্পে আজ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

অরূপের প্রবেশ।

অরূপ। জেঠু—জেঠু—জেঠুমণি!

নিবারণ। কি হয়েছে দাদা, অমন হাঁপাচ্ছিস কেন?

অরূপ। গাড়ি আসছে গো, গরুর গাড়ি। মাঠের মধ্যে থেকে দেখতে পেয়েই না—আমি খবরটা দিতে ছুটে চলে এসেছি।

নিবারণ। কে কে আছে গাড়িতে?

অরূপ। রাধাদি গো, রাধাদি।

[প্রস্থান।

দীননাথ। আজ অষ্টমঙ্গলা, না রে নিবারণ! আজ থেকে ঠিক আটদিন আগে আমার সোনার প্রতিমাকে—

একটি লালপাড় শাড়ি পরিয়া নিরাভরণা
রাধার প্রবেশ।

রাধা। বোধনেই বিসর্জন দিয়েছিলে বাবা।

দীননাথ। [আর্তনাদ করিয়া] রাধা! আঃ—

রাধা। দুঃখ করো না বাবা, অদৃষ্টের লেখা কেউ খণ্ডাতে পারে না।

দীননাথ। এ তুই কি করলি মা, এ তুই কি করলি? আমারই চোখের সামনে এইভাবে তুই আত্মহত্যা করলি?

রাধা। ও ছাড়া আমার বাপ-ঠাকুরদার ভিটেটুকুকে বাঁচাবার যে আর কোন পথই ছিল না বাবা।

দীননাথ। ওঃ রাধা, মা-মণি!

রাধা। কেঁদ না বাবা, কেঁদ না—

দীননাথ। হ্যাঁ রে, জামাই এল না?

রাধা। না বাবা। সে অসুস্থ, শয্যাশায়ী। এই নাও, ধর।

দীননাথ। কি?

রাধা। বাড়ির দলিল। কমলাকান্ত লোক মারফত ফেরত দিয়েছেন।

নিবারণ। দে মা, দে। ওই সর্বনেশে দলিলটা আমায় দে। আজ আমি ওটাকে টুকরো টুকরো ~~করে পুড়িয়ে ফেলব~~।

দীননাথ। না—না নিবারণ, এত শীগগির ওকে পুড়িয়ে ফেললে চলবে না। কন্যাকে বিক্রি করে ফিরে পেয়েছি এই অমূল্য রত্ন। দে—দে, এই জ্বালাময় বুকের ভিতর ওটাকে লুকিয়ে—না-না, ওই শোকাতুরা পাগলীটাকে দেখিয়ে আসি। বলে আসি—এই দেখ, এই দলিলের ভেতর আমার রাধামা বসে—না-না, বসে নেই, ঘুমিয়ে আছে। এ ঘুম আর ভাঙবে না গো, আর এ ঘুম ভাঙবে না।

[প্রস্থান।

রাধা। বাবা! নিবারণ কাকা! বাবাকে ধর।

নিবারণ। [ক্রন্দন] কাকে ধরব মা, কাকে ধরব? দীনুকে? বৌমাকে? শশীকে? না আমাকে? হারিয়ে যাচ্ছে রে, হারিয়ে যাচ্ছে। আজ আমার সব এক এক করে হারিয়ে যাচ্ছে—সব হারিয়ে যাচ্ছে!

[প্রস্থান।

স্বরূপ। [নেপথ্যে] কাকাবাবু—

রাধা। কে, স্বরূপদা—

স্বরূপের প্রবেশ।

স্বরূপ। কাকা, কাকাবাবু! [রাধার বেশ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া] রাধা—তুমি—

রাধা। হ্যাঁ স্বরূপদা, আমি তোমারই—আঃ—[পড়িয়া গেল]

স্বরূপ। [তুলিতে গিয়া পারিল না] এ তুমি কি করলে রাধা? কেন—কেন তুমি এভাবে আত্মহত্যা করলে? কেন তুমি আমার জীবনটাকে এইভাবে শ্মশান করে দিলে?

রাধা। [উঠিয়া] স্বরূপদা! জানি আমি, তুমি যে কতখানি আঘাত পাবে আমি তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। যখন দেখলুম আমার এই আত্মহত্যা ছাড়া বাবাকে বাঁচাবার কোন উপায় নেই, তখনই উপস্থিত হলো আমার হৃদয়ের দ্বন্দ্ব; একদিকে পিতা, অন্যদিকে তোমার অনাবিল ভালবাসা। স্বরূপদা, বাঁচতে আমি চেয়েছিলাম, কিন্তু পারলুম না, পারলুম না। আমার অকালমৃত্যু হলো।

স্বরূপ। তোমার প্রেম, তোমার ভালবাসা ছিল মেকি, ছিল নিছক অভিনয়। তাই তোমার এই অকালমৃত্যু।

রাধা। ওঃ, স্বরূপদা—

স্বরূপ। আমাকে তুমি ভালবাসনি রাধা, করেছ ভালবাসার অভিনয়। নইলে পারতে না এইভাবে বিষ মাখানো ছুরি আমার বুকে বসিয়ে দিতে।

রাধা। একমাত্র ঈশ্বর জানেন, পৃথিবীতে যদি একান্তভাবে কাউকে ভালবেসে থাকি ত সে একমাত্র তুমি।

স্বরূপ। বেশ, তোমার কথাই সত্য হোক রাধা। তোমার কথাকে বিশ্বাস করে তোমার ভালবাসার পাথেয় বুকে নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি।

রাধা। কোথায়? ~~কোথায় যাবে তুমি স্বরূপদা~~?

স্বরূপ। কোথায় যাব তা জানি না, তবে যাব। আমাকে যেতেই হবে।

রাধা। কিন্তু আমি? আমাকে কে দেখবে স্বরূপদা?

স্বরূপ। দেখবে তোমার এয়োতির চিহ্ন, দেখবে সে, যে তোমার আমার মাঝে টেনে দিয়েছে বিচ্ছেদের যবনিকা।

রাধা। মৃত্যুপথযাত্রী অশীতিপর বৃদ্ধ আমার স্বামী। এ শুনেও এভাবে তুমি অভিমান করে চলে যেও না। আমার মত নিজেকে নিয়তির হাতে বিলিয়ে দিও না। দূর থেকে—শুধু দূর থেকে তোমায় সেবা করবার অধিকারটুকু আমায় দাও।

স্বরূপ। আর তা হয় না রাধা। ফেরাতে আমায় পারবে না। যে চিতার আগুন তুমি আমার বুকে জ্বেলে দিয়েছ, তাকে নেভাতে আমি তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াব।

রাধা। না—না, কিছুতেই আমি তোমায় যেতে দেব না। স্বরূপদা! [ধরিতে গেল, স্বরূপ পিছাইয়া গেল]

স্বরূপ। ভুলে যেও না রাধা, পরস্ত্রী তুমি।

রাধা। ওঃ, কোথায় যাবে তুমি?

স্বরূপ। অজানার পথে। [প্রস্থানোদ্যত]

রাধা। একটু দাঁড়াও।

স্বরূপ। কিছু বলবে?

রাধা। না, সামান্য একটা ভিক্ষা চাইব।

স্বরূপ। আজ আমি রিক্ত—নিঃস্ব—সর্বহারা। কি দেব তোমায়?

রাধা। একটু পায়ের ধুলো। আমার সারাটি জীবনের পাথেয়। [প্রণাম করিল]

স্বরূপ। সুখী হও। বিদায় রাধা, বিদায়। ইহজীবনে আর কখনও দেখা হবে কিনা জানি না, ফিরব কিনা তাও বলতে পারি না। যদি কোনদিন আমার মৃত্যুসংবাদ পাও, তাহলে আমার চিতার পাশে এসে আমার ভালবাসার বিনিময়ে তুমি শুধু এক-ফোঁটা অশ্রু দিও।

[প্রস্থান।

রাধা। তুমি চলে গেলে স্বরূপদা, তোমার রাধাকে ছেড়ে—আঃ, স্বরূপদা—[পড়িয়া গেল]

কমলাকান্ত, ভবানন্দ ও ভিখুয়ার প্রবেশ।

কমলাকান্ত। খুব সাবধান ভিখুয়া—

ভিখুয়া। কিছু বলতে হবে না হুজুর। খালি বলে দিন কোথায় তুলতে হবে।

কমলাকান্ত। উপস্থিত নদীর ধারের সেই—

ভিখুয়া। পোড়োবাড়িতে ত? ঠিক আছে। হুজুর। আর বলতে হবে না। কিন্তু হুজুর, দিনের বেলায় কোন ব্যাটা যদি দেখে লেয়, তখোন ত মুশকিল হয়ে যাবে।

কমলাকান্ত। গাড়িটা কোথায় রেখেছিস?

ভিখুয়া। সে একদম জঙ্গলের ধারেই আছে।

কমলাকান্ত। যেভাবে বলেছিলুম, গাড়িটা ঠিক সেইভাবেই সাজিয়েছিস ত?

ভিখুয়া। হাঁ, চারিদিকে মাল রেখে মাঝখানটা গর্ত রেখেছি। খালি মুখে পট্টি বেঁধে ঘুসিয়ে দিলেই—ব্যস।

কমলাকান্ত। ইসারা করলেই গাড়ি নিয়ে চলে আসবি।

ভিখুয়া। সে আর বলতে হবে না হুজুর।

কমলাকান্ত। যদি কেউ বাধা দেয়?

ভিখুয়া। ভিখুয়ার চকচকে ছোরাটা দু-ফাঁক করে দেবে।

রাধা। আঃ!

ভবানন্দ। ইস্-স্-স্। নড়ছে হুজুর, ছুঁড়িটার বোধহয় জ্ঞান ফিরে আসছে।

কমলাকান্ত। ভিখুয়া।

ভিখুয়া। ঠিক আছে হুজুর। কিছুই ভাববেন না, আমি গাড়ির কাছে তৈরি আছে। সেলাম, সেলাম।

[প্রস্থান।

কমলাকান্ত। আ-হা-হা! দেখ—দেখ ভবানন্দ, ভগবানের কি বিচার দেখ। এমন সোনার প্রতিমা—

ভবানন্দ। ধূলায় লুণ্ঠিতা। সত্যি হুজুর, দেখলে চোখ ফেটে জল আসে।

রাধা। কে—কে? কি চাও তোমরা?

কমলাকান্ত। না—না, চাই না কিছুই। এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম, দূর থেকে তোমার অবস্থা দেখেই—

রাধা। আমায় পরিহাস করতে এসেছেন?

কমলাকান্ত। কি যে তুমি বল রাধা—

রাধা। তুমি নয়, আপনি। পরস্ত্রীকে সম্মান দিয়ে কথা বলতে শিখুন।

ভবানন্দ। হুজুর আর এমন কি বলেছেন বাছা, যে তুমি একেবারে ফোঁস করে উঠলে!

কমলাকান্ত। আঃ—থাম ভবানন্দ। ফুটন্ত যৌবন নিয়ে বুড়োকে বিয়ে করেছে, ওর কি এখন মাথার ঠিক আছে?

রাধা। কি বললেন? যান, যান বলছি। এখুনি এখান থেকে বেরিয়ে যান।

কমলাকান্ত। সত্যি রাধা, রাগলে কিন্তু তোমায় ভারী সুন্দর দেখায়।

রাধা। জানতে চাই, আপনি যাবেন কি না?

কমলাকান্ত। যাব—যাব, নিশ্চয়ই যাব। আর সেইসঙ্গে—

রাধা। [illegible]

কমলাকান্ত। নিয়ে যাব আমার বনকি চিড়িয়াকে।

রাধা। কমলাকান্তবাবু!

কমলাকান্ত। কথায় বলে—যতই চটে, ততই পটে।

ভবানন্দ। আর পটবেই না কেন? রাধা ত আর ছেলেমানুষ নয়। বুদ্ধি-সুদ্ধি একটু-আধটু হয়েছে। এটা ত ও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে যে—

রাধা। চুপ কর তুই বড়লোকের পা-চাটা কুত্তা! আমার বাবার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে আমাদেরই বাড়িতে আমায় অপমান করতে এসেছিস?

ভবানন্দ। রাধামাধব—রাধামাধব! অপমান করতে আসব কেন? গাড়ি নিয়ে এসেছি যে!

রাধা। গাড়ি! কেন?

কমলাকান্ত। তোমায় নিয়ে গিয়ে সোনার পালঙ্কে প্রতিষ্ঠা করে তোমার ওই ভুবনমোহিনী রূপের পূজা করতে।

রাধা। কমলাকান্তবাবু! যদি ভাল চান ত এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যান! নইলে—

কমলাকান্ত। নইলে?

রাধা। চরম অপমানের হাত থেকে রেহাই পাবেন না।

কমলাকান্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভবানন্দ—

ভবানন্দ। সব ঠিক আছে হুজুর, শুধু হুকুমের অপেক্ষা।

কমলাকান্ত। বলি, ভালয় ভালয় যাবে, না জোর করতে হবে?

রাধা। না-না-না। বাবা—নিবারণ কাকা!

কড়াইভাজা খাইতে খাইতে শ্রীকান্তের প্রবেশ।

শ্রীকান্ত। ওরে বাবা, এ শালার কড়াইগুলো কি শক্ত রে বাবা! আরে একি! সাত সকালে রাধার কুঞ্জে মহাপুরুষদের আবির্ভাব কেন?

ভবানন্দ। [ভয়ে] ছোটবাবু!

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ, ছোটবাবু! শ্রীযুক্তবাবু কমলাকান্ত চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওরফে বিখ্যাত বক্কার শ্রীকান্ত চৌধুরী।

কমলাকান্ত। তুই এখানে কেন শ্রীকান্ত! মামার বাড়ি থেকে এখানে কেন এসেছিস?

শ্রীকান্ত। কড়াইগুলো ভীষণ শক্ত দাদা, তাই চিবুতে চিবুতে মামার নতুন সাইকেলটা নিয়ে রাধার গরুর গাড়ির পেছনে পেছনে একেবারে সটান পিতৃপুরুষের পবিত্র ভিটেয় চলে এসেছি। দুটো চিবিয়ে দেখ না দাদা, বেশ লাগবে।

কমলাকান্ত। তাই নাকি? তা পিতৃপুরুষের বাড়ি ছেড়ে এখানে কেন? যা, চলে যা বলছি।

শ্রীকান্ত। কি মুস্কিল! অমন করে বকছ কেন দাদা?

ভবানন্দ। এতে আর বকাবকির কি আছে ছোটবাবু। যাও, ঘরে যাও। আমরা দরকারী কাজটা সেরেই বাড়ি যাচ্ছি।

শ্রীকান্ত। তা চাটুকার মশাই, দরকারটা মনে হচ্ছে যেন একটু বিশেষ ধরণের, তাই না?

কমলাকান্ত। শ্রীকান্ত!

শ্রীকান্ত। ফাষ্ট ক্লাশ কড়াই দাদা! দুটো চিবিয়ে দেখ না দাদা! দেখি—দেখি, ও, দাঁতগুলো কেউ বুঝি ফেলে দিয়েছে?

ভবানন্দ। ছিঃ—ছিঃ, বড় ভাইয়ের সঙ্গে—

শ্রীকান্ত। [ক্রোধে] চোপরাও ব্যাটা পা-চাটা কুত্তা! হাতের এই, এই খেটোটো দেখেছ? হুঁসিয়ার! কি রে রাধা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা—যা, বাড়ির ভেতর যা! এতখানি রাস্তা এলাম, মুড়ি খেতে হবে না?

কমলাকান্ত। না, ও যাবে না। ওর সঙ্গে—

ভবানন্দ। বাবুর—

শ্রীকান্ত। জরুরী দরকার আছে।

ভবানন্দ। ছোটবাবু আমাদের বুদ্ধিমান ছেলে।

শ্রীকান্ত। শুধু বুদ্ধিমান নয়, শক্তিমানও। কি রে মুখপুড়ি, এখনও হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আয়—চলে আয় আমার সঙ্গে

কমলাকান্ত। দাঁড়াও শ্রীকান্ত।

শ্রীকান্ত। ওরে বাপ রে বাপ, অমন করে ধমক দিও না দাদা। আমার কিন্তু বড্ড ভয় করে।

ভবানন্দ। ভয়ই যদি করে, তবে দাদার সঙ্গে কথা কাটাকাটি না করে—

শ্রীকান্ত। যে কাজে এসেছি, সেই পবিত্র কাজটা সোজাসুজি সেরে ফেললে ভাল হয়—তাই না?

কমলাকান্ত। আমি জানতে চাই, তুই এখান থেকে যাবি কি না।

শ্রীকান্ত। আমিও জানতে চাই, তোমার ওই নদীর পাড়ে রাখা গাড়ি আর জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা গুণ্ডার দল নিয়ে এই মুহূর্তে এইস্থান ত্যাগ করবে কিনা!

ভবানন্দ। এসব কি শুনছি ছোটবাবু? গাড়ি, গুণ্ডার দল—

শ্রীকান্ত। শুধু দেখে আসিনি। আসবার সময় ভাল করে সাবধানও করে দিয়ে এসেছি।

কমলাকান্ত। বটে! মাতুলালয়ে বাস করে মানুষ না হয়ে রীতিমত গুণ্ডা তৈরি হয়েছ!

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ দাদা, তোমাদের মত অমানুষদেরই শায়েস্তা করতে আজ আমি হয়েছি শ্রীকান্ত গুণ্ডা! লজ্জা করে না তোমার? বিখ্যাত চৌধুরীবংশে জন্মগ্রহণ করে, ভদ্রবেশী শয়তান সেজে বংশের মান-মর্যাদাকে তুমি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছ? তোমাদের এমন শিক্ষা দেব, যা তোমরা কল্পনাও করতে পারছ না।

কমলাকান্ত। ভবানন্দ! [ইঙ্গিত করিল]

শ্রীকান্ত। হুঁসিয়ার ভবানন্দ! ও ইঙ্গিতের অর্থ আমি বুঝি। বাইরে গিয়ে গুণ্ডা ডাকবার চেষ্টা করো না। অমন দু-দশটাকে ঘায়েল করবার শক্তি আমার আছে। চলে আয় বোন, আমি সবই জানি, সবই শুনেছি। তোর এই সর্বনাশের মূলে শয়তান ভবানন্দ আর-

কমলাকান্ত। আর-[কমলাকান্ত গুপ্তি বাহির করিয়া শ্রীকান্তকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু শ্রীকান্ত তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া গুপ্তি কাড়িয়া লইল]

শ্রীকান্ত। কি হল শয়তানের শিরোমণি? এইবার—না, তোমার মত পশুর রক্ত মেখে হাতটা আর কলুষিত করব না, আর ভাই বলেও তোমায় আমি কোনদিন ক্ষমাও করব না। চলে আয় রাধা, এই রতনপুরে তোর ওই ভুবনমোহিনী রূপ নিয়ে থাকা আর নিরাপদ নয়। তোর স্বামীর ঘরে পড়ে থাকবি চল।

রাধা। শ্রীকান্তদা! স্বরূপ, আমার স্বরূপ-

শ্রীকান্ত। আমি তোকে কথা দিচ্ছি বোন, যেমন করে পারি তোর স্বরূপকে তোর কাছে নিশ্চয়ই ফিরিয়ে আনব। আয়, দেরী করিসনি, চলে আয় বোন। আচ্ছা চলি দাদা, নমস্কার।

[রাধাসহ প্রস্থান।

ভবানন্দ। হায়-হায়-হায়, সব যে ওলট-পালট হয়ে গেল হুজুর। এখন উপায়?

কমলাকান্ত। উপায়? উপায় একটা আছে ভবানন্দ।

ভবানন্দ। কি হুজুর?

কমলাকান্ত। স্বরূপ—স্বরূপকে আমার চাই-ই চাই। এবার দেখব বুদ্ধির খেলায় কে জেতে। আমি, না ওই শ্রীকান্ত? রাধা, না ওই স্বরূপ? স্বরূপই হবে আমার দাবার ঘুঁটি, আর সেই দাবাতে কিস্তির চাল দেবে বাঈজী সূর্যমুখী। ~~এখন চল ভবানন্দ~~।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কলিকাতা।

অমরের বৈঠকখানা।

মিলির প্রবেশ।

মিলি। হাউ মিরাকেল! অদ্ভুত, বিচিত্র এই দেশ। মনে হচ্ছে যেন একটা চলমান ডেজার্ট। মানুষগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন এক একটা মমি। আমাদের লণ্ডনের সঙ্গে এর তুলনাই চলে না।

আশ্চর্য। এ দেশের মানুষগুলো কি একটু প্রাণ খুলে হাসতেও জানে না।

অমরের প্রবেশ

অমর। হ্যা-লো ডার্লিং!

মিলি। হ্যা-লো মাই সুইট হার্ট।

অমর। তারপর—নতুন দেশ, নতুন পারিবেশ কেমন লাগছে?

মিলি। রাবিশ। অত্যন্ত ডার্টি—আই মিন নোংরা। এখানকার পরিবেশে মনে হচ্ছে যে, জীবনটার কোন মূল্যই নেই।

অমর। কেন?

মিলি। এখানকার মেয়েগুলো সব লাইফলেশ। খালি কতকগুলো অপগণ্ডের জন্ম দিতেই জানে। প্রাণ খুলে একটু উড়তেও জানে না।

অমর। অর্থাৎ তারা বিলাতের মেয়েদের মত রেষ্টুরেণ্ট বা বারে গিয়ে হৈ-হুল্লা করতে পারে না। এই ত?

মিলি। একজাক্টলি! অবশ্য তুমি যেটাকে হৈ-হুল্লা বলে ঠাট্টা করছ, আসলে সেটা নিজের লাইফকে মধুময় করে গড়ে তোলার প্রথম সোপান। জীবনটাকে ছন্দে ছন্দে মধুর আনন্দে পাপড়ি ফোটা গোলাপের মত সাজিয়ে রাখতে হবে।

অমর। রাইট ইউ আর। কথাটা মানতেই হবে।

মিলি। চল না! আজকের এই চাঁদনি রাতটায় কোথাও একটু প্রাণভরে উপভোগ করা যাক।

অমর। কোথায় যেতে চাও?

মিলি। কোন ফার্ষ্টক্লাশ হোটেলে বা বারে। তারপর জ্যোৎস্না রাতের আলো আঁধারে, নদীর বালুচরে তোমার কোলে মাথা রেখে আমি বলব, কি সুন্দর তুমি—হাউ সুইট হাউ আর!

অমর। এতে আপত্তি আমার নেই। কিন্তু—

মিলি। কোন কিন্তু নয়।

অমর। তুমি জান ত মিলি, এতবড় একটা হসপিটালের ভার রয়েছে আমার ওপর। তাছাড়া কয়েকটা মেজর অপারেশনের কেসও রয়েছে। এমন অবস্থায়—

মিলি। শুধু হসপিটাল আর রুগী। বলি, আমার জীবনের কি কোন মূল্যই নেই?

অমর। প্লিজ, রাগ করো না ডিয়ার! আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, আজ আর কাল ছাড়া যেদিন বলবে, সেদিনই আমি তোমায় নিয়ে করব নতুন হনিমুন। চাঁদনি রাতে তোমায় নিয়ে উড়ে যাব আমি লাইক এ বার অফ প্যারাডাইস।

মিলি। [বুকে মুখ রেখে] ঠিক ত?

অমর। ঠিক—ঠিক—ঠিক।

মিলি। আচ্ছা ডক্টর! তোমাদের ওইসব বারে টুইষ্ট ড্যান্সের ব্যবস্থা আছে ত?

অমর। তা কিছু কিছু আছে বৈকি।

মিলি। আছে—তাও আবার কিছু কিছু? রাবিশ—

অমর। আসল কথা কি জান মিলি! আমাদের দেশের মেয়েরা ওসব খুব একটা পছন্দ করে না।

মিলি। আসলে এরা জীবনটাকে উপভোগ করতে জানে না। সিনেমা যাবে, তাও একপাল কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে। দূর—দূর—দূর, রাবিশ!

অমর। আমার কিন্তু হসপিটালে যাবার সময় হয়ে এসেছে মিলি। আশাকরি তোমাদের বিলাতের মেয়েরা সময়ের মূল্যটা বোঝে!

মিলি। হোয়াট ডু ইউ মিন? ও, আমায় টিটকারি দেওয়া হচ্ছে? তাই যদি হয়, তবে আজই প্লেনের সিট রিজার্ভ করে আমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও।

অমর। আঃ, তুমি একটুতেই আমার ভুল বোঝ মিলি।

[হাতে-পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শশীর প্রবেশ]।

শশী। সবাই তোকে ভুল বুঝলেও আমি তোকে ভুল বুঝিনি অমর। আমি জানি, আমাদের খোকা কখনও এমন অমানুষ হতে পারে না।

অমর। হু আর ইউ? ~~কে তুমি~~

মিলি। এই ~~উনসেভড~~ জংলিটা এখানে ঢুকল কি করে? দারোয়ান, দারোয়ান—

অমর। থাক মিলি। কোথা থেকে আসছ তুমি? আমার সন্ধানই বা পেলে কি করে?

শশী। বড় কষ্টে তোর সন্ধান পেয়েছি রে অমর। তোর আগমন উপলক্ষ্যে উৎসব মুখরিত রতনপুরের আলো নিবারণের চোখের জলে নিমেষে নির্বাপিত হল, দেবতার মত দাদা হয়ে গেল পাষাণ, বৌদি হল উন্মাদিনী। স্থির থাকতে পারলুম না আমি। তোর সন্ধানে ছুটে এলুম শহরে। উন্মাদের মত মত ছুটে চলেছি আমি, হঠাৎ গাড়ি চাপা পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। জ্ঞান হতেই হসপিটালের বিছানায় শুয়েই দূর থেকে দেখতে পেলাম তোকে। আজ আমি ছুটি পেয়েই ছুটে এসেছি অমর।

মিলি। ইডিয়ট, সম্মানীয় ব্যক্তিকে যারা সম্মান দিয়ে কথা বলতে শেখেনি, সেইসব জানোয়ারগুলোকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়াই উচিত ডক্টর।

শশী। সম্মানীয় ব্যক্তিকে সম্মান দিয়ে কথা বলবার শিক্ষা আমার আছে মেমসাহেব। আর এই ডাক্তার সাহেবকে অমর বলে ডাকবার অধিকারও আমার আছে কারণ আমাদের দুজনের ধমনিতে প্রবাহিত হচ্ছে—

অমর। আঃ, ডোণ্ট ভেক্স মি, বিরক্ত করো না। [ঘড়ি দেখিয়া]। আমার হসপিটালে যাবার সময় হয়ে গেছে। মাই টাইম ইজ আপ—

শশী। দাড়া অমর, যাবার আগে বলে যা, এ মেমসাহেব তোর কে ?

অমর। মনে থাকে যেন, ও আমার স্ত্রী।

শশী। ও, তুই তাহলে বিয়ে করেছিলি ? তাই মেমসাহেব—

মিলি। বেরিয়ে যাও জংলি কোথাকার !

অমর। আই এ্যাম ভেরি সরি, আমার সময়ের বড় অভাব। চললাম—

শশী। ওরে, আমার জন্য নয়, তোর মা, তোর জন্মদাতা পিতা, তাদের কথা একটিবার তোর মনে পড়ে না ?

অমর। মনে করে লাভ কি ? আজ যদি লণ্ডনে মিলির বাবা না থাকত, ডাক্তারী পাশ করে আজ আমি ইণ্ডিয়ায় ফিরে আসতে পারতাম না। যে ডাক্তারকে নিয়ে তোমরা বড় বড় কথা বলছ, সে ডাক্তার আজ প্রতিষ্ঠালাভ করেছে শুধু মিলি আর তার বাবার অনুগ্রহে, তোমাদের অর্থে তা সম্ভব হয়নি।

মিলি। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না ডাক্তার, যে তুমি এখনও দারোয়ান ডাকতে দেরী করছ কেন ? যদি তুমি না পার, আমার এই বিলাতি জুতোটা কতখানি মজবুত তা আমি পরীক্ষা করে নিতে পারি।

অমর। আশাকরি তুমি আমাকে দারোয়ান ডাকতে বাধ্য করবে না।

শশী। খোকা, এ-কথা তুই বলতে পারলি? তা ত বলবি রে। আজ তুই বড় হয়েছিস, বড় নামী ডাক্তার হয়েছিস, তাই আজ ভুলে গেছিস তোর গরীব মা-বাপকে। ভুলে গেছিস বাল্যের বন্ধু এই কাকাকে।

অমর। ইয়েস ডার্লিং, আমি চললাম। দারোয়ান ডেকে এই লোকটাকে বার করে দাও।

শশী। দারোয়ানের আর দরকার হবে না ডাক্তারবাবু। আমি নিজেই চলে যাচ্ছি। তবে যাবার সময় বলে যাচ্ছি, শুনে রাখ, যে বাপ তোর জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে আজ পথের ভিখারী হয়েছে, যে মা তার বুকের সমস্ত মধু ঢেলে দিয়ে তোকে মানুষ করেছে, সেই আত্মভোলা দেব-দেবীকে পুত্র হয়ে তুই ত্যাগ করলেও, ভাই হয়ে আমি তা পারব না রে, পারব না।

অমর। শশী—শশীকা—

শশী। তারা তোকে অভিশাপ না দিলেও, তাদের বুকফাটা আর্তনাদ তোদের সুখের সূর্যকে একদিন ডুবিয়ে দেবে কান্নার অন্ধকারে।

[প্রস্থান।

অমর। আঃ—আঃ, এ কি হল, সমস্ত পৃথিবীটা কেঁপে উঠল কেন? ভূমিকম্প? মিলি—মিলি—

মিলি। কি হয়েছে তোমার, অমন করছ কেন?

অমর। কি হয়েছে তা জানি না। তবে মনে হচ্ছে যেন বিরাট একটা প্লাবন এসে আমায় অজানার স্রোতে ভাসিয়ে দিচ্ছে।

মিলি। ও—বুঝেছি।

অমর। না—না, তুমি বোঝনি, বুঝতে পারনি, বুঝতে তুমি পারবে না।

মিলি। হ্যাঁ—হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। ওই জংলী রতনপুরের জন্য—

অমর। আঃ, ষ্টপ্ ইট, প্লিজ ষ্টপ্। আই এ্যাম ফিলিং আন-ইজি। সব গুলিয়ে যাচ্ছে, শোবার ঘরটা কোনদিকে বলতে পার? আমার শোবার ঘর? আমায় ঘুমুতে হবে, আমায় ভুলতে হবে। আঃ—

[প্রস্থান।

মিলি। নো—নেভার, এ শহরে থাকা মোটেই উচিত নয়। যেমন করে হোক ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। রতনপুরের মানুষ ত কোন্ ছার, সেখানকার বাতাস পর্যন্ত যেন ওকে স্পর্শ করতে না পারে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সূর্যমুখীর ঘর।

নর্তকীর বেশে সূর্যমুখীর প্রবেশ।

সূর্যমুখী। এই আমাদের রাতের সংসার, নতুন নতুন নাগরের সাদর অভ্যর্থনার কি বিচিত্র সম্ভার! আমরা বারবিলাসিনী, অর্থ আর দেহের বিনিময়ে এক রাত্রেই গিয়ে বসি রাজসিংহাসনে, আবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কলঙ্কিত জীবনের—

কমলাকান্তের প্রবেশ।

কমলাকান্ত। সমাধি হয়ে যায়। আবার আসে নতুন সন্ধ্যা, নতুন জীবন। তাই না সূর্যমুখী?

সূর্যমুখী। আরে একি! এ যে মেঘ না চাইতেই জল! বসুন।

কমলাকান্ত। সূর্যমুখী দেখছি বড়ই বে-রসিক। পীঠস্থানে এসে কি বিনা মধুতে বসা চলে? কই, মধু কই?

সূর্যমুখী। [মদ দেয়] এই নাও। তারপর কমলাকান্তবাবু, হঠাৎ সূর্যমুখীকে কি মনে পড়ে গেল?

কমলাকান্ত। কি যে বল তুমি সূর্যমুখী। হঠাৎ আসব কেন? তোমার ওই যৌবনের টান উপেক্ষা করে তোমার কুঞ্জে না এসে কি থাকতে পারি!

সূর্যমুখী। হাঃ-হাঃ-হাঃ, তাই নাকি! কিন্তু কুঞ্জ ত একটা নয়? ধনীর দুলাল মধুপিয়াসী ভ্রমর তুমি। নিত্য যাও নতুন কুঞ্জে। গোলাপের নিভৃত কুঞ্জে, তার মধুপান করতে।

কমলাকান্ত। মধুপানের আশীর্বাদ নিয়েই ত মৌমাছির জন্ম। যাক, তারপর নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে আছ কেমন?

সূর্যমুখী। কেন? গ্রামীন পরিবেশটা মন্দ কি?

কমলাকান্ত। শহরের মৌমাছিরা অভিশাপ দেবে না ত?

সূর্যমুখী। গোলাপফুল যেথানেই ফুটুক না কেন, মৌমাছি ঠিক আসবেই আসবে। যাক, বোতল ত মাত্র একটা, আর দুটো আনিয়ে রাখব নাকি?

কমলাকান্ত। আনতে ত হবেই, তবে আমার জন্য নয়।

সূর্যমুখী। তাহলে কার জন্য?

কমলাকান্ত। নতুন ভ্রমর, মানে—একেবারেই আনকোরা, সেদিন যার কথা বলে গিয়েছিলুম, মনে আছে ত?

সূর্যমুখী। ও, হ্যাঁ—হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে।

কমলাকান্ত। বয়সটা কমই, জমি-জায়গা বেশ কিছুটা আছে। মদে যদি তাকে ডুবিয়ে রাখতে পার, তাহলে আমার কাছ থেকেও একটা মোটা বখশিস পাবে।

সূর্যমুখী। হঠাৎ ওর ওপর তোমার দৃষ্টি পড়ল কেন?

কমলাকান্ত। সময়েই সব বুঝতে পারবে। ওই যে ভবানন্দ তাকে সঙ্গে নিয়ে এইদিকেই আসছে।

স্বরূপকে লইয়া ভবানন্দের প্রবেশ।

ভবানন্দ। আরে এস—এস, লজ্জা কি! মনের আঘাতকে ভুলে যাবার মত জায়গা এ ছাড়া আর কোথায় আছে বল!

স্বরূপ। অজানার পথে আমি চলে যাচ্ছিলুম। কিন্তু কমলাকান্ত-বাবুর নাম করে, এ আমায় তুমি কোথায় নিয়ে এলে ভবানন্দ?

কমলাকান্ত। জানি স্বরূপ। যে আঘাত তুমি পেয়েছ, যে জ্বালায় তুমি জ্বলছ, সেই অনন্ত জ্বালার হাত থেকে তোমার মুক্তি নেই।

স্বরূপ। কিন্তু তাই বলে—

সূর্যমুখী। আমার আস্তানায় এসেছ, আমরাও ত মানুষ। মানুষের হৃদয়ের জ্বালা আমরাও ত কিছু কিছু বুঝি।

কমলাকান্ত। আঃ, দেরী করছ কেন সূর্যমুখী? বাবুকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসাও।

সূর্যমুখী। আসুন।

স্বরূপ। না-না কমলাকান্তবাবু।

কমলাকান্ত। ভয় কি ভাই, আমি ত রয়েছি।

ভবানন্দ। আমিও রয়েছি। দেখ না—দুঃখ তোমার চলে গেল বলে।

সূর্যমুখী। [হাত ধরিয়া] আসুন,—বসুন। একটা গান শুনবেন স্বরূপবাবু?

স্বরূপ। গান?

সূর্যমুখী। হ্যাঁ, গান। সঙ্গীতই একমাত্র জিনিস, যা মানুষের সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে ভুলিয়ে দিয়ে নামিয়ে নিয়ে আসে স্বর্গের মন্দাকিনী ধারা।

কমলাকান্ত। আসল কথাটা কি জান সূর্যমুখী! নারীজাতটাকে চেনাই মুসকিল। রাধা বলে একটি মেয়েকে স্বরূপ প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। আর সেই রাধা কিনা—

স্বরূপ। না-না, তার—তার কোন দোষ নেই। তুমি গাও, আমি শুনব। আমি তাকে ভুলতে চাই।

ভবানন্দ। তবে আর দেরী কেন গো, নাও শুরু করে দাও।

সূর্যমুখী। গীত।

আমার কবিতা নিয়েছে বিদায়, ফেলে আসা বনতলে,
তার স্মৃতি খুঁজি প্রতিটি প্রহরে, ভ্রমর যে তারই কথা বলে।
তুমি আমি এ জীবনে স্রোতে ভাসা ফুল,
তুমি যাবে ঢেউয়ের দোলায় আমি তো পাব না কূল;
শুধু আলেয়া সব জীবনে এল সে মম,
ভেঙে দিয়ে খেলাঘর চলে গেল নানা ছলে।

স্বরূপ। এ তুমি কার কথা বলছ সূর্যমুখী? তবে কি তুমি—না—না, আর আমি পারছি না, আমি তাকে ভুলতে চাই। আমায়

তোকে ভুলতেই হবে। [প্রস্থানোদ্যত, ভবানন্দ যাওয়ার পথে বাধা দেয়]

ভবানন্দ। কোথায় যাবেন স্বরূপবাবু! রাধাকে ভুলতে গিয়ে শেষে নিজেকে—

স্বরূপ। পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে নেব নিজেকে। ওঃ, বড় জ্বালা—বড় জ্বালা—

কমলাকান্ত। সেই জ্বালা জুড়োতেই ত তোমায় এখানে এনেছি স্বরূপ! আমি কি বুঝি না, যাকে তুমি প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছ, সেই রাধাই কিনা তোমার চোখের সামনে—

স্বরূপ। আমাকে বাধা দিও না, আমাকে যেতে দাও। আমাকে যেতেই হবে।

সূর্যমুখী। এই বুকভরা ব্যথা নিয়ে কোথায় যাবেন স্বরূপবাবু?

স্বরূপ। কোথায় যাব তা জানি না, তবে আমাকে যেতেই হবে। এভাবে আমি বাঁচতে চাই না। একটু মনের শান্তি যেখানে পাবো, যাব তার সন্ধানে।

কমলাকান্ত। শান্তির সন্ধানে তোমায় দূরে যেতে হবে কেন? বল স্বরূপ, ভুলতেই কি চাও তুমি তোমার হৃদয়ের জ্বালা?

স্বরূপ। হ্যাঁ কমলাকান্তবাবু, কিন্তু কেমন করে—কেমন করে, আমায় বলুন।

ভবানন্দ। এমন কিছু নয়, শুধু একটু সুধা।

স্বরূপ। সুধা?

কমলাকান্ত। হ্যাঁ। মানে একেবারে মৃতসঞ্জীবনী। কই গো সূর্যমুখী! দাও, স্বরূপ ভাইকে এক মাত্র পরিবেশন কর। আ-হা-হা, বড় জ্বালায় জ্বলছে বেচারা!

সূর্যমুখী। এই নাও। চট করে এইটুকু খেয়ে নাও। দেখবে সব জ্বালা জুড়িয়ে একেবারে জল হয়ে যাবে।

স্বরূপ। একি! মদ?

ভবানন্দ। না-না, মদ নয়—মদ নয়, বিরহ-রোগের মহৌষধি।

সূর্যমুখী। নাও, লক্ষ্মীটি, খেয়ে নাও।

কমলাকান্ত। আঃ, আবার দেরী কচ্ছ কেন? ওষুধ খেতে কি ভাবতে হয়? নাও ভাই, গলায় ঢেলে দাও, দেখবে মনে কোন জ্বালা থাকবে না। [সূর্যমুখী দেয়, স্বরূপ বারবার খায়] ~~[illegible]। যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে, দুঃখ করো না স্বরূপ। রাধা যায় যাক, সূর্যমুখী ত আছে।~~

স্বরূপ। এই ত—এই ত পেয়েছি আমি ভোলার মূলমন্ত্র। [দোখয়া] কে? কে তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছ? শুভ্র বেশ, শুষ্ক কেশ, নিরাভরণা রাধা? না—না, তুমি ত রাধা নও। তুমি ত সূর্যমুখী। দাও—দাও, মদ দাও। [কমলাকান্ত ইশারা করে, সূর্যমুখী মদ দেয়] আঃ, কে বলে তোমায় সুরা, তুমি সত্যিই অমৃত। সূর্যমুখী—

সূর্যমুখী। কি, বল না।

স্বরূপ। তোমরা টাকা নাও?

সূর্যমুখী। দয়া করে দিলে নিই বইকি।

স্বরূপ। [টাকা দেয়] কিন্তু সূর্যমুখী! আমি যে রিক্ত, আমার কাছে তো টাকা নেই।

কমলাকান্ত। তাতে কি হয়েছে। তোমার কাছে না থাকে, আমি দিচ্ছি। এই নাও হাজার টাকা। দরকার হলে আবার দেব। তবে স্বরূপ, যদি কিছু মনে না কর, একটা কথা বলি।

স্বরূপ। বলুন না।

কমলাকান্ত। টাকা বড় খারাপ জিনিস। তাই বলছি কি, এই কাগজটায় একটা সই করে দাও। যাতে তোমারও মনে থাকবে। আর—

স্বরূপ। দাও। [দলিল দেয়, সই করে]

কমলাকান্ত। আচ্ছা, আমরা এখন আসি। সূর্যমুখী, দেখ ভাই, স্বরূপের যেন কোন—

সূর্যমুখী। ভয় নেই, স্বরূপবাবুর ভার এখন থেকে আমার।

কমলাকান্ত। বেশ—বেশ, হাঃ-হাঃ-হাঃ, হিঃ-হিঃ-হিঃ!

[ভবানন্দ সহ প্রস্থান।

স্বরূপ। তুমি কে? রাধা, না বারবিলাসিনী সূর্যমুখী?

সূর্যমুখী। যদি বলি দুই-ই।

স্বরূপ। রাধা হলে তোমায় আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসব।

সূর্যমুখী। আর সূর্যমুখী হলে—

স্বরূপ। কলঙ্কিনী বলে ঘৃণা করব। না—না, ঘৃণা নয়—ঘৃণা নয়; করুণার পাত্রী তোমরা, মর্মাহত জীবনকে সতেজ করে তুলতে একমাত্র তোমরাই সক্ষম। কই, মদ দিচ্ছ না কেন সূর্যমুখী? দাও, মদের পাত্র পূর্ণ করে দাও।

সূর্যমুখী। একেবারে অনভ্যস্ত! আর নাই বা খেলেন!

স্বরূপ। করুণা, অনুকম্পা। কলঙ্কিনীর মুখে একি শুনি অপরূপ বাণী! টাকা দিয়ে কিনেছি তোমায়, আমি যা বলব—

[নেপথ্যে—না-না, খবরদার, ভেতরে যাওয়া নিষেধ।]

শ্রীকান্ত। [নেপথ্যে] হট্ যাও, আমাকে যেতে দাও। সূর্যমুখীর সঙ্গে দেখা আমায় করতেই হবে।

সূর্যমুখী। কিসের গোলমাল? কে ওখানে?

শ্রীকান্তের প্রবেশ।

শ্রীকান্ত। বাংলার ডানপিটে ছেলে শ্রীকান্ত। কিন্তু ঘুঘুচুটো গেল কোথায়? তারা স্বরূপকে নিয়ে এইদিকে—[দেখিয়া] একি! স্বরূপ! একি করছিস স্বরূপ?

স্বরূপ। মদ ধরেছি রে। নিজেকে হারিয়ে ফেলতে আমি মদ ধরেছি রে। একেই করে নিয়েছি আমার সঙ্গের সাথী। একই পাত্রে মদ আর জ্বালাকে মিশিয়ে করে নিয়েছি আমার সঙ্গের সুধা। যা, তুই চলে যা কান্ত। কেন এসেছিস এই নরকরূপী স্বর্গ-ধামে? কই দাও, পাত্র যে খালি হয়ে গেল প্রিয়ে!

শ্রীকান্ত। না, মদ তোকে আমি খেতে দেব না স্বরূপ। আমি নরকের পথে যেতে দেব না। তোকে আমি জোর করে নিয়ে যাব।

স্বরূপ। আমার আর কে আছে? কোথায় তুই আমায় নিয়ে যাবি?

শ্রীকান্ত। জানি স্বরূপ! রাধার জন্য আজ তুই—না-না, আমি তোকে শয়তান হতে দেব না।

স্বরূপ। কোন কথা আমি তোর শুনতে চাই না। জানিস রে, বুকের সমস্ত যন্ত্রগুলো আমার বিকল হয়ে গেছে! তাকে সজীব করতে এই অমৃত ধরেছি। যা, বেরিয়ে যা এখান থেকে। আমায় ডুবতে দে, আমায় মরতে দে। [শ্রীকান্ত বাধা দেয়] চলে যা এখান থেকে, চলে যা।

শ্রীকান্ত। তুইও চল, তোকে না নিয়ে আমি কিছুতেই যাব না।

স্বরূপ। যাবি না?

শ্রীকান্ত। না।

স্বরূপ। যেতে তোকে হবেই। [বোতল দিয়া মারে]

শ্রীকান্ত। [হাসিয়া] তুই আমায় মারলি রূপ? বেশ করেছিস, আমি দুঃখ করব না, রাগ করব না, আর আমার বিপথগামী বন্ধুর কাছ থেকে সরেও যাব না। তোমারই নাম সূর্যমুখী?

সূর্যমুখী। হ্যাঁ।

শ্রীকান্ত। তুমি ত বারবনিতা?

সূর্যমুখী। সমাজ তাই বলে।

শ্রীকান্ত। অর্থই ত তোমাদের একমাত্র প্রিয়, তবে তুমি কাঁদছ কেন?

সূর্যমুখী। কেঁদে দেখছি, আমরাও কাঁদতে জানি কিনা।

শ্রীকান্ত। না—না, আমি ভুল করেছি, তোমার মনে আঘাত দিয়ে আমি অন্যায় করেছি দিদি।

সূর্যমুখী। কি বললে - দিদি?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ, দিদি।

সূর্যমুখী। কিন্তু আমি যে—

শ্রীকান্ত। শুধু দিদি, শুধু বোন, আমাকে একটিবার শুধু তাই বলে ডাক।

সূর্যমুখী। ভাই—আমার ভাই!

শ্রীকান্ত। ব্যস, আর কোন চিন্তা নেই। ভাই যখন বলেছ তখন ভাইয়ের একটা ছোট অনুরোধ রাখবে দিদি?

~~সূর্যমুখী। [illegible] কাছে ভাইয়ের [illegible] নয়, [illegible] বল~~

শ্রীকান্ত। রূপ আমার বাল্যের সাথী—কৈশোরের অকৃত্রিম বন্ধু,

তাকে আজ তোমার হাতে তুলে দিয়ে গেলুম। যদি পার, ওকে পঙ্কিল আবর্জনা স্তূপে নেমে যেতে দিও না। এই আমার অনুরোধ, এই আমার প্রার্থনা।

[প্রস্থান।

সূর্যমুখী। যাও ভাই! সূর্যমুখীর দেহে যতদিন রক্ত প্রবাহিত হবে, তার ভাইয়ের অনুরোধ কোনদিন সে ভুলবে না।

স্বরূপ। সূর্যমুখী!

সূর্যমুখী। বল।

স্বরূপ। তুমি কি আমার রাধা হতে পার না?

সূর্যমুখী। পারি—পারি, আমরা সব পারি। ভাগ্যদোষে আমার বারবিলাসিনী হলেও, আমরা নারী। আমরাও চাই স্ত্রী হতে, চাই সন্তানের জননী হতে। ওকি! আবার মদ খাচ্ছেন?

স্বরূপ। হ্যাঁ, খাচ্ছি।

সূর্যমুখী। না, আর আপনি এ বিষ খেতে পাবেন না, আর আমিও দেব না। [বোতল কাড়িয়া লইল]

স্বরূপ। সূর্যমুখী!

সূর্যমুখী। না—না—

স্বরূপ। সূর্যমুখী!

সূর্যমুখী। চলুন। রাধার স্থান পূর্ণ করবার অধিকার আমার নেই। তবে ব্রাহ্মণ আপনি। আপনার পদসেবা করবার অধিকারটুকু আমায় দিন। আমার এই গ্লানিময় জীবনকে ধন্য করুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য।

দীনু বাঁড়ুজ্যের বাড়ি।

উন্মাদিনী মমতাময়ীর প্রবেশ।

মমতাময়ী। খোকা—খোকা, আমার খোকার গাড়ি। কই গো, কোথায় গেলে তুমি? শশী, নিবারণ—আঃ, এই সময় রাধা হতভাগীই বা গেল কোথায়? ওরে ও রাধা! সব মরেছে, সবাই মরেছে। ওই যে গাড়ি এসে পড়েছে। ওরে—ওরে তোরা শঙ্খধ্বনি কর, উলু দে। এই খবরদার, মাড়াসনি বলছি। অনেক যত্ন করে আল্‌পনা দিয়েছি। মাড়াসনি—

দীননাথের প্রবেশ।

দীননাথ। বড় বৌ, আবার তুমি বাইরে এসেছ?

মমতাময়ী। আচ্ছা, তুমি কি রকমের বাপ বল ত? কতদিন বাদে ছেলেটা বাড়ি আসছে, চারিদিকে লোকজন সব গিজ গিজ করছে। আর এদিকে তুমি দিব্বি গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াচ্ছ! আমি একা কি করে সব সামলাই বল ত? কি গো, সাড়া দিচ্ছ না কেন? ওগো, শুনছো? সানাইটা কত জোরে বাজছে শুনতে পাচ্ছ না? খোকা এসেছে যে, ওকে নামিয়ে আন।

দীননাথ। আর কতদিন এই রকম বুকফাটা আর্তনাদ করে বেড়াবে বড় বৌ! সে নাই আসুক, নাই দেখুক তার বাপ-মাকে, শুধু সে বেঁচে থাক, সুখে থাক, এই আশীর্বাদ কর।

মমতাময়ী। সে আসবে না? কেন গো? আমি যে তার মা, তার জন্য নাড়ু তৈরি করে বসে আছি। আর সে আসবে না, আর সে আমায় মা বলে ডাকবে না! না—না, একি কথা তুমি বলছ? খোকা—খোকা—[প্রস্থানোদ্যতা]

নিবারণের প্রবেশ।

নিবারণ। কোথায় ছুটে চলেছ বৌমা? তোমার খোকা আজ বড় হয়েছে, আজ সে তোমাদের ভুলে গেছে, পর হয়ে গেছে।

মমতাময়ী। চুপ কর মিথ্যাবাদী। মিছে কথা বলবার আর জায়গা পাসনি! ছেলে কখনও তার মাকে ভুলে যেতে পারে? দেখ না—দেখ, আমি গেলেই সে মা বলে ছুটে এসে গলা জড়িয়ে ধরবে। আমি যাব, এখুনি গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনব। খোকা—খোকা—

দীননাথ। কোথায় যাবে বড় বৌ? কোথায় তাকে পাবে? আমাদের খোকাকে ত ঈশ্বর নেয়নি বড় বৌ, নিয়েছে বিদেশী আভিজাত্য, বিদেশী শিক্ষা।

মমতাময়ী। সবাই তোমরা আমাকে খুব বোকা মনে করেছ? সেই ছোটবেলার মত তাকে লুকিয়ে রেখে আমায় ভয় দেখাচ্ছ? ওগো, দাও—দাও, আমার খোকাকে বার করে দাও। কত বেলা হয়ে গেল, আহা, বাছার আমার বুঝি ক্ষিধে পায় না? জান গো, আজ আমি কোলে বসিয়ে নিজের হাতে নাড়ু খাওয়াব।

দীননাথ। কাকে আর নাড়ু খাওয়াবে বড় বৌ? সে আর কোনদিন ফিরে আসবে না।

মমতাময়ী। ~~নাও কথা~~, বলি এত আয়োজন তবে কার জন্য

গো! ওকি—ওকি হল? ওগো দেখ না, লোকজন সবে ছুটে পালাচ্ছে কেন? আঃ, ওই যে সানাইয়ের মাচাটা মড় মড় করে ভেঙে পড়ল! কে—কে, আলোগুলো নিভিয়ে দিলে কে? ওই যে—ওই যে আমার খোকার গাড়ি আসছে।

[প্রস্থান।

দীননাথ। নিবারণ, ধর—ধর, ওকে ধরে আন।

নিবারণ। বাধা দিস না দীনু, ওকে যেতে দে, একটু প্রাণভরে কাঁদতে দে। বড় আঘাত পেয়েছে, অমর বিলেত যাবার পর থেকে যে কষ্ট ও চেপে রেখেছিল, আজ প্রচণ্ড আঘাতে সেটা ঝড়ের মত বেরিয়ে আসছে। যদি ওকে বাঁচাতে চাস, তবে ওকে বাধা দিসনে, ওকে চিৎকার করে কাঁদতে দে।

গীতকণ্ঠে সুকুমারের প্রবেশ।

সুকুমার। গান।

ভজ নাম কৃষ্ণনাম, গোলকবিহারী রাধেশ্যাম।
মনুয়া জপ রে কৃষ্ণনাম, মনুয়া জপ রে হরিনাম।
মন গিরেগি দুঃখ সাগর মে,
আয়েগি ভেলা হরি কি নাম মে,
করগি পার মুঝে বিনা কুড়ি মে, যায়েগি গোলকধাম।
এ কলি মে কোই নহী আপনা,
আপনা,
সব ঝুট হায় সব হায় আপনা, সাচ্চা হায় হরিনাম।

দীননাথ। বলতে পার সুকুমার, আমার রাধা কেমন আছে?

সুকুমার। মরেনি গো মরেনি। গিয়েছিলাম, দেখে এসেছি, সে এখনও বেঁচে আছে।

নিবারণ। তুমি এখন কোন্‌দিকে যাবে ভাই?

সুকুমার। তা ত জানি না। যেতে যেতে শুনতে পেলুম, কে যেন এইখানে আমারই মত বুক চাপড়ে হাহাকার করছে। তাই বলতে এলুম।

পূর্ব-গীতাংশ।

কৃষ্ণ মুরারী হরি, নাচতে নাচতে তুঁহু আও,
যমুনা কি তীর মে বাঁশরী বাজাও,
সংসার মায়া ভুলায়া তুঝে,
আশা কি বাণী শুনায়ে মুঝে,
জ্ঞান কি বাতিয়া জ্বালা কে সাঁঝে ভক্তিগীত শুনাও।

[প্রস্থান।

দীননাথ। ঠিক বলেছ সুকুমার। এ জগৎ সব মিথ্যা।

নিবারণ। না, আজ আর আমি তোর কোন কথা শুনব না দীনু। আজ যদি তুই কিছু মুখে না দিস, তবে আমি আত্মঘাতী হব।

দীননাথ। তার আগে আমাকে একটু ছাই এনে দিতে পারিস?

নিবারণ। পয়সা না থাকলে খাবারটা কোথা থেকে আসবে! এই ত বাড়িতে শশী নেই। আমি কি চুপ করে বসে থাকতে পারি? ইষ্টিশনে গেছলুম মোট বইতে। মেহনত করে তোর জন্য খাবার কিনে এনেছি। ~~চল দীনু, একটু মুখে দিবি চল~~।

দীননাথ। নিবারণ, তুই মোট বয়ে টাকা এনেছিস আমাকে খাওয়াবি বলে?

নিবারণ। কেন আনব না! আমি কি তোর পর? তোরা

না খেয়ে থাকবি, আমি কি তাই সইতে পারি? চল ভাই, দেরী করিস না। আমার এখন অনেক কাজ।

দীননাথ। শশীর কোন সন্ধান পেলি না রে। ছেলেটা সেই যে গেল আর ফিরল না। তবে কি শশী—

শশীর প্রবেশ।

শশী। এখনও মরেনি দাদা।

দীননাথ। কে, শশী? একি অবস্থা রে! হাতে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা!

শশী। তোমার আশীর্বাদে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি দাদা। অমরকে খোঁজবার জন্য উন্মাদের মত ছুটে চলেছিলুম, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে পড়লাম গিয়ে গাড়ির নীচে।

দীননাথ। ভগবান! কে বলে তুমি নিষ্ঠুর, কে বলে তুমি নির্দয়? তুমি আছ, সত্যিই তুমি আছ।

নিবারণ। অমরের কোন সন্ধান পেলি শশী?

শশী। পেয়েছি নিবারণদা।

দীননাথ। পেয়েছিস? কেমন আছে সে?

শশী। বহাল তবিয়তেই আছে।

নিবারণ। ফিরিয়ে আনতে পারলি না তাকে?

শশী। না, পারলুম না। মেমসাহেব বিয়ে করে সে সব ভুলে গেছে।

দীননাথ। কি বললি! বিয়ে করেছে? মেম বিয়ে করেছে? হ্যাঁ রে, তাকে বলেছিলি আমার কথা! বলেছিলি তার মায়ের কথা!

শশী। শুধু বলা নয়, কাকা হয়ে তার পা-দুটো জড়িয়ে ধরে

কাকুতি মিনতি করেছি। শুনলে না, আমার এই দশা দেখে একটুও দয়া হল না। শেষে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে। তুমি একবার চল না দাদা! তুমি গেলে হয়ত—

দীননাথ। আমার বিলেত ফেরত ছেলে অমর ফিরে আসবে। সে আমায় টাকা দেবে। তা হল না ভাই, জাহাজঘাটে সে নিবারণকে লাথি মারেনি শশী, লাথি মেরেছে আমাকে। পুত্র যায় যাক, তবু বাপ হয়ে ছেলের কাছে লাথি খেতে আমি পারব না শশী, লাথি খেতে আমি পারব না।

[প্রস্থান।

শশী। বল ত নিবারণদা, আমি এখন কি করি?

নিবারণ। শক্ত হ' ভাই, শক্ত হ'; ভাঙা সংসারটাকে জোড়া দেওয়ার চেষ্টা কর। আমি খাটব, মোট-মজুরি করে খাওয়াব। তবু বৌমাকে বাঁচাবার চেষ্টা কর, ওকে পাগল হয়ে চলে যেতে দিস না।

[প্রস্থান।

শশী। বাঃ ঠাকুর, বাঃ চমৎকার তোমার লীলাখেলা। ইচ্ছে করছে, তোমাকে ওই ঠাকুরঘর থেকে টেনে এনে আছাড় মেরে ভেঙে ফেলি। দেখি তোমার কি রকম লীলা!

[প্রস্থান।

তৃতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

সূর্যমুখীর ঘর।

সূর্যমুখীর প্রবেশ।

সূর্যমুখী। বাঃ, চমৎকার স্বপ্ন! স্বপ্ন যে এত মধুময় হয়, এমন প্রাণ মাতানো আনন্দ পরিবেশন করে, এ ছিল আমার কল্পনার বাইরে। তুমিই বলে দাও ঠাকুর, তোমার দেওয়া এ কি স্বপ্ন, না এটা আমার অন্তরের গোপন আকাঙ্ক্ষা! এমন করে কাউকে পাবার আকাঙ্ক্ষা ত কোনদিন মনের মধ্যে উদয় হয়নি। স্বরূপ দেবতা, আর আমি ঘৃণ্যা পতিতা।

বোতল হাতে স্বরূপের প্রবেশ।

স্বরূপ। ভড়গা, মহুয়া, চোলাই, যত রকমের মদ আছে—কিছুই আর আমার বাদ নেই। যা বাবা, বোতল দেখছি খালি হয়ে গেল। সূর্যমুখী কোথায় গেল? এই যে সূর্যমুখী—

সূর্যমুখী। বলুন।

স্বরূপ। উ-হুঁ-হুঁ-হুঁ, বলুন নয়—বলুন নয়, এবার থেকে আমাকে বলবে—বল।

সূর্যমুখী। [হেসে] আচ্ছা, তাই বলব। বল কি বলছ?

স্বরূপ। দেখছ না বোতলটা শূন্য হয়ে গেছে, মদ দাও।

সূর্যমুখী। মদ তোমাকে আর আমি খেতে দেব না।

স্বরূপ। কিন্তু মদ ছাড়া আমার অস্তিত্ব কোথায়? মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবার এই ত একমাত্র পথ।

সূর্যমুখী। কিন্তু কেন তুমি নিজেকে এভাবে ধ্বংস করবে? কেন তুমি অকালে মৃত্যুবরণ করবে?

স্বরূপ। এ ছাড়া আমার পথ নেই। কেন এলি বুলবুলি, অসময়ে পথ ভুলি, বক্ষে জ্বলে চিতানলের শিখা। না, আর আমি ধৈর্য রাখতে পারছি না। মদ আমার চাই, মদ তোমায় দিতে হবে।

সূর্যমুখী। মদ তুমি পাবে না, আমি তোমায় মদ খেয়ে ধ্বংস হতে দেব না।

স্বরূপ। সূর্যমুখী!

সূর্যমুখী। কি, মারবে? মার, যত পার আঘাত কর। আঘাতে আঘাতে আমার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করে দাও, তবু মদ আমি কিছুতেই তোমায় খেতে দেব না।

স্বরূপ। দিতেই হবে মদ। থাক সমাজের আবর্জনার স্তূপে, অর্থ দিয়ে কিনেছি আমি নরকের কীট, স্বর্গীয় উপদেশ আমি চাই না। তোমার কাছে চাই নরকের পথে এগিয়ে যেতে, চাই মদ।

সূর্যমুখী। যদি না দিই, কি করবে?

স্বরূপ। তোমার ওই সুন্দর মুখে আঘাতের চিহ্ন এঁকে দিয়ে চলে যাব দূরে—বহু দূরে, ~~মৃত্যুর গহ্বরে।~~

সূর্যমুখী। মদই কি তোমার কাছে সব? দয়া, মায়া, অনুকম্পা, তোমার অন্তরে কিছুই নেই?

স্বরূপ। চুপ! মরুভূমিতে জলের প্রত্যাশা করা বৃথা। বার-

বিলাসিনী তুমি, কি বুঝবে তুমি অমৃতের স্বাদ? তোমরা খাও মদ, আর আমি খাই অমৃত। তাই খুঁজি তারে বারে-বারে।

সূর্যমুখী। কোথায় যাচ্ছ?

স্বরূপ। অমৃতের সন্ধানে।

সূর্যমুখী। [বাধা দিল] যেতে তুমি পাবে না।

স্বরূপ। যেতে আমাকে হবেই।

~~সূর্যমুখী। আমার অনুরোধটা রাখ। মদ আর খেও না।~~

স্বরূপ। একদিন মদের গ্লাস তুমিই আমার মুখে তুলে দিয়েছিলে সূর্যমুখী!

সূর্যমুখী। আমি ভুল করেছিলাম, তাই আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করব।

স্বরূপ। বাধা দিও না সূর্যমুখী, শূন্য বোতলটা এখনও আমার হাতে আছে দেখেছ?

সূর্যমুখী। তোমার আঘাত আমি মাথা পেতে নেব।

স্বরূপ। মরবে,—তবু ছাড়বে না!

সূর্যমুখী। না—না।

স্বরূপ। সূর্যমুখী! সরে যাও।

সূর্যমুখী। কিছুতেই না।

স্বরূপ। বটে! [সজোরে বোতল দিয়া মারিল] সূর্যমুখী আর্তনাদ করিল, পরে হাসিয়া রক্ত মুছিয়া ফেলিল]

সূর্যমুখী। কলঙ্কের ছাপ ত এঁকে দিলে। এইবার চল তোমায় ওই ঘরে শুইয়ে দিই।

স্বরূপ। একি করলুম! তোমার কপালে একি এঁকে দিলুম!

সূর্যমুখী। পাপের স্মৃতিচিহ্ন। অন্যায় তুমি করনি, অন্যায় তুমি

করতে পার না। ঘৃণিত জীবনের—ঘৃণিত রূপের ওপর তুমি দিয়েছ বিবেকের কশাঘাত। তাই আজ আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, দেবতার আঘাতে অবসান হয়ে যাক আমার এই ঘৃণিত জীবন।

স্বরূপ। সূর্যমুখী। তুমি আমায় খুব ভালবেসেছ, তাই না?

সূর্যমুখী। হ্যাঁ, ভাল তোমায় আমি বেসেছি; তবে তোমায় পাবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নয়, ভাল তোমায় বেসেছি তোমার ওই স্বর্গীয় প্রেমের পুজো করতে। দূর থেকে তোমার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আমার এই কলঙ্কিত জীবনের অবসান করতে।

স্বরূপ। ভুল করেছ তুমি সূর্যমুখী। জলন্ত আগুন থেকে বেরিয়ে এসে তুষের আগুনে ঝাঁপ দিয়েছ। আমি পুড়ে যাওয়া ছাই, আমি চিতার ভস্ম। কোন অস্তিত্বই নেই আমার। ধরিত্রী আমায় ডাকছে, আজ আমি পিঞ্জরহীন বনের বিহঙ্গ। [প্রস্থানোদ্যোগ]

সূর্যমুখী। একি, কোথায় যাচ্ছ?

স্বরূপ। যাচ্ছি আমি ঈশ্বরের মুক্তাঙ্গনে। যেথা নেই অভিনয়, আছে শুধু মধুর মিলন, আছে মৃত্যুরূপে মুক্তির সোপান।

সূর্যমুখী। তাই ত আজ সেজেছি যোগিনী। তাই ত আজ আমি ক্ষমার ভিখারিণী, তুমি দেবতা আর আমি নরকের আবর্জনা। তুমি আমায় ক্ষমা কর। প্রেম নয়, ভালবাসা নয়, চাই শুধু সেবার অধিকার—পুজো করার অধিকার।

স্বরূপ। না সূর্যমুখী, আজ আমি গৃহহারা, সর্বহারা, দিশেহারা পথিক। আমায় তুমি ক্ষমা কর দেবী, ভুলে যাও এ ক্ষণিকের মিলন।

সূর্যমুখী। স্বরূপ!

স্বরূপ। চুপ! নাগিনীরা চারদিকে ফেলিতেছে

বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির অমিয়বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।
বিদায়ের আগে তাই ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে সংগ্রামের তরে—
প্রস্তুত হতেছে যারা ঘরে ঘরে।

[প্রস্থান।

সূর্যমুখী। চলে গেলে তুমি! ভক্তি অর্ঘ্য দিয়েও তোমায় আমি ধরে রাখতে পারলুম না। ওগো পাষাণ, ওগো নিষ্ঠুর, চলেই যদি যাবে, তবে ক্ষণিকের তরে দেবতার রূপ নিয়ে কেন এসেছিলে তুমি এই ভাগ্যহীনা সূর্যমুখীর ঘরে? চলেই গেলে যখন, নিয়ে যাও এই সূর্যমুখীর ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। (প্রণাম করিল)

(কমলাকান্তের প্রবেশ)

কমলাকান্ত। কাকে এমন ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করা হচ্ছে গো সূর্যমুখী? বলি এই ভাগ্যবান পুরুষটি কে?

সূর্যমুখী। প্রণাম জানাচ্ছি আমার ইষ্ট গুরুদেবকে।

কমলাকান্ত। বেশ—বেশ, ভাল। কিন্তু সূর্যমুখীর এই কুঞ্জবনে এখন নিরামিষ ভাব কেন? বোতলের ছড়াছড়ি নেই, বেশভূষার নেই পরিপাটি। এসব লক্ষণ ত বেশ ভাল নয়।

সূর্যমুখী। আশা করি আপনার স্তুতিগান শেষ হয়েছে।

কমলাকান্ত। ওরে বাবা, একেবারে তুমি থেকে আপনি?

সূর্যমুখী। হ্যাঁ, তুমি বলা সূর্যমুখীর মৃত্যু হয়েছে, বেঁচে আছে এখন দেবতার অনুরাগী রাধা।

কমলাকান্ত। আর সেই দেবতাটি বুঝি ওই লম্পট স্বরূপ চাটুজ্যে?

সূর্যমুখী। চুপ করুন, লম্পট চিনতে সূর্যমুখীর বাকি নেই।

কমলাকান্ত। তা ত চিনবেই। বাজারের নটী তুমি, কত লোকের আনাগোনা—

সূর্যমুখী। চুপ! আমরা বাজারের নটী, কিন্তু এই নটীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে আপনাদের মত ভদ্রবেশধারী শয়তানের দল। কত কুলবধূর সর্বনাশ করেছেন আপনারা, কত অসহায় নারীকে টেনে নামিয়েছেন পঙ্কিল আবর্জনার স্তূপে, কত দেবতার মত শিশুকে নরকের ঘানিতে জুড়ে করেছেন তাকে জীবন্ত শয়তান।

কমলাকান্ত। স্পর্ধার সীমা তুমি ছাড়িয়ে যাচ্ছ সূর্যমুখী, ভদ্র-ভাবে কথা বলবার চেষ্টা কর।

সূর্যমুখী। বেশ, ভদ্রভাবেই বলছি। সূর্যমুখীর প্রেমের দোকান আজ বন্ধ হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে তার নটীর হাট। বিশ্বসংসারে আজ সে রিক্ত—নিঃস্ব। কমলাকান্তবাবু! জীবনে বহু পাপ করেছি আমি, তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে দেবতার দ্বারে মিনতি জানাব, মনের গ্লানি দূরীভূত করতে গেয়ে বেড়াব মীরার ভজন; আর আত্মশুদ্ধি করতে উত্তরার মত খুঁজে বেড়াব আমার ইষ্টগুরু অভিমন্যুকে।

[প্রস্থান।

কমলাকান্ত। ঠিক আছে। আমারও নাম কমলাকান্ত চৌধুরী। তোমার অভিমন্যুকে পিষে মারবার আগে চাই বনকি চিড়িয়া রাধা। আমার একদিক গেলেও চারদিক আছে। ভিখুয়া—

[সেলাম ভিখুয়ার প্রবেশ।

ভিখুয়া। ডাকতে হয় না, মালিকের আজ্ঞার জন্য ভিখুয়া প্রস্তুত আছে হুজুর—

কমলাকান্ত। কি রে, এই সকাল বেলাতেই মদ খেয়েছিস?

ভিখুয়া। আমাদের—মানে, গুণ্ডা-খুনীদের ওসব সকাল-বিকাল নেই মালিক। পেলেই গলায় ঢেলে দিই। তবে মাত্রাটা হয়ত একটু কম-বেশী হয়ে যায়; আজ একটু বেশীই হয়ে গেছে।

কমলাকান্ত। ~~আর ...~~ কিরে সব ঠিক আছে তো?

ভিখুয়া। ~~...~~ কাল রাতে ~~সব~~ রাস্তা-ঘাট দেখে এসেছি। আজ রাতেই বুড়োটাকে খতম করে দেব।

কমলাকান্ত। কিন্তু খুব সাবধান।

ভিখুয়া। ভিখুয়া সাবধান হয়েই কাজ করে ~~হুজুর~~ মালিক। কিন্তু আর একটু চড়িয়ে দিতে হবে ~~মালিক~~। লাশ সরাতে লোকজন দু-একটা লাগবে ত!

কমলাকান্ত। বেশ, কত চাস?

ভিখুয়া। বেশী নয়, আর ~~একশো~~ পাঁচশো দিয়ে দিন।

কমলাকান্ত। এই নে। [ভিখুয়াকে টাকা দিল] তাহলে আজ রাতেই—

ভিখুয়া। বুড়োর খেল খতম। হ্যাঁ, লাশটা কোথায় ফেলব মালিক?

কমলাকান্ত। যেখানে সুবিধা বুঝবি।

ভিখুয়া। নদীতে ফেলে দেব ~~হুজুর~~?

কমলাকান্ত। না, তাতে বিপদ আছে।

ভিখুয়া। তবে?

কমলাকান্ত। হেঁদোর মাঠে গর্ত করে পুঁতে ফেলবি। কিন্তু কেউ যদি—

ভিখুয়া। কোন ভয় নেই মালিক। ভিখুয়ার হাতের এই ছুরিতে বিদ্যুৎ

খেলে। কেউ দেখবার সাথে সাথে তারভি কলিজাটা ফাঁক হয়ে যাবে। আচ্ছা, চলি মালিক। সেলাম—

[প্রস্থান।

কমলাকান্ত। ~~হা-হা-হা~~। এইবার রতন চাটুজ্যে মরবে। রাধা আসবে আমার ঘরে। তারপর বাঈজী সূর্যমুখী—তোমার পালা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[দিগম্বরের বাড়ি।

ক্রুদ্ধভাবে দিগম্বরের প্রবেশ।

দিগম্বর। ক্যাবলা! ওরে ও ক্যাবলা! আরে এই হারামজাদা! ~~বলি মড়াটা গেল কোথায়? বলি জলদি আও, শীগগির আও, ইধার আও।~~

কাটারী হাতে ক্যাবলার প্রবেশ।

ক্যাবলা। বলি বাড়ি ঢুকেই অমন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন?

দিগম্বর। বলছি। তা অমন অস্ত্রহাতে কেন? মুখে মুখে যুদ্ধ হয় হোক, কিন্তু ওই প্রাণঘাতী অস্ত্র নিয়ে নয়। দেখছিস না, আমি নিরস্ত্র? লিয়াও, জলদি লিয়াও, আভি লিয়াও।

ক্যাবলা। কি আনব তাই বলবে ত।

দিগম্বর। কাঁচি।

ক্যাবলা। কাঁচি! কাঁচি কি হবে?

দিগম্বর। এখুনি ছেদন করব।

ক্যাবলা। কি ছেদন করবে বাবা?

দিগম্বর। এই টিকি। পাড়ার ছোঁড়াগুলো বলে কিনা—এরিয়াল, মানে রেডিওর তার।

ক্যাবলা। ও, হাঃ-হাঃ-হাঃ, তাই বল। আমি মনে করেছিলুম অন্য কিছু।

দিগম্বর। বলি কথাটা তোর গায়ে লাগল না? আচ্ছা, আমারও নাম দিগম্বর চাটুজ্যে। এবার একবার এরিয়াল বললে হয়, ইট নিয়ে তাড়া করব—মাথা ফাটিয়ে বাপের নাম ভুলিয়ে দেব, হ্যাঁ।

ক্যাবলা। বলি, এদিকের ব্যাপার কিছু শুনেছ বাবা?

দিগম্বর। ওসব বাজে কথা শোনবার সময় নেই। কে কার চরকায় তেল দেয় তার ঠিক নেই। যা, চট করে তেল-গামছাটা নিয়ে আয়, একটা ডুব দিয়ে আসি।

ক্যাবলা। আহা, কথাটা শোনই না। দূর-সম্পর্কে আত্মীয় ত বটে। আ-হায়-হায়, মেয়েটার মুখের দিকে তাকানো যায় না। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। উদাসভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন লক্ষ্মীপিতিমে।

দিগম্বর। তা হলটা কি তোর? তুই কেঁদে মরছিস কেন?

ক্যাবলা। বা-রে, কাঁদব না? অমন সোমত্ত মেয়ের এমন একটা সর্বনাশ হয়ে গেল! তুমিই বল না, চোখে জল না এসে কি থাকতে পারে?

দিগম্বর। বলি মেয়েটাই বা কে? আর তার হলটাই বা কি?

ক্যাবলা। রতনপুরের সেই দীনু বাঁড়ুজ্যে, তার মেয়ে রাধা গো রাধা।

দিগম্বর। তা ত বুঝলুম। কিন্তু হয়েছেটা কি?

ক্যাবলা। বিধবা।

দিগম্বর। তা তুমি না হয় তার সিঁথিতে একটানা সিঁদুর চড়িয়ে দিয়ে সধবা করে নাও সোনার চাঁদ।

কমলাকান্ত। [নেপথ্যে] দিগম্বর বাড়িতে আছ? দিগম্বর—

ক্যাবলা। [মাথায় ঘোমটা দিল] কে, কে ডাকছে বাবা?

দিগম্বর। তোমার ভাসুর। যাও, চট করে গোয়ালের দিকে সরে পড়। বোধহয় পুলিশ এসেছে। সরে পড়, সরে পড়। আজকাল ছোড়া চ্যাংড়া দেখলেই পুলিশে ধরছে।

কমলাকান্ত। [নেপথ্যে] দিগম্বর আছ নাকি?

ক্যাবলা। ওরে বাপরে!

[প্রস্থান।

কমলাকান্তের প্রবেশ।

দিগম্বর। ওদিকে নয় হুজুর, ওদিকে নয়। দিগম্বর এদিকে ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কমলাকান্ত। না—না। মানে বলছিলুম, তোমার স্ত্রী—

দিগম্বর। আজ্ঞে, পাঁচজনের চোখে ছাই দিয়ে—থুড়ি, মানে মুখে ছাই দিয়ে আমার অর্ধাঙ্গিনী এগারটি ছাগল বাচ্ছা বিইয়ে বহাল-তবিয়তে বিরাজ করছে।

কমলাকান্ত। আমি দেখছি তোমার স্ত্রী আশেপাশে আছে কিনা। আমার একটা গোপন কথা আছে কিনা!

দিগম্বর। গিন্নি আমার গোপন কথা আমার চেয়েও বেশী হজম করে হুজুর।

কমলাকান্ত। বেশ—বেশ, তা আছ কেমন?

দিগম্বর। আজ্ঞে, গিন্নির আঁচল ঢাকা দিয়ে মন্দ কাটছে না। তবে এদিকে শালার টিকির জন্য রাস্তায় চলা দায়। বাড়িতে এলেই একেবারে এগার রকম ভেঁপুর আওয়াজ। তার ওপর—

কমলাকান্ত। কি?

দিগম্বর। বাড়িতে ভীষণ ষাঁড়ের উৎপাত হুজুর। দিনরাত লাঠি নিয়ে সজাগ হয়ে বসে থাকতে হয়।

কমলাকান্ত। তাই নাকি? তাদের ধরে খোঁয়াড়ে দিয়ে দাও।

দিগম্বর। খোঁয়াড়ে দিলেও যে লোকসান হুজুর।

কমলাকান্ত। কি রকম?

দিগম্বর। টাকাটা, সিকেটা, ফল-পাকুড়টা—মাঝে মাঝে দু-একটা রুই-কাতলাও উঠোনে কুড়িয়ে পাই হুজুর।

কমলাকান্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ, তাহলে তুমি ত দেখছি খুব ভাগ্যবান হে। মানে, স্ত্রীভাগ্যে ধন আর কি?

দিগম্বর। আজ্ঞে, তা যা বলেছেন। যাক, এইবার হুজুরের আগমনের কারণটা জানতে পারি কি?

কমলাকান্ত। আশাকরি আমার সেদিনের কথাটা তুমি ভুলে যাওনি। কথাবার্তা ত এক রকম তোমার সঙ্গে আমার পাকা হয়ে আছে। এই নাও হাজার টাকা, কাজ হাসিল হলে পরে আরও করকরে দুটি হাজার। কেমন, খুশী?

দিগম্বর। কি যে বলেন হুজুর! এই দিগম্বর চাটুজ্যে যে-কাজে হাত দেয়, তা কি হাসিল না হয়ে উপায় আছে?

কমলাকান্ত। কিন্তু হুঁশিয়ার! ঘুণাক্ষরে কেউ যেন সন্দেহ না করে যে—

দিগম্বর। রাধাকে লোক দিয়ে আপনিই চুরি করেছেন, এই ত?

কমলাকান্ত। তুমি ত সব জান দিগম্বর। যে—

দিগম্বর। শুধু এই গাঁয়েই নয়, আরও দশ-বিশখানা গাঁয়ের লোক জানে যে, আপনার মত অমন পরোপকারী সাধুলোক অত্যন্ত বিরল। কিন্তু একটা কথা ভাবছি হুজুর!

কমলাকান্ত। কি কথা?

দিগম্বর। রাধা যদি আমার কথায় বিশ্বাস না করে? তাছাড়া ওই গুণ্ডাটা যদি—

কমলাকান্ত। কোন ভয় নেই। সূর্যমুখীর বাড়ি থেকে স্বরূপ উধাও হয়ে গেছে। শ্রীকান্ত ছুটেছে তার সন্ধানে।

দিগম্বর। বাঃ বাঃ-বাঃ, একেবারে সোনায় সোহাগা।

কমলাকান্ত। আজই সন্ধ্যার সময় তুমি রাধাকে গিয়ে বলবে যে, তোমার মা মৃত্যুশয্যায়। দীননাথ গাড়ি পাঠিয়েছে তোমায় নিয়ে যেতে। দূর-সম্পর্কের হলেও তুমি আত্মীয়, তোমায় সে অবিশ্বাস করবে না।

দিগম্বর। তারপর হুজুর?

কমলাকান্ত। গাড়িতে তুলেই একটু ঘোরাপথে নিয়ে যাবে— কাশবনে ওই নদীর ধারে।

দিগম্বর। সঙ্গে সঙ্গে একদল ডাকাতের হবে আবির্ভাব। দিগম্বর চাটুজ্যের পতন ও মূর্চ্ছা, ডাকাত কর্তৃক রাধাহরণ। কিন্তু মেয়েটাকে কোথায় রাখবেন হুজুর?

কমলাকান্ত। তা দেখবার তোমার দরকার নেই, তোমার চাই ~~—~~। টাকা, আমার চাই রাধা।

[প্রস্থান।

দিগম্বর। ফুলছে—ফুলছে। পেট ফুলছে, বুক ফুলছে, মুখ ফুলছে। ওরে বাবা, একেবারে করকরে পাঁচ হাজার টাকা! [মার্চ] ঘাস বিচালী—ঘাস বিচালী। ডান-বাম, ডান-বাম, লেফটো-রাইটো, লেফটো-~~রাইটো, হিপ্-হিপ্-হুররে~~ !

ক্যাবলার পুনঃ প্রবেশ।

ক্যাবলা। ওরকম থুড়িলাফ খাচ্ছ কেন বাবা?

দিগম্বর। হল্ট।

ক্যাবলা। কি হল? লাফাচ্ছ কেন বাবা?

দিগম্বর। কিছু নয় বাপধন। যতখানি আনন্দের বিষ মাথায় উঠেছিল, তোমার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মাথার বিষ একেবারে পা ফেটে বেরিয়ে গেল।

ক্যাবলা। বটে! বলি হ্যাঁ বাবা, সত্যি কথা দু'একটা বলবে?

দিগম্বর। তোর কাছে কোনদিন মিথ্যে বৈ সত্যি বলেছি নাকি?

ক্যাবলা। কি বললে?

দিগম্বর। এই মরেছে! দেখছিস ক্যাবলা, তোর ওই কাটারীর ভয়ে সব উল্টো হয়ে গেছে।

ক্যাবলা। সত্যি না বললে আজ কিন্তু তোমার রেহাই নেই। ওই বড়লোক শালা কেন এখানে এসেছিল? আর কিসেরই বা এত ফুস্থুর ফাস্থুর হচ্ছিল শুনি?

দিগম্বর। ওসব বৈষয়িক ব্যাপার, তুই বুঝবি না ক্যাবলা।

ক্যাবলা। বুঝব না?

দিগম্বর। না।

ক্যাবলা। [পকেট চাপিয়া ধরিয়া] এটা কি?

দিগম্বর। আ—লাগে, লাগে যে—

ক্যাবলা। কোথায়?

দিগম্বর। ফোঁড়ায়।

ক্যাবলা। পকেটের ভেতর ফোঁড়া! [বাহির করিয়া] এটা কি?

দিগম্বর। টাকা।

ক্যাবলা। এই সাত সকালে পকেটে এত টাকা কোথা থেকে এল বলি কার সর্বনাশ করতে চলেছ তুমি?

দিগম্বর। সর্বনাশ করতে যাব কেন বাবা? [স্বগত] মরেছে, এখন কি বলি?

ক্যাবলা। চুপ করলে কেন? জবাব দাও।

দিগম্বর। দিচ্ছি—দিচ্ছি। আসল কথাটা কি জানিস?

ক্যাবলা। সাবধান! আমায় চেন না ত। যদি মিথ্যে হয়—

দিগম্বর। রাধামাধব—রাধামাধব! তোকে চেনে না যে, মাতৃগর্ভে আছে সে। তোদের বলতে ভুলে গেছলুম। পূবপাড়ের ওই ডোবাসুদ্ধ ভিটেটা বেকার পড়ে আছে, তাই ওটাকে ওই কমলবাবুর এক বন্ধুকে বেচে দিলুম। তারই বায়নার টাকাটা আজ দিয়ে গেল।

ক্যাবলা। ঠিক বলছ?

দিগম্বর। একেবারে নির্ভেজাল সত্য।

ক্যাবলা। মিথ্যে নয় ত?

দিগম্বর। মাইরি বাবা, এই চোখ ছুঁয়ে বলছি—

ক্যাবলা। [হাসিয়া] তবে আমি চললুম।

দিগম্বর। এই মরেছে! কোথায় চললি?

ক্যাবলা। পান্না স্যাকরার দোকানে। বাঁহাতের বিছে কবচ, পাঁচ আঙুলের পাঁচটা আংটি। গলার হার আর—

দিগম্বর। আর কি?

ক্যাবলা। [সুরে] হাতের হাতঘড়ি—

[প্রস্থান]

দিগম্বর। ওরে বাপ রে। [সুরে] আমার যে ভাঙল পাঁজর।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

অমর ডাক্তারের সদর ঘর।

অমরের প্রবেশ।

অমর। না—না—না, অসহ্য—অসহ্য! সময় নেই—অসময় নেই, দিনরাত সিনেমা, থিয়েটার, মদের দোকান, পুরুষ-বন্ধুদের নিয়ে মাতামাতি, হৈ-হল্লা। বিদেশী আভিজাত্যের চরম নিদর্শন এই সেই নারী, যার জন্য মুছে গেছে পিতামাতার স্নেহের বেষ্টনী। না, আর নয়, আজই এর একটা হেস্তনেস্ত আমায় করতেই হবে। বেরিয়েছে সকালে, সন্ধ্যে হয়ে এল, এখনও ফেরবার নাম নেই! ওকে আমি—

ওয়ার্ডপিয়নের প্রবেশ।

পিয়ন। আসতে পারি স্যার?

অমর। [দেখিয়া] এস।

পিয়ন। একটা জরুরী কেস আছে স্যার। [খাতা দিল]

অমর। [সহি করিল] অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যেতে বল। হ্যা—শোন, আজ সকালে এই ফ্ল্যাটের চাবিটা তুমিই আমার হাতে দিয়েছিলে না?

পিয়ন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

অমর। তোমার হাতে চাবিটা দিয়েছিল কে? ঝি?

পিয়ন। আজ্ঞে না স্যার, মেমসাহেব নিজেই গাড়ি থেকে নেমে আমার হাতে দিয়ে গেলেন।

অমর। গাড়ি! কি গাড়ি? মানে ট্যাক্সি?

পিয়ন। না স্যার, ডাক্তার রায়ের গাড়ি থেকে।

অমর। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, যাও। [পিয়নের প্রস্থান।] ওঃ মিলি, অসহ্য, ইন্‌টলারেবল্। মিলি, আজ কোন অজুহাত দিয়েই তুমি আমাকে বোঝাতে পারবে না। টুডে ইজ ইওর লাষ্ট ডে। আজ তোমাকে চরম কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

[প্রস্থান।

মিলির প্রবেশ।

মিলি। আশ্চর্য! এ দেশের এই কুলিগুলো কোনদিনই দেখছি মানুষ হবে না। এক মিনিটের কাজ শূয়োরগুলো এক ঘণ্টায় করবে। আরে এই উল্লু, জলদি আও। হারি আপ, কুইক, জলদি!

একটি সুটকেশ মাথায় নিবারণের প্রবেশ।

মিলি। এই জানোয়ারকি বাচ্ছা! জলদি চলনে নেহি সেকতে?

নিবারণ। গালাগালিটা পরে দিও মেমসাহেব, আগে তাড়াতাড়ি

আমায় বিদেয় করে দাও। আবার আমায় ছুটতে হবে, আবার আমায় মোটের সন্ধান করতে হবে। কাল থেকে মোটে তিনটে টাকা পেয়েছি। আরও চারটে টাকা আমায় রোজগার করতেই হবে। নইলে ত বৌমার চিকিচ্ছেই হবে না।

মিলি। হাউ মাচ, কত দিতে হবে?

নিবারণ। যা তোমার দয়া।

মিলি। সামনে ট্যাক্সি থেকে মাল এনেছিস, ম্যাক্সিমাম পঞ্চাশ থেকে সত্তর পয়সা পেতে পারিস। এই, আর একটা কাজ পারবি?

নিবারণ। খুব পারব—খুব পারব, পয়সার জন্য যে যা বলবে তাই করব। বল মেমসাহেব, আমায় কি করতে হবে?

মিলি। জুতোটায় ভীষণ ধুলো লেগেছে। যদি সাফ করে দিতে পারিস ত পুরোপুরি এক টাকাই পাবি।

নিবারণ। জুতো পালিশ! [স্বগত] কি রে নিবারণ? চমকে উঠলি কেন? ভুলে যাসনি যেন অসহায় দুটি প্রাণীর কথা। [প্রকাশ্যে] হ্যাঁ—হ্যাঁ, খুব পারব, ওদের জন্য আজ আমি সব কিছুই পারব।

মিলি। তুলে নে, তোর ওই ডার্টি গামছাটা দিয়ে বেশ ভাল করে পরিষ্কার কর। [চেয়ারে বসে পা বাড়ায়, নিবারণ মুছিতে থাকে] আরে এই কুলি, তোকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে! কি রে, উত্তর দিচ্ছিস না যে?

নিবারণ। হ্যাঁ। আমায় তুমি দেখেছ মেমসাহেব।

মিলি। কোথায়?

নিবারণ। যেদিন ওই ডাক্তারবাবু বিলেত থেকে ফিরে আসে, সেই জাহাজ-ঘাটে।

মিলি। হাউ ফানি! ডাক্তারবাবুর বাড়ির পেয়ারের চাকর অ জ মোট বইছে!

নিবারণ। হ্যাঁ, মোট বইছে। আর কেন বইছে জান মেম-সাহেব?

মিলি। কেন?

নিবারণ। পুত্র করেছে বেইমানি। কিন্তু আমি চাকর হয়ে তা করতে পারিনি বলে।

মিলি। গেট আউট। বেরিয়ে যাও। আর এই নাও। [একটা টাকা দিল]

নিবারণ। চিনেই যখন ফেলেছ, তখন একটা কথা জিজ্ঞেস করব, দয়া করে বলবে মেমসাহেব?

মিলি। কোন কথা নয়, বেরিয়ে যাও।

নিবারণ। যাচ্ছি—যাচ্ছি, দয়া করে বল না, কোথায় গেলে অন্তত একটিবার ডাক্তারবাবুর দেখা পাব?

মিলি। দেখা তুমি পাবে না। আর কোনদিন দেখা করবার চেষ্টাও করো না। আর শোন, ডাক্তারবাবুর হুকুম—

নিবারণ। কি?

মিলি। তুমি বা তোমার যে কেউ এলে, ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবার।

অমরের প্রবেশ।

অমর। না, যেও না, দাঁড়াও।

মিলি। গলার আওয়াজটা যেন কেমন লাগছে ডক্টর?

অমর। হ্যাঁ। আমার ধৈর্যবীণার তারটা আজ ছিঁড়ে গেছে মিলি। তাই সহজ সুরটা আজ অন্য সুরে বাজছে। নিবারণ কাকা—

নিবারণ। কি বললি? কাকা! না—না, কাকা বলে আর বাপ-কাকার নামের তুই অমর্যাদা করিসনি।

অমর। জানি কাকা, আমি যা করেছি, তার কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। তবুও দয়া করে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?

নিবারণ। আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই। তবু তাড়াতাড়ি বল কি জানতে চাইছিস তুই?

অমর। মা—মা—আমার মা,—

নিবারণ। [একটু থামিয়া] তোর মায়ের কথা জানতে চাইছিস? শুনবি, খুব আনন্দ পাবি, কিন্তু, পুত্রশোকে সে উন্মাদিনী। গলার স্বর বুজে এসেছে। না খেতে পেয়ে ধুঁকছে। সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বিনা চিকিচ্ছেতেই ধীরে ধীরে মরণের পথে এগিয়ে চলেছে।

অমর। [চোখে জল] আর বাবা?

নিবারণ। পাষাণ হয়ে গেছে।

অমর। শশী কাকা?

নিবারণ। চোট খেয়ে বিছানা নিয়েছে। শুনলি ত আনন্দ-সংবাদ? এইবার আমায় যেতে দে। আমাকে মোটের সন্ধান করতে হবে। কাল থেকে তিন টাকা রোজগার হয়েছে, আর এখন পেলাম এক; আরও তিনটে টাকা চাই, নইলে চিকিচ্ছে হবে না—ডাক্তার আসবে না। যাই, আমি যাই।

অমর। একটু দাঁড়াও কাকা। যাবার সময় অনুগ্রহ করে বলে যাও, কেন তুমি এসেছিলে, আর এই একটি টাকাই বা তোমায় কে দিয়েছে?

নিবারণ। ওই মেমসাহেব। মোট বয়ে পেয়েছি সত্তর পয়সা। আর জুতো পালিশ করে পেয়েছি তিরিশ, মোট এক টাকা।

অমর। ওঃ, জুতো পালিশ করে টাকা নিয়েছ?

নিবারণ। হ্যাঁ, নিয়েছি। আর কেন নিয়েছি জানিস?

অমর। কেন?

নিবারণ। এক বিলেত ফেরত ডাক্তারের মায়ের চিকিৎসা করার বলে।

অমর। আঃ, নিবারণ কাকা, আমার অনুরোধ, [টাকা বাহির করিয়া] দয়া করে এটা নাও। না বলো না কাকা!

নিবারণ। তুই কাকে ভিক্ষে দিচ্ছিস খোকা? তোর মাকে? তোর বাবাকে? না-না, এ ভিক্ষে আমি কিছুতেই নিতে পারব না। রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করব, তবু তোর দয়ার দান আমি কিছুতেই নিতে পারব না।

অমর। আমার অনুরোধ কাকা, দয়া করে এটা নাও।

নিবারণ। [টাকা হাতে নেয়, চোখে জল পড়ে। এক হাতে অমরের টাকা, অন্য হাতে ভিক্ষের টাকা] তোর টাকা! খোকার টাকা? এই দেখ, তোর টাকা করছে ব্যঙ্গ, আর ভিক্ষের টাকা করছে মিনতি; তোর টাকা হাসছে, আর ভিক্ষের টাকা কাঁদছে। তোর টাকায় ওষুধ কিনে বাড়ি পৌঁছুবার আগেই হয়ত সে মরে যাবে, আর এই টাকায় ওষুধ কিনলে—

অমর। কাকা—

নিবারণ। না—না, এ আমি পারব না, বিলেত ফেরত ডাক্তার-ছেলের ভিক্ষে নিয়ে তার মায়ের চিকিচ্ছে করতে আমি পারব না রে, পারব না—

[প্রস্থান।

মিলি। ~~বাঃ, সুন্দর~~! নাটকটা মন্দ জমল না ত! [প্রস্থানোদ্যতা]

অমর। দাঁড়াও।

মিলি। আই অ্যাম টু টায়ার্ড ডক্টর, যদি কিছু বলার থাকে, পরে বলো।

অমর। না, বোঝাপড়াটা আমি এখুনি শেষ করে নিতে চাই।

মিলি। কিসের বোঝাপড়া?

অমর। বেরিয়েছ সেই সকালে, এলে সন্ধ্যেবেলা। এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?

মিলি। আই সি, সন্দেহ?

অমর। আমার কথার জবাব দাও।

মিলি। অক্সফোর্ডে পড়া মিলি তার আভিজাত্যকে ক্ষুণ্ণ করে কারও কাছে কোন কৈফিয়ৎ দেয় না।

অমর। কৈফিয়ৎ তোমায় দিতেই হবে।

মিলি। জোর নাকি?

অমর। ইয়েস, জোরই আজ করব। বল, কার সঙ্গে কোথায় গিয়েছিলে?

মিলি। গিয়েছিলাম বারে—ডক্টর রায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। এর বেশী বলবার মত মানসিক ও শারীরিক অবস্থা আমার নেই। যেতে দাও।

অমর। ~~[illegible]~~, আমি জানতে চাই, এই ঘৃণ্য জীবনকে পরিবর্তন করে আদর্শ নারীরূপে জীবন যাপন করতে পারবে কি না!

মিলি। তুমি কি বলতে চাও, মিলি শিক্ষিতা নারী হয়ে, নিজের সমস্ত সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে ঘোমটা টেনে ঘরের কোণে বসে থাকবে?

অমর। তা যদি তুমি পারতে, তবে সত্যই হত তোমার শিক্ষা, তোমার নারীজন্ম সার্থক। বাংলার নারীর আসল রূপ তুমি দেখনি,

ঘোমটা টানা বাংলার বধূ আর তোমাদের মত মেকি রূপসীকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিলে ওই বাংলার বধূকে মা বলে ডাকতে ইচ্ছে করবে, আর তোমাদের দেখলে হবে ঘৃণা।

মিলি। ভুলে যেও না তুমি ডক্টর, শিক্ষিতা মেয়েদের তুমি অপমান করছ।

অমর। আর তুমিও ভুলে যেও না মিলি যে, নিজের এই জঘন্য আচরণ দিয়ে শিক্ষিতা নারীর মুখে এঁকে দিচ্ছ কলঙ্কের ছাপ।

মিলি। আসলে রাগটা তোমার কোথায় তা আমি জানি।

অমর। জানাই উচিত। ভুল—ভুল, মহাভুল করেছি আমি। তোমার মেকি রূপে মুগ্ধ হয়ে ভুলে গেছি এই সোনার বাংলাকে, ভুলে গেছি আমার স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমিকে। সর্বোপরি হারিয়েছি আমার মনুষ্যত্ব—আমার বিবেক।

মিলি। ডক্টর!

অমর। শোন মিলি, যদি পার এই বাংলার মাটিকে মা বলে সম্বোধন করতে, যদি পার বাংলার নারীর স্বর্গীয় অভিজাত্যকে বরণ করে নিতে, যদি পার আমার আদর্শ স্ত্রী হতে, তবেই গ্রহণ করো তুমি বাংলার বায়ু, বাংলার জল। আর তা যদি না পার—

মিলি। তা যদি না পারি?

অমর। যত শীঘ্র পার ভারতের এই পবিত্র মাটিকে পরিত্যাগ করে তোমার বিলেতে গিয়ে ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসিয়ে দাও গে।

মিলি। আর তুমি?

অমর। ছুটে যাব আমি রতনপুরে। এই বিলিতি মুখোসটাকে

ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী পিতামাতার দুটি পায়ে ধরে চাইব ক্ষমা। বলব, আমি তোমাদের সন্তান, তোমরা আমায় ক্ষমা কর!

[প্রস্থান ।

মিলি। ডক্টর—ডক্টর! চলে গেল, পৃথিবীর আলোর সুইচটা অফ করে দিয়ে চলে গেল। সারা পৃথিবীটা আমার চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে গেল। এখন কে বড়? অক্সফোর্ডের শিক্ষা, না নারীর আভিজাত্য? লণ্ডন, না এই বাংলা? এখন আমি কি করব?

[প্রস্থান ।

———

চতুর্থ দৃশ্য ।

রাধার বাড়ির সম্মুখ।

[অতি সন্তর্পণে ভিখুয়া ও দিগম্বরের প্রবেশ ।

দিগম্বর। এই হুশিয়ার, খুব সাবধানে।

ভিখুয়া। কিছু বলতে হবে না ঠাকুর। এই বাড়িতে এই সেদিন হামলা করে গেছি। রাস্তাঘাট সোব হামার জানা আছে।

দিগম্বর। আর একটু অন্ধকার হলেই কাজ সারতে হবে।

ভিখুয়া। মেয়েটা এখন কোথায় আছে ঠাকুর? চলেন না, কাজটা এখুনি সেরে দিই! এইসব ভাল কাজে কি দেরী করতে আছে!

দিগম্বর। এসব গা-জোয়ারীর কাজ নয়, বুঝলি? এ কাজে অনেক ঝুঁকি আছে। তা ছাড়া রাধা যে এখন বাড়ি নেই।

ভিখুয়া। কোথায় গেছে এই ভর সন্ধ্যেবেলা?

দিগম্বর। আসবার সময় দেখে এলাম সে ত ওই পুকুর-ঘাটে।

ভিখুয়া। ~~বহুত আচ্ছা,~~ এই ত সুবিস্তা আছে ঠাকুর। পুকুরঘাট থেকেই ছুঁড়িটাকে মুখ বেঁধে—

দিগম্বর। চুপ। [দেখিয়া] তাই ভাল, ওটা গরু। আমি ভেবেছিলাম বুঝি কোন মানুষ—

ভিখুয়া। আর দেরী নয়। চলেন ঠাকুর, এখনই কাজ হাসিল করে দিই।

দিগম্বর। না, পুকুরের দিকে গেলেই সব ভেস্তে যাবে।

ভিখুয়া। কেন? জায়গাটা ত বিলকুল ফাঁকা।

দিগম্বর। কিন্তু চেড়িয় দল আছে যে, শীতে ত আর একলা নেই। চেঁচামেচি করে লোক জড় করে ফেললে বুকের পাঁজর আর পিঠের চামড়া কিছুই থাকবে না, বুঝলি?

ভিখুয়া। তবে আমি এখন কি করব বলেন?

দিগম্বর। আপাতত এদিকে-ওদিকে গা ঢাকা দিয়ে থাক, আমার ইশারা পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বি।

ভিখুয়া। ঠিক আছে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

দিগম্বর। আর শোন।

ভিখুয়া। বলেন।

দিগম্বর। গাড়িটা কোথায় রেখেছিস?

ভিখুয়া। ওই রাস্তার ধারে।

দিগম্বর। সর্বনাশ, কেউ সন্দেহ করবে না ত?

ভিখুয়া। ধানের বস্তা সাজানো গাড়ি, কোন্ শালা সন্দেহ করবে?

দিগম্বর। শ্রীকান্ত বাড়ি নেই ত? ভাল করে খবরটা নিয়েছিলি? এলে কিন্তু ধড়টা রেখে মাথাটা পাঠিয়ে দেবে।

ভিখুয়া। হাঁ—হাঁ, খোবর লিয়েছি বাড়ি নেই।

দিগম্বর। চটপট গা ঢাকা দে। আসছে।

ভিখুয়া। ঠিক আছে! ইসারায় আওয়াজটা ঠিকমত করবেন কিন্তু।

[উভয়ের প্রস্থান।

রাধার প্রবেশ।

[জ্বলন্ত প্রদীপ রাখে, শাঁখ বাজায় ও প্রণাম করে।]

রাধা। ঠাকুর, হে নারায়ণ, লোকে বলে তুমি নাকি দয়ার সাগর, তুমি নাকি করুণাময়, তবে আমার প্রতি কেন এতই নিষ্ঠুর? আমাকে কি তোমার ওই অফুরন্ত করুণার এক কণাও তুমি দিতে পার না দয়াময়? ~~বল নিঠুর, উত্তর দাও~~। বে?

দিগম্বরের প্রবেশ।

দিগম্বর। কই মা যশোমতী কই গো, মা যশোমতী!

রাধা। কে? ও, দিগম্বর কাকা!

দিগম্বর। হ্যাঁ গো জননী। তোমার সেই দিগম্বর কাকা

রাধা। তা হঠাৎ আপনি এই সন্ধ্যেবেলায়—

দিগম্বর। ওই দেখ, শোন মেয়ের কথা! মায়ের কাছে ছেলে আসবে দেখা করতে, তার আবার সময় অসময় আছে নাকি?

রাধা। ঘরপোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় করে কাকা।

দিগম্বর। তা ত বটেই—তা ত বটেই। এই ত সেদিন একটা অঘটন ঘটে গেল। তোমার এ দশা দেখলে পাষাণেরও চোখ ফেটে জল আসে মা। যাক, এখন কেমন আছ মা-জননী?

রাধা। না মরে বেঁচে আছি কাকা। আত্মীয়-স্বজনহীন এই অভিশপ্ত পুরীতে আমার আপন বলতে আজ আর কেউ নেই।

দিগম্বর। কাঁদিস না মা, কাঁদিস না! এ সবই তোর অদৃষ্ট। তা হ্যাঁ রে মা, এখানে তোকে দেখাশুনা করে কে? এই বয়সে একলা থাকিস—

রাধা। থাকি ভগবানের ওপর নির্ভর করে। আর দেখাশুনা করে এই পাড়ারই একটা বিধবা বৌ।

দিগম্বর। বেশ—বেশ। তা মা, সেই বিধবা বৌটি এখন কোথায়?

রাধা। পাশের ঘরেই আছে। এই দশা হবার পর থেকেই সে-ই সব কাজকর্ম করে দেয়। আপনি একটু বসুন কাকা। আমি চট করে কিছু জলখাবার নিয়ে আসি।

দিগম্বর। না—না, এখন আর জল খাবার সময় নেই, আমি যে গাড়ি নিয়ে এসেছি।

রাধা। গাড়ি! গাড়ি কিসের জন্য?

দিগম্বর। তোকে নিয়ে যেতে মা।

রাধা। আমাকে নিয়ে যেতে! কোথায়?

দিগম্বর। তুই বুঝি কিছুই জানিস না মা? তা জানবিই বা কি করে বল! তুই ত তোর নিজের শোকেই মরে আছিস।

রাধা। কি হয়েছে কাকা? শীগগির বল। আমার মা-বাবা সবাই ভাল আছেন ত?

দিগম্বর। ভাল থাকলে কি আর দীননাথ গাড়ি পাঠায় মা? যাক্, সেকথা আর এখানে শুনে কাজ নেই। চল মা, রতনপুরে গিয়ে সবই শুনতে পাবি, সবই দেখতে পাবি।

রাধা। বল দিগম্বর কাকা! মা আমার—

দিগম্বর। মৃত্যুশয্যায়। মানে, এই যায়-যায় অবস্থা আর কি! তাই দীননাথ আমায় বললে—দিগম্বর, যাও ভাই। মেয়েটাকে শীগগির নিয়ে এস, দেরী করলে হয়ত আর শেষ দেখাটুকুও হবে না। নে, চট করে চলে আয়, আর দেরী করিস না।

রাধা। না কাকা, এখন আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না।

দিগম্বর। সেকি মা, মায়ের এ অবস্থা শুনেও—

রাধা। যেতে আমি পারব না। আজ আমি পাষাণ হয়ে গেছি কাকা। মায়ের মৃত্যুসংবাদে বুকটা হয়ত কান্নায় ফেটে যাবে, তবু এই বিধবার বেশে তাকে—না কাকা, গাড়ি তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

দিগম্বর। কিন্তু তোর বাবা,—

রাধা। তাকে বলো যে, তার আদরের রাধা মরে গেছে।

দিগম্বর। কিন্তু মা!

রাধা। এ হতভাগীকে দেখতে আসবার ত কেউ নেই। তবু দয়া করে যখন এসেছেন, তখন একটু বসুন কাকা, আমি বাড়ি থেকে আসছি।

[প্রস্থান

দিগম্বর। ও বাব্বাঃ, এ যে দেখছি শক্ত কঞ্চি, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। মনে করেছিলাম, মায়ের অসুখের কথা শুনে সুড় সুড় করে চলে আসবে। তা ত হল না। কিন্তু জোর করে ধরলে রাধার ঝি মাগীটা যদি—

রাধার পুনঃ প্রবেশ।

রাধা। একটু দোকানে পাঠালাম কাকা! অনাথিনী গরীব

বিধবা আমি : কন্যাস্নেহে যখন এসেছেন তখন একটু মিষ্টিমুখ করে যান।

দিগম্বর। তা তুমি যখন বলছ মা, তখন কি আর না বলতে পারি ! তুমি যে আমার যশোমতী গো।

রাধা। দেখেছেন কাকা ! মনের আনন্দে আপনাকে প্রণাম করতেও ভুলে গেছি আমি।

[প্রণাম করিল, সেই সময়ে দিগম্বর ইশারা করিল।]

ভিখুয়া আসিয়া রাধার মুখ চাপিয়া ধরিল।

রাধা। কে তুই ?

ভিখুয়া। তুমহারা মৌত। আয়, চলে আয় জলদি।

রাধা। না, আমি যাব না। আমায় বাঁচাও দিগম্বর কাকা—

দিগম্বর। আ-হা-হা, তুমি যে আমার যশোমতী গো ! যা না ব্যাটা তাড়াতাড়ি। মুখে কাপড় গুঁজে দে।

ভিখুয়া। চলে আয়।

রাধা। দিগম্বর কাকা, এ তুমি কি করলে ?

[রাধাকে লইয়া ভিখুয়ার প্রস্থান।

দিগম্বর। জয় শিব শম্ভু ! কেল্লা ফতে। আ-হা-হা, কি দাম দিয়ে গেলি মা তুই ? একেবারে কড়কড়ে পাঁচটি হাজার। বেঁচে থাক, বেঁচে থাক মা যশোমতী, বেঁচে থাক।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

নদীর ঘাট।

স্বরূপের প্রবেশ।

[পরণে ছিন্নবস্ত্র, মুখে রক্ত, কিন্তু হাতে আছে মদের বোতল।]

স্বরূপ। ধীরে ধীরে জীবন-প্রদীপ আমার নিভে আসছে। রাধা—রাধা, কোথা তুমি? কতদূরে, আর কতদূরে? তবে কি তুমি আমায় রাধার কাছে পৌঁছে দেবে না? উত্তাল তরঙ্গময়ী, ওগো স্রোতস্বিনী, তোমার বুকে আমায় ভাসিয়ে নিয়ে আমায় পার করে দাও, নিভিয়ে দাও আমার হৃদয়ের জালা!

সুকুমারের প্রবেশ।

সুকুমার। সেদিনও ছিল ঠিক এমনই দুর্যোগ, নদীতে ছিল উত্তাল তরঙ্গ।

স্বরূপ। কে তুমি পথিক? পথহারা পথিককে পথ দেখাতে এসেছ?

সুকুমার। [দেখিয়া] কে রে, তুই স্বরূপ?

স্বরূপ। আমি কে তা জানি না। মনে পড়ে শুধু একটি কথা, একটি স্মৃতি। তুমি বলতে পার, সে কোথায়? আর কতদূরে?

সুকুমার। বুঝেছি রে, বুঝেছি। কিন্তু এ তুই কি করলি? নিজেকে এইভাবে ধ্বংস করে ফেললি?

স্বরূপ। কে, সুকুমারদা? বলতে পার, আমার রাধা কেন

হারিয়ে গেল? না—না, তাকে জোর করে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। [কাশি ও রক্তবমন]

সুকুমার। ও কি রে, রক্ত?

স্বরূপ। হ্যাঁ, রক্ত। আজ যে আমার বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠেছে, ঈশ্বর আমায় ডাক দিয়েছে।

সুকুমার। না, এটা ঈশ্বরের ডাক নয়, এর নাম আত্মহত্যা।

স্বরূপ। হয়ত তাই, এ ছাড়া আমার আর অন্য পথ ছিল না সুকুমারদা। ভুলতে আমি চেয়েছিলাম, কিন্তু পারলাম না। আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

সুকুমার। বল।

স্বরূপ। আমার বাতি নিভে এসেছে। যদি দেখা হয়, রাধাকে বলো—[কাশি]

সুকুমার। স্বরূপ—স্বরূপ—

স্বরূপ। না—না, ভয় নেই, এত সহজে এ প্রাণটা আমার ছেড়ে যাবে না।

সুকুমার। চল স্বরূপ, তোকে আমি ঘরে নিয়ে যাই।

স্বরূপ। ঘর! হাঃ-হাঃ-হাঃ, ওই দেখ, পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে আমার প্রাণের বাহক, তারা প্রহর গুনছে। সুকুমারদা, তুমি যাও, একটু তাড়াতাড়ি যাও। যদি পার তবে রাধাকে বলো, আমার মৃত্যুর সময় যেন সে আমার চিতার পাশে এসে আমায় শেষবারের মত দেখা দিয়ে যায়।

সুকুমার। বেশ, আমি তাই যাচ্ছি। এ দৃশ্য আর আমি সহ্য করতে পারছি না। ওরে, মরণ তোকে ডাক দিয়েছে। আমি তার কি করব বল্! [প্রস্থান।

স্বরূপ। মৃত্যু! কি ভয় দেখাও আমারে? তোমারে করেছি জয় অভয় অন্তরে। তবে ক্ষণিকের মিনতি, আর একটু—আর একটু সময় দাও। একটু আমায় বাঁচিয়ে রাখ, আমার অন্তিম বাসনাটুকু— [কাশি] ওরে, কে আছিস? ওরে পথিক, ওরে বাতাস, ডেকে দে—ডেকে দে আমার রাধাকে। রাধা—রাধা—

[প্রস্থান।

শ্রীকান্তের প্রবেশ।

শ্রীকান্ত। রূপ—রূপ—স্বরূপ। কত আর খুঁজি? কোথায় খুঁজি? এই পারঘাট দিয়ে কত লোক পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কই, আমার রূপ ত যাচ্ছে না! ঈশ্বর, বলে দাও, কোথায় কোন্ পথে গেলে আমি আমার রূপকে খুঁজে পাব? ওরে বাতাস, ওরে বিহঙ্গ, বলে দে, কে দেখেছিস আমার রূপকে?

অরূপের প্রবেশ।

অরূপ। কে—কে আমার দাদাকে ডাকছে?

শ্রীকান্ত। কে রে, অরূপ?

অরূপ। বল না শ্রীকান্তদা, আমার দাদা কোথায়? আমি যে তাকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।

শ্রীকান্ত। চুপ কর ভাই, চুপ কর, কাঁদিসনি। কাঁদলেই কি তোর দাদা ফিরে আসবে? আমিও ত তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি রে, দেখিস, খুঁজতে খুঁজতে ঠিক তাকে খুঁজে পাব। কিন্তু একি তোর চেহারা হয়েছে রে, সোনার অঙ্গে যেন কালি পড়ে গেছে। হ্যাঁ রে, ক'দিন বোধহয় তোর কিছু খাওয়া হয়নি?

অরূপ। খাবার কথা আমি একদম ভুলে গেছি শ্রীকান্তদা।

তাছাড়া কে আমায় খেতে দেবে। দাদা ছাড়া পৃথিবীতে আমার যে আর কেউ নেই।

শ্রীকান্ত। আছে—আছে, আর একজন আছে। সে আমাদের কেউ না হলেও বড় আপন রে—বড় আপন।

অরূপ। সে কে দাদা?

শ্রীকান্ত। সে তোর দিদি, আমার দিদি।

অরূপ। দিদি?

শ্রীকান্ত। শুধু দিদি নয়, মানবী নয়, স্বর্গ থেকে ঝরে পড়া মায়ার রিণী। চল—চল, যাবি তার কাছে?

অরূপ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, যাব। আমায় সে আদর করবে ত?

শ্রীকান্ত। শুধু আদর নয় রে, সে তার স্বরূপের অরূপকে পেলে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখবে।

স্বরূপ। [নেপথ্যে] রাধা—রাধা—রাধা—

শ্রীকান্ত। চিনেছি, চিনেছি আমি রূপের গলার স্বর। ওই—ওই স্রোতস্বিনী নদী বোধহয় ওকে অবরোধ করছে, ওই জঙ্গল বোধহয় ওকে অবরোধ করছে, কোলে নিয়ে বসে আছে। আমি যাব, ওকে আমি বুকে করে তুলে নিয়ে আসব। ভয় নেই—ভয় নেই রূপ, আমি যাচ্ছি।

অরূপ। ওকি! তুমি অমন করে ওদিকে কোথায় যাচ্ছ শ্রীকান্তদা?

শ্রীকান্ত। যাচ্ছি আমি রূপকে আনতে।

অরূপ। দেখছ না, নদীতে বান ডেকেছে, পেরুবে কি করে?

শ্রীকান্ত। প্রলয়ঙ্করী নদী ত কোন্ ছার, বিশ্বগ্রাসী দাবানলও আমায় বাধা দিতে পারবে না।

অরূপ। শ্রীকান্তদা—

শ্রীকান্ত। ওরে অরূপ! স্বরূপ ছাড়া আমার কিছু নেই আর। বন্ধু-প্রীতি আমায় পার করে দেবে। ওই স্বরূপ আমায় ডাকছে। ওরে অরূপ, আয় ভাই, দুজনে চিৎকার করে দেখি, কোথায় হারিয়ে গেছে আমার স্বরূপ—স্বরূপ—

[উভয়ের প্রস্থান।

সূর্যমুখীর প্রবেশ।

সূর্যমুখী। কই রূপ, কোথায় স্বরূপ? কে যেন ~~স্বরূপকে~~ চিৎকার করে ডাকলে? তবে কি আমার রূপ? না—না—না, এভাবে সে হারিয়ে যেতে পারে না। সে যে আমার রাধার শ্যাম। আমার যে মনে মনে আশা—আমার অন্তরের ভালবাসা নিয়ে জীবন্ত শ্যামের চরণে শেষ পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে চলে যাব মথুরায়।

কমলাকান্তের প্রবেশ।

কমলাকান্ত। শেষ পর্যন্ত একেবারে মথুরায়!

সূর্যমুখী। কে, কমলাকান্তবাবু?

কমলাকান্ত। হ্যাঁ, সব ছেড়ে শেষকালে মথুরায়?

সূর্যমুখী। এ ছাড়া আর আমাদের গতি কি বলুন?

কমলাকান্ত। কেন, রাসলীলাটা এখানে ত বেশ ভালই হত। তার জন্য আবার বৃন্দাবন যেতে হবে কেন? তোমার কুঞ্জে ত কৃষ্ণের অভাব নেই।

সূর্যমুখী। দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে কমলবাবু?

কমলাকান্ত। বেশ—বেশ, প্রেমের নাগরটি ত কেটে পড়েছে। তবে কার জন্য ওই যোগিনীর বেশ?

সূর্যমুখী। সেই মহান আত্মভোলা যোগীকে খোঁজবার জন্যই ত সেজেছি যোগিনী। যাক, হঠাৎ এই অসময়ে নদীর ঘাটে আসার কারণটা জানতে পারি কি?

কমলাকান্ত। এসেছি যখন, কারণটা জানতে পারবে বৈকি।

সূর্যমুখী। তাড়াতাড়ি বলুন কি সেই উদ্দেশ্য।

কমলাকান্ত। অর্থের বিনিময়ে সই করা স্বরূপের দলিলগুলো আমার চাই।

সূর্যমুখী। হাঃ-হাঃ-হাঃ, স্বরূপের সর্বনাশের দলিলগুলো পাবার আশা করা আর মূর্খের স্বর্গে বাস করা একই কথা নয় কি?

কমলাকান্ত। তাহলে দলিলগুলো তুমি ফেরত দেবে না?

সূর্যমুখী। [রেগে] না, চলে যান এখান থেকে।

কমলাকান্ত। সূর্যমুখী, মনে রেখো, আমি কমলাকান্ত চৌধুরী।

সূর্যমুখী। কিন্তু হে মহাপুরুষ, রাধাকে লোভ দেখিয়ে চুরি করে রেখেছেন কোন্ কুঞ্জবনে?

কমলাকান্ত। পাগলের প্রলাপ শোনবার সময় আমার নেই। আমি এই শেষবারের মত জানতে চাই, দলিলগুলো তুমি ফেরত দেবে কি না?

সূর্যমুখী। আমিও জানতে চাই, না দিলে আপনি কি করবেন?

কমলাকান্ত। কি করব? তোমার মত কলঙ্কিনীকে আমি শেষের পথটা চিনিয়ে দেব। তোমার ওই দেবতার প্রেম আর প্রেমিককে জীবন্ত কবর দেব। আচ্ছা চলি, এরপর দেব-দেবীকে আশাকরি একসঙ্গে দেখতে পাব।

সূর্যমুখী। দেবতার দর্শন তুমি পাবে কিনা জানি না, তবে প্রয়োজন হলে আমাকে দেখতে পাবেন।

কমলাকান্ত। বেশ, সেই শুভদিনের আশাতেই রইলাম। আচ্ছা আজ চলি। আবার তাহলে দেখা হবে।

[প্রস্থান।

সূর্যমুখী। শয়তান, লম্পট! আমার পরিচয়ও তুমি পাবে। কিন্তু আমার স্বরূপ? না—না স্বরূপ, চাই না তোমাকে আমার করে পেতে। তুমি যার, তারই থাক; আমাকে শুধু দূর থেকে দেখা দিয়ে আমার প্রেমের প্রতিদান দিও।

শ্রীকান্ত ও অরূপের প্রবেশ।

শ্রীকান্ত। দিদি!

সূর্যমুখী। কে? কান্ত? সন্ধান কিছু পেলে?

শ্রীকান্ত। না। এই বিশাল পৃথিবীতে সে যে নিজেকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে কে জানে!

সূর্যমুখী। এই ছেলেটি কে ভাই?

শ্রীকান্ত। অরূপ, স্বরূপের ছোট ভাই। অরূপ, দিদিকে প্রণাম কর।

অরূপ। [প্রণাম করিল] দিদি, আমার দাদা কোথায় গেল?

সূর্যমুখী। কেঁদো না ভাই। তোমার দিদির কাছে যখন এসে পড়েছ, তখন আর ভয় কি? তুমি দেখো, দাদা তোমার ঠিক ফিরে আসবে।

অরূপ। ফিরে আসবে, ঠিক বলছ?

সূর্যমুখী। ঠিক বলছি।

অরূপ। তবে আর কাঁদব না। কিন্তু দাদা ছাড়া যে আমার আর কেউ নেই। আমি থাকব কোথায় দিদি?

সূর্যমুখী। কেন, আমার কাছে থাকবে।

অরূপ। দিদি—আমার দিদি! [জড়াইয়া ধরিল]

শ্রীকান্ত। স্বরূপকে পেলাম না, অরূপকে দিয়ে গেলাম তোমার হাতে। আমি ভাবতে পারছি না দিদি, আমার রাধা বোনকে কি বলে সান্ত্বনা দেব।

সূর্যমুখী। [কাঁদিয়া] কান্ত!

শ্রীকান্ত। কি হল দিদি? কাঁদছ কেন?

সূর্যমুখী। কাকে সান্ত্বনা দিবি ভাই? সে নেই, তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

শ্রীকান্ত। কে তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে?

সূর্যমুখী। সঠিক না জানলেও, আমার অনুমান—

শ্রীকান্ত। সে আর বলতে হবে না, বুঝেছি। ওঃ, না—না, অনেক সয়েছি, আর নয়। [স্বগত] দাদা, সত্যিই যদি তুমি রাধাকে চুরি করে থাক, তাহলে ভাই বলে তোমাকে আর ক্ষমা করব না। তোমারই বুকের রক্ত নিয়ে আমি তোমার তর্পণ করব।

সূর্যমুখী। শোন কান্ত! উত্তেজিত হয়ে অন্ধের মত ছুটলে, রাধাকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। প্রথমে সন্ধান করতে হবে, কোথায় কিভাবে তাকে আটকে রেখেছে।

শ্রীকান্ত। আমি তার মধুচক্রের গোপন আড্ডা জানি বোন।

সূর্যমুখী। কমলাকান্ত অত নির্বোধ নয় যে, সে পুরোনো আড্ডায় রাখবে।

শ্রীকান্ত। তাহলে উপায়?

সূর্যমুখী। রাধার হারিয়ে যাবার সংবাদ শুনেই আমার মনে সন্দেহ জাগে যে, এ কাজ ওই শয়তান ছাড়া আর কেউ করেনি।

তখন আমি আমার বিশ্বাসী চাকর রতনকে কমলাকান্তের পেছনে চর লাগিয়ে দিয়েছি। রাধার উদ্ধারের জন্য তুমি প্রস্তুত থেকো কান্ত, সংবাদ পাওয়ামাত্র আমি তোমায় জানাব।

শ্রীকান্ত। বেশ, তাই হবে। ওগো নারী, কে বলে তোমায় ঘৃণ্যা—বারবিলাসিনী? তুমি যদি ঘৃণ্যা হও, আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব, যেন জন্মান্তরে তোমার মত ঘৃণিতাকে মা বলে ডাকতে পারি। শুধু মা—শুধু মা—

[প্রস্থান]

সূর্যমুখী। মা, শুধু মা। সমাজপরিত্যক্তা ঘৃণিতা সূর্যমুখী আজ মা। কি শান্তি, কত মধুর ওই মা ডাক! কি যেন এক অজানা আনন্দে দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরা রোমাঞ্চিত হচ্ছে। তাই বুঝি নারীজন্মের চরম সার্থকতা ওই একটি মা ডাকে। আনন্দ দেহের প্রতিটি তন্ত্রীতে, কিন্তু তবু কেন নিঃস্ব রিক্ত জীবনে না পাওয়ার বুক-ফাটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে চায়। না-না ঈশ্বর, তুমি আমায় শাস্তি দাও। শেষ করে দাও এই কলঙ্কিত, ঘৃণ্য ক্লেদাক্ত ছন্নছাড়া জীবন। [[illegible]]

অরুণ। দিদি!

সূর্যমুখী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আয় মাণিক, আয় ভাই, কুটিল সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ সূর্যমুখীর সাজানো খেলাঘর লক্ষ তারার আলো নিয়ে অন্ধকারে মিশিয়ে দিতে

[উভয়ের প্রস্থান]

———

চতুর্থ অংক।

প্রথম দৃশ্য।

দিগম্বরের বাড়ি।

ক্যাবলার প্রবেশ।

ক্যাবলা। ছি-ছি-ছি, এ আমি ভাবতেও পারিনি যে, টাকার লোভে মানুষ এত নীচে নামতে পারে। সেদিন ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি, কেন ওই শয়তানটা আমাদের বাড়ি এসেছিল, আর কিসের জন্যই বা দিয়ে গেল অতগুলো টাকা!

দিগম্বরের প্রবেশ।

দিগম্বর। ক্যাবলা! ওরে ক্যাবলা!

ক্যাবলা। থাক, ও মিষ্টি ডাকে আর আমাকে ভোলাতে হবে না। তুমি কি মানুষ, না জন্তু?

দিগম্বর। হুঁশিয়ার! আমাকে ওভাবে অপমানের ভাষা বললে, আমি রাগ করে গলায় দড়ি দেব।

ক্যাবলা। তাই দাওগে বাবা! ধর্ম-কর্ম সব বিসর্জন দিয়ে ফুলের মত সদ্য বিধবা মেয়েটাকে টাকার লোভে একটা লম্পট চামারের হাতে তুলে দিলে?

দিগম্বর। ভুল—ভুল, মহাভুল আমি করেছি রে!

~~ক্যাবলা। একবার ভাল করে কল্পনা কর ত তুমি, তোমার~~

লোভের মাশুল হয়ে সোনার পিতেমে নিজের সতীত্ব হারিয়ে কিভাবে একটা শয়তানের কাছে আত্মাহুতি দিচ্ছে!

দিগম্বর। সেটা আমি প্রথমে না বুঝলেও, এখন বুঝেছি রে। সন্ধ্যার অন্ধকারে মেয়েটাকে তুলে দিয়েছি একটা লম্পটের হাতে! জানিস ক্যাবলা, যাবার সময় মেয়েটা অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বললে—

ক্যাবলা। কি বললে?

দিগম্বর। সবটা শুনতে না পেলেও দূর থেকে ভেসে এল ক্ষীণ কণ্ঠে করুণ আর্তনাদ—দিগম্বর কাকা, এ তুমি কি করলে?

ক্যাবলা। ও বাবা, তোমার পায়ে ধরে বলছি, এর একটা কিছু বিহিত কর।

দিগম্বর। মেয়েটার সে কান্না আমি ভুলতে পারিনি ক্যাবলা। তাই সেদিন থেকে শয়তানটার পিছনেও আমি ছায়ার মত ঘুরছি, রাধাকে সে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে—সেই গোপন আড্ডা জানতে।

ক্যাবলা। সন্ধান কিছু হল?

দিগম্বর। না। কমলাকান্তের যতগুলো গোপন মধুচক্র আছে, তার কোনটাতেই সে রাখেনি।

ক্যাবলা। যেখানেই সে রাখুক, আমি তাকে খুঁজে বার করবই করব।

দিগম্বর। কেমন করে করবি?

ক্যাবলা। আমাদের সন্থ কিনে আনা ধারালো কাটারীটা হাতে নিয়ে।

দিগম্বর। ক্যাবলা!

ক্যাবলা। আমায় বাধা দিও না বাবা। একটা সর্বহারা মেয়েকে

আমি এভাবে নষ্ট হতে দেব না। তাকে উদ্ধার করে তোমার মহাপাপের আমি প্রায়শ্চিত্ত করব বাবা!

[প্রস্থান।

দিগম্বর। সর্বনাশ! ক্যাবলা, ওরে বাবা ক্যাবলাচাঁদ!

ভবানন্দের প্রবেশ।

ভবানন্দ। বলি ব্যাপার কি দিগম্বর! দিনের বেলাতেই যে একেবারে পুত্রস্নেহের বান ডাকিয়ে দিয়েছ।

দিগম্বর। পেয়েছি—পেয়েছি—

ভবানন্দ। হঠাৎ আবার কি পেলে হে?

দিগম্বর। ওষুধ, মানে দাওয়াই।

ভবানন্দ। সর্বনাশ! তুমি আবার ওঝা হলে কবে হে? তা ভাই দিগম্বর, দাওয়াইটা কিসের তা জানতে পারি কি?

দিগম্বর। নিশ্চয়ই। মানে, একেবারে, রীতিমতভাবে—

ভবানন্দ। বেশ, তবে পরিষ্কার করে বলে ফেল, কিসের দাওয়াই।

দিগম্বর। শয়তান শায়েস্তার। মানে, বিষ ঝাড়বার।

ভবানন্দ। বিষ!

দিগম্বর। হ্যাঁ, বিষ। মানে, রীতিমত কেউটের বিষ।

ভবানন্দ। ঠিকমত কাটলে কিন্তু শিবেরও অসাধ্য। যাক, তোমার ওসব পাগলামি শোনবার সময় নেই। এখন বড়বাবুর আর একটা হুকুম শোন।

দিগম্বর। বল।

ভবানন্দ। তোমাকে আর একটা কাজ করতে হবে।

দিগম্বর। খুন—না রাহাজানি? [হাত বাড়াইল]

ভবানন্দ। আরে দিচ্ছি—দিচ্ছি, এত ব্যস্ত কেন? এই নাও পাঁচশো।

দিগম্বর। ব্যস, তবে আর দেরী কেন চাঁদবদন? বলে ফেল কাজটা কি?

ভবানন্দ। এমন কিছু নয়, শুধু একটু বিষ।

দিগম্বর। বিষ!

ভবানন্দ। ঘাবাড়াচ্ছ কেন হে? শুধু শ্রীকান্তকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসবে। তারপর—

দিগম্বর। বেশ পরিপাটি করে খাইয়ে-দাইয়ে জল বা অন্য পানীয়ের সঙ্গে—

ভবানন্দ। এটাই মিশিয়ে দেবে। এই নাও, ধর! [বিষের মোড়ক দিল]

দিগম্বর। বাঃ-বাঃ-বাঃ, চমৎকার! এই না হলে ভাই!

ভবানন্দ। আচ্ছা দিগম্বর, আমি তাহলে চলি।

দিগম্বর। আহা-হা, সে কি কথা? গরীবের ঘরে এসেছেন, না খাইয়ে-দাইয়ে যেতে দিতে পারি কি? ওরে ও ক্যাবলা! ওরে ও ক্যাবলার ~~মা! তোমার উনকবাহার শাড়ি কিনে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে, এসে দেখ না।~~

জল ও খাবার লইয়া ক্যাবলার প্রবেশ।

ক্যাবলা। যাই—যাই। বড়বাবুর লোক বলে কথা। তা ভাল-মন্দ এমন সময় কোথায় পাব! তাই—

দিগম্বর। যা এনেছিস, ওতেই হবে। নিন হুজুর, গরীবের ঘরে একটু জলযোগ করে নিন।

ভবানন্দ। না—না। মানে, এসব—

ক্যাবলা। লজ্জা কি! গরীবের বাড়িতে এসেছেন, একটু মিষ্টি-মুখ করে যান। নিন, খেয়ে নিন।

ভবানন্দ। [খাইয়া] বাঃ, বেশ—বেশ। কই, জল দাও। [ক্যাবলা জলের পাত্র এগিয়ে দিল, দিগম্বর বিষ দিল] সর্বনাশ, একি!

দিগম্বর। কিছু না—কিছু না। খালি একটু পরখ করে দেখছি আর কি!

ভবানন্দ। এঁ্যা, আমার ওপর দিয়ে?

ক্যাবলা। ভাল জিনিস ত মহাপুরুষেরই প্রাপ্য গো বাবুমশায়।

ভবানন্দ। বটে! ভুলে যেও না দিগম্বর, আমার নাম ভবানন্দ—

দিগম্বর। দালাল।

~~ভবানন্দ। হুঁশিয়ার দিগম্বর!~~

~~ক্যাবলা। হুঁশিয়ার শয়তান!~~

দিগম্বর। যদি ভাল চাস ত বল, কোথায় রাধাকে লুকিয়ে রেখেছিস?

ভবানন্দ। জানি না। আর জানলেও বলব না।

ক্যাবলা। বলবি না?

ভবানন্দ। না।

ক্যাবলা। তবে রে শালা! দাঁড়া—

[প্রস্থান।

ভবানন্দ। ভাল হচ্ছে না মাইরি দিগম্বর, পরিণামটা একবার ভেবে দেখো। বড়বাবুর পেছনে লাগার ফলটা কি জান?

দিগম্বর। খুব জানি।

ভবানন্দ। তাই বলছি, যদি ভাল চাও ত—

কাটারী হাতে ক্যাবলার পুনঃ প্রবেশ ।

ক্যাবলা। রাধার সংবাদটা দিয়ে দাও, নইলে দেখছ কাটারী ?

দিগম্বর। বল শালা, বল। [চাপিয়া ধরিল]

ক্যাবলা। [কাটারী তুলিয়া] কি, বলবি না ?

ভবানন্দ। ওরে বাবা ! বলছি বাবা, বলছি।

ক্যাবলা। শীগগির বল।

ভবানন্দ। বড়বাবু তাকে হরিহরপুরের বাড়িতে আটকে রেখেছে।

ক্যাবলা। ঠিক বলছিস ?

ভবানন্দ। তিন-সত্যি করে বলছি।

দিগম্বর। শোন ক্যাবলা, এই শয়তানকে তুই ঘরে চাবি দিয়ে রাখ, আমি এখুনি হরিহরপুরে যাচ্ছি। যদি রাধার সন্ধান পাই ভাল, আর যদি মিথ্যে ভাঁওতা হয়, তবে বেটাকে মায়ের কাছে এককোপে ছ্যাডাং ড্যাং।

ভবানন্দ। ওরে বাপ রে ! না—না, মিথ্যে বলেছি দিগম্বর, মিথ্যে বলেছি।

ক্যাবলা। যদি প্রাণের মায়া থাকে, তবে সত্যি করে বল, রাধা কোথায়?

ভবানন্দ। বলছি, এইবার সত্যি বলছি। কাণা নদীর ধারে জঙ্গলে যে পোড়োবাড়িটা আছে, তার ভেতরে আছে গোপন আড্ডা, সেইখানেই রাধাকে আটকে রেখেছে।

দিগম্বর। কথাটা সত্যি হলেও হতে পারে বাবা ক্যাবলা। আমি চললাম রাধার সন্ধানে। যদি সন্ধান পাই, সঙ্গে সঙ্গে চলে যাব শ্রীকান্তকে খবরটা দিতে। হ্যাঁ, আমি যতক্ষণ না ফিরব, তুই এই

শয়তানের বাচ্ছাকে চাবি দিয়ে রাখ। যেন ওই জানোয়ার সেই শয়তানের কাছে এই সংবাদটা পৌঁছে দিতে না পারে।

প্রস্থান।

ভবানন্দ। [কাঁদিয়া] ওরে বাপ রে, মন্ত্রিত্ব আমার—

ক্যাবল। চুপ শালা! মন্ত্রিত্ব করে অনেক সর্বনাশ করেছ, এবার

—শালা।

ভবানন্দ। আমি হাজারবার শালার ব্যাটা। বাবা ক্যাবলা, আমাকে—

ক্যাবল। ছেড়ে দেব? যেতে দেব? আয় শালা! তোকে কুচি কুচি করে কাটব।

[টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দীননাথের বাড়ি।

মলিনবেশে দীননাথের প্রবেশ।

দীননাথ। হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে! তুমি যদি এতই করুণাময়, তবে তোমার ওই অফুরন্ত করুণার এক কণাও কি তুমি আমাকে দিতে পার না নারায়ণ? সবই ত দিয়েছিলে, তবে বলে দাও ঠাকুর, কোন্ মহাপাপে তুমি আমায় ভিখারী সাজালে?

শশীর প্রবেশ।

শশী। বড়দা—

দীননাথ। কে, শশী?

শশী। হ্যাঁ বড়দা, এইভাবে বুকের ভেতর চাপা অঙ্গার নিয়ে তুমি আর কতদিন ঘুরে বেড়াবে? কাঁদ—কাঁদ, একটিবার তুমি চিৎকার করে কাঁদ, একটিবার তুমি বুকফাটা আর্তনাদ কর, একটিবার তুমি চোখের জলে নদী বইয়ে দাও।

দীননাথ। চোখের জল আমি কোথায় পাব শশী? অন্তরটা আমার শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে। আমি বুকফাটা আর্তনাদ করতে চেয়েছি, কিন্তু পারিনি। তা তুই ত এখনও ভাল করে চলতেই পারিস না। তুই আবার বিছানা থেকে উঠে এলি কেন ভাই! যা-যা, শুগে যা।

শশী। গামছায় জড়ানো তোমার হাতে ওটা কি বড়দা?

দীননাথ। বাঁড়ুজ্যেবাড়ির শেষ সম্বল এই কাঁসার বাটিটা নিয়ে যাচ্ছি, এটাকে বেচে তোর জন্য কিছু খাবার আনতে।

শশী। বড়দা—

দীননাথ। কাঁদিসনে শশী, এ ছাড়া তোকে বাঁচাবার আর কি উপায় আছে বল?

শশী। বাঃ—চমৎকার! জীবনের হিসেব-নিকেশ ত তুমি বেশ করে নিয়েছ। কিন্তু আমি জীবিত থাকতে তা হতে দেব না বড়দা। শরীরটা দুর্বল হলেও, আগের চেয়ে আমি অনেক সুস্থ। এখন মোট বইবার ক্ষমতা হয়েছে।

দীননাথ। কি বলছিস তুই শশী! বাঁড়ুজ্যেবাড়ির ছেলে হয়ে তুই—

শশী। চুরি করব না, ডাকাতি করব না, শুধু মোট বইব, ভিক্ষে করব। তবু দেবতার মত দাদাকে আমি ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে দেব না।

ছিন্নবস্ত্র, কপালে রক্ত, দুর্বল শরীর, ভাঙা স্বরে মমতাময়ীর প্রবেশ।

শশী। বৌদি!

দীননাথ। বড় বৌ!

মমতাময়ী। যাই, অনেক বেলা হয়ে গেল। লালি গাইটাকে দুয়ে ফেলিগে যাই। শোন, তুমি ত এখানে আছ? খোকার ঘুম ভাঙলেই আমায় চট করে ডেকে দিও! দেখো, যেন দেরী করো না।

দীননাথ। বড় বৌ!

মমতাময়ী। কেন, কাঁদবে কেন? আজ কি কাঁদতে আছে নাকি? খবরদার, চোখের জল ফেলে খোকার আমার অমঙ্গল করতে পারবে না। হ্যাঁ গো, লোকজন সব গেল কোথায়? রাধা-শশীকেই বা দেখতে পাচ্ছি না কেন? নিবারণটা সেই যে গেছে, এখনও ফিরল না।

শশী। বৌদি!

মমতাময়ী। কি রে? ফিরেছে? নিবারণ খোকাকে নিয়ে ফিরেছে? কই, ওগো, তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? শুনছ না—মেয়েরা সব শাঁখ বাজাচ্ছে, উলুধ্বনি দিচ্ছে! কি মজা, খোকা আমার শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে এসে গেছে। তুমি জান না, আমার খোকা বড় ডাক্তার হয়ে বাড়ি আসছে বলে অনেকের হিংসেয়

বুক চড় চড় করছে। মর—মর, হিংসেয় সবাই ফেটে মর, আমার কি? আমি ত ছেলের মা। ওই ত আমার খোকা, আমার সোনা—খোকা—[পড়িয়া গেল]

শশী। বৌদি—বৌদি—[দেখিয়া] বড়দা—বড়দা—

দীননাথ। এখনও বেঁচে আছে শশী, না মরে গেছে?

শশী। বড়দা, এখনও প্রাণটা আছে। একটা বড় ডাক্তার—

দীননাথ। বিলেত ফেরত ডাক্তারের মাকে কেউ দেখতে আসবে না রে। যা শশী, ওকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দে। ছেলের মত তোকে মানুষ করেছে, মরবার সময় কাছে থেকে মুখে দুধ-গঙ্গাজল দিস।

শশী। বৌদি, চল ওঘরে চল।

মমতাময়ী। খো—কা, আ—মা—কে বু—ঝি খো—কা—র—কা—ছে নি—য়ে যা—চ্ছি—স?

শশী। [কাঁদিয়া] হ্যাঁ বৌদি।

মমতাময়ী। একটু তাড়াতাড়ি নিয়ে চল, অনেকদিন অসুখে ভুগছি। যদি রাস্তায় মরে যাই, খোকা কাঁদবে। একটু তাড়াতাড়ি চল—

[শশী সহ প্রস্থান।

দীননাথ। বড় বৌ, এ তোমার কি হল?

ফলের ঠোঙা হাতে নিবারণের প্রবেশ।

নিবারণ। দীনু—বৌমা—শশী! এই যে দীনু, আর কোন চিন্তা নেই রে। কদিন ধরে মোট বয়ে এই দেখ কড়কড়ে দশটা টাকা রোজগার করেছি। বৌমার জন্য কত ভাল ভাল ফল এনেছি।

আর—কি রে দীনু, অমন করে পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কি হয়েছে? আমার বৌমা—

[শশীর পুনঃ প্রবেশ।

শশী। নেই নিবারণদা, বৌদি নেই।

নিবারণ। কি বললি, বৌমা নেই? [ঠোঙা পড়িয়া গেল]

দীননাথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শশী। দাদা!

দীননাথ। চমৎকার আমার অদৃষ্টের পরিহাস! চিতার আগুন জ্বলবে, ধূ-ধূ করে জ্বলবে। আর সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলি আকাশে উঠে আমায় ডাকবে, আয়—আয়—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

শশী। বড়দা—বড়দা—

[প্রস্থান।

নিবারণ। চলে গেলি মা, আমার কষ্টের ফল না খেয়ে তুই চলে গেলি? যাক, আর আমায় কেউ বকবে না। কেউ আর বাজারে যেতে বলবে না। আজ আমি একা, আজ আমি মুক্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

অমরের প্রবেশ।

অমর। মা—মা গো! বাবা! শশী কাকা! সদরে কেউ নেই। কোথায় গেল সব? কোন সাড়া-শব্দই নেই। ব্যাপার ত কিছুই বুঝতে পারছি না। নিবারণ কাকা—

নিবারণের পুনঃ প্রবেশ।

নিবারণ। কে? কে ডাকে?

অমর। আমি। আমি ফিরে এসেছি নিবারণ কাকা!

নিবারণ। ও, বিলেত ফেরৎ ডাক্তারবাবু!

অমর। ওকথা বলো না। আর আমায় বিদ্রূপের চাবুক মেরো না কাকা। বল কাকা, বল, সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ কেন? কোথায় গেছে সব? উত্তর দাও।

নিবারণ। তুই চলে যা খোকা।

অমর। না—না, তুমি এত নিষ্ঠুর হয়ো না কাকা। বল—বল, আমার মা—

নিবারণ। যা—যা, তুই চলে যা বলছি।

অমর। না—না, আমি ফিরে যাব না। আমি বাবার কাছে যাব। তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব। বাবা—বাবা—[প্রস্থানোদ্যত]

নিবারণ। দাঁড়াও ডাক্তারবাবু। কোথা যাচ্ছ?

অমর। ভেতর বাড়িতে—

নিবারণ। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে?

অমর। হ্যাঁ। বল না কাকা, আমার মা কেমন আছে?

নিবারণ। ঘুমুচ্ছে।

অমর। কোথায়?

নিবারণ। শ্মশানের চিতায়।

অমর। নিবারণ কাকা! [কাঁদিয়া] আমার মা নেই?

নিবারণ। না—না, আজ সে পৃথিবীর মাটি থেকে বিদায় নিয়েছে।

অমর। মা, মা গো! আমার অপরাধের ক্ষমা চাইবার সুযোগটাও দিলে না মা! নিবারণ কাকা, বলতে পার, এতবড় মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি কি দিয়ে করব?

মিলির প্রবেশ।

মিলি। আমাকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিয়ে। আমিই তোমার জীবনের শনি। আমিই তোমার জীবনের স্রোতকে বিপথ-গামী করেছি, আমিই আমার মেকি আভিজাত্য দিয়ে তোমার মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি।

অমর। মিলি, তুমি?

মিলি। হ্যাঁ, আমি তোমার জীবনের জলন্ত অভিশাপ। যে আজ করেছে তোমায় মাতৃহারা, বিদেশী শিক্ষার অহঙ্কারে বাংলার মাটিকে করেছে অবহেলা, সেই মিলি-সেই বাংলার বধূ আজ করজোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে তার শ্বশুরের পবিত্র ভিটেয়। স্বামীর কাছে, শ্বশুরের কাছে ক্ষমা চাইতে। ওগো, তুমি তোমার মিলিকে আজ ক্ষমা কর। [পদধারণ]

নিবারণ। বৌমা—বৌমা, ওপর থেকে চেয়ে দেখ, খোকার বৌ এসেছে আজ ক্ষমা চাইতে।

মিলি। মা আমার মুখ দেখবেন না বলেই স্বর্গের দেবী স্বর্গে চলে গেছেন কাকা।

অমর। শোন মিলি, অনুতপ্ত হয়ে এসেছ যখন, আর তোমায় বলবার কিছু নেই। এই বাঁড়ুজ্যেবাড়ির কুলবধূ তুমি। আমার একটা কথা, ওই তুলসীতলায় মায়ের স্মৃতিটুকু জ্বালিয়ে রাখ। আমি চললাম।

মিলি। কোথায়?

অমর। শ্মশানে। যেখানে জ্বলন্ত চিতায় শুয়ে মা আমার ডুকরে ডুকরে কাঁদছে।

[প্রস্থান।

নিবারণ। বৌমা—

মিলি। আজ আর আমার ক্ষমা চাইবার ভাষা নেই কাকা।

নিবারণ। না মা, না, আমার কাছে তুমি ক্ষমা চাইবে কেন? হাজার হলেও আমি চাকর।

মিলি। না কাকা, না। নিজেকে অত ছোট করো না। আমাকে একটা জিনিস ভিক্ষা দেবে কাকা?

নিবারণ। আমি ত নিজেই ভিখারী, আমি আর কি ভিক্ষা দেব মা? কি আছে আমার?

মিলি। অন্য কিছু চাই না কাকা। আমি শুধু চাই পিতার স্নেহ। চাই আমি বাবা বলে ডাকতে।

নিবারণ। না—না, এত আনন্দ আমার সইবে না। আজ আমি মা হারিয়ে মা পেয়েছি। আয় মা, আয়, তোর সংসার তুই দেখে নিবি আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

ভূতের খালের পোড়োবাড়ি।

রাধার প্রবেশ।

রাধা। কে আছ কোথায়, কে আছ পথিক, আমার এই বুক-কাটা আর্তনাদ কেউ কি তোমরা শুনতে পাচ্ছ না? দয়া করে আমায় মুক্ত করে দাও। ও স্বরূপদা, বিশ্বাস কর তুমি, কুলত্যাগ আমি করিনি। এরা জোর করে আমায় ধরে এনে আটকে রেখেছে। [কান্না]

মদ খাইতে খাইতে কমলাকান্তের প্রবেশ।

কমলাকান্ত। কেন আটকে রেখেছি জান? মনের খাঁচায় পুষব বলে।

রাধা। কে?

কমলাকান্ত। আমায় তুমি চিনতে পারছ না প্রিয়ে? তুমি জুলিয়েট, আমি রোমিও, তোমার প্রেমের পূজারী সুন্দরী।

রাধা। ছেলেবেলায় আমি না তোমায় দাদা বলে ডেকেছি! তুমি আমার দাদা, আমার বড় ভাই! আমায় মুক্তি দাও, আমায় যেতে দাও।

কমলাকান্ত। ওসব ছেঁদো কথায় মন ভোলে না প্রিয়ে। [অগ্রসর হইল]

রাধা। শয়তান! একথা বলতে তোর বুকটা কেঁপে উঠল না?

কমলাকান্ত। বা-বা-বা, সুন্দর! সত্যি রাধা, রাগলে তোমায় ভারী সুন্দর দেখায়। মাইরি বলছি!

রাধা। সরে যা—সরে যা বলছি—

কমলাকান্ত। সরে যাবার জন্য ত এত কষ্ট করে তোমায় ধরে আনিনি প্রেয়সী! এস, ধরা দাও। তোমার ওই রাঙা ঠোঁটের সুধা পান করে আমায় ধন্য হতে দাও।

রাধা। ভদ্রবেশী শয়তান! অর্থলোভী জানোয়ার! আজ তুই এত নীচে নেমে গেছিস যে, মা-বোনের ইজ্জৎ পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চাস?

কমলাকান্ত। তোমার প্রেমে আজ আমি উন্মাদ। ধরা তোমায় দিতেই হবে।

রাধা। প্রাণ থাকতে নয়। শোন শয়তান, আমার অঙ্গ স্পর্শ করতে এলে রেহাই পাবি না তুই। আয়—আয়, এগিয়ে আয় লম্পট আমার অঙ্গস্পর্শ করতে।

কমলাকান্ত। বটে, ধরা তুমি দেবে না?

রাধা। না—না—না, কিছুতেই না। প্রাণ থাকতে নয়।

কমলাকান্ত। এত তেজ! এত দর্প! তাহলে জোর আমায় করতেই হবে। [ধরিতে গেল]

রাধা। ওগো! এই জনশূন্য বনে কি লম্পটের কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করতে কেউ ছুটে আসবে না?

কমলাকান্ত। কেউ আসবে না দাম্ভিকা তরুণী। তোমার ওই যৌবন-সুধা পান করে আমিও দেখাব তোমায়

সূর্যমুখীর প্রবেশ।

সূর্যমুখী। যমের দুয়ার।

কমলাকান্ত। কে?

সূর্যমুখী। ভাল করে চেয়ে দেখ শয়তান, আমি কে?

কমলাকান্ত। ও, সূর্যমুখী?

সূর্যমুখী। হ্যাঁ, আমিই, তোর মত জঘন্য শয়তানের সমস্ত পাপের একমাত্র সাক্ষী।

কমলাকান্ত। কি চাস তুই? কেন এসেছিস এখানে?

সূর্যমুখী। এসেছি নারী হয়ে নারীর মর্যাদাকে রক্ষা করতে।

কমলাকান্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ, বড় বেয়াড়া জায়গায় তুমি পা দিয়েছ চাঁদ! এই নিভৃত দুর্গে তোমায় জীবন্ত কবর দিয়ে, তারই ওপর আমি মধুযামিনী যাপন করব।

রাধা। তুমি—তুমিই সূর্যমুখী?

সূর্যমুখী। হ্যাঁ বোন, আমিই সেই সূর্যমুখী।

কমলাকান্ত। এখনও বলছি সূর্যমুখী, যদি ভাল চাও ত চলে যাও এখান থেকে।

সূর্যমুখী। থাকবার জন্য এখানে আমি আসিনি লম্পট। যাব, সেই সঙ্গে নিয়ে যাব রাধাকে। এস বোন—

কমলাকান্ত। হুঁশিয়ার সূর্যমুখী—

সূর্যমুখী। হুঁশিয়ার শয়তান!

কমলাকান্ত। সূর্যমুখী! কখনও দেখনি, এইবার দেখবে তুমি আমার ভয়াবহ রূপ। এইবার দেখবে কমলাকান্তের চক্রান্ত কত নিখুঁত—কত ভয়ঙ্কর!

সূর্যমুখী। আর তুমিও দেখনি শয়তান নারী-রাক্ষসীকে। দেখনি দুরন্ত ঘোড়ার পিঠের নারী-সওয়ারকে।

কমলাকান্ত। বটে। হাঃ-হাঃ-হাঃ, তবে দেখ শয়তানী আমার আসল রূপ। এই, কে আছিস? ভিখুয়া—

শ্রীকান্তের প্রবেশ।

শ্রীকান্ত। ফরমাইয়ে জনাব!

কমলাকান্ত। [চমকিয়া] কে?

শ্রীকান্ত। বাংলার ডানপিটে ছেলে শ্রীকান্ত, ওরফে তোমার স্নেহের অনুজ। কি হল? ভূত দেখার মত অমন চমকে উঠলে কেন?

কমলাকান্ত। ভিখুয়া—ভিখুয়া—

শ্রীকান্ত। ঘুমুচ্ছে। এই সাঁড়াশী মার্কা হাতদুটো তাকে চির-দিনের মত ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে।

রাধা। কান্ত—শ্রীকান্ত, তুমি এসেছ?

শ্রীকান্ত। কাঁদছিস কেন রে? ভয় কি? আয়, চলে আয়।

কমলাকান্ত। দাঁড়াও। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া অত সহজ নয় শ্রীকান্ত।

শ্রীকান্ত। বটে! কি করবে তুমি?

কমলাকান্ত। চৌধুরীবংশের আকাশের দুটো উল্কার আজ একটা খসে যাবে। যদি জীবনের মায়া থাকে, তবে এই মুহূর্তে এ স্থান পরিত্যাগ করে চলে যা, এখনও তোকে আমি ক্ষমা করে যাচ্ছি। কারণ—

শ্রীকান্ত। দয়া?

কমলাকান্ত। না, ভাইয়ের রক্তে হাতটা কলঙ্কিত করতে চাই না বলে।

শ্রীকান্ত। আমারও ঠিক ওই একই কথা। নইলে এতদিনে তোমার ওই পশুচর্মাবৃত দেহটা মাঠের মাঝে শিয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খেত।

সূর্যমুখী। শ্রীকান্ত! ওই পশুর সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ নেই রাধাকে পেয়েছি, ছুটে চল এবার স্বরূপের সন্ধানে।

কমলাকান্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ভুলে যেও না—এটা গোলক ধাঁধা

সূর্যমুখী। সে গোলক ধাঁধার পাথরটা আমরা সরিয়ে দিয়েই এসেছি। আমাদের বন্দী করে রাখা তোমার অসাধ্য। শ্রীকান্ত, এই ঘরের চারিদিক বন্ধ করে এই শয়তানটাকে আটকে রাখ, তিলে তিলে সেও মরণকে বরণ করুক।

কমলাকান্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শ্রীকান্ত। চুপ কর শয়তান!

কমলাকান্ত। মর তবে শয়তান! [গুলী করিবার পূর্বেই শ্রীকান্তের গুলী গর্জে উঠল] আঃ—আঃ, ইস্ না আমার আশার তরী—আঃ—আঃ শ্রীকান্ত—

[প্রস্থান।

শ্রীকান্ত। শয়তানের সমাধি হয়ে গেল। ঈশ্বর, এই ভ্রাতৃহত্যার জন্য তুমি আমায় ক্ষমা কর।

রাধা। আমার রূপের কোন সন্ধানই পাওনি?

সুকুমারের প্রবেশ।

সুকুমার। আমি পেয়েছি।

রাধা। কে, সুকুমারদা? পেয়েছ, পেয়েছ তুমি স্বরূপের সন্ধান? বল—বল, কোথায় স্বরূপদা? কি করছে? কেমন আছে?

শ্রীকান্ত। এখানকার সন্ধান তুমি পেলে কার কাছে?

সুকুমার। দিগম্বরের কাছে। কিন্তু আর দেরি করিসনি। এখুনি ছুটে আয়।

সূর্যমুখী। কোথায় আছে রূপ?

সুকুমার। অনেক দূরে। রতনপুরের শেষে নদীর তীরে। সে প্রাণটাকে হাতে নিয়ে চিৎকার করে বলছে, রাধা—রাধা—রাধা—

[প্রস্থান ।

রাধা। ওই—ওই, স্বরূপ আমায় ডাকছে। ওই ত বাতাসের সঙ্গে তার কান্না ভেসে আসছে। স্বরূপদা—স্বরূপদা, দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান ।

সূর্যমুখী। ছুটে যাও কান্ত। ধর—ধর, উন্মাদিনীকে ধর।

[প্রস্থান ।

শ্রীকান্ত। রূপ কাঁদছে। ভয় নেই রূপ, ভয় নেই বন্ধু, সন্ধান যখন পেয়েছি, তখন তোমায় আমি বাঁচাব রূপ—আমি তোমায় বাঁচিয়ে তুলব।

[প্রস্থান ।

———

পঞ্চম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

পথ।

দুর্যোগপূর্ণ ঝড়-জলের রাত।

স্বরূপের প্রবেশ।

স্বরূপ। জীবন-যুদ্ধে কেহ পরাজিত, কাহারো বা হল জয়। ছিন্ন-ভিন্ন এ জীবন-ভার পারি না সহিতে বহিতে গো আর। [কাশি ও রক্তবমন] ওই ত মহাসিন্ধুর ওপার থেকে মৃত্যু আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ওগো মৃত্যু, একটু অপেক্ষা কর। তাকে আসতে দাও। জীবনের শেষ মুহূর্তে একটিবার তাকে দেখতে দাও। একটিবার আমায় রাধা বলে ডাকতে দাও। রাধা—রাধা—

সূর্যমুখী। [নেপথ্যে] রূপ—রূপ—

স্বরূপ। কে—কে? রাধা—রাধা—

সূর্যমুখীর প্রবেশ।

সূর্যমুখী। স্বরূপ—স্বরূপ—স্বরূপ—

স্বরূপ। কে? সূর্যমুখী! এই দুর্যোগে কি দেখতে এলে সূর্যমুখী?

সূর্যমুখী। দেখতে এসেছি প্রেমের পূজারী এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষকে। দেখতে এসেছি রাধার জন্য আত্মভোলা শ্যামের আত্মত্যাগকে। তোমার মৃত্যু দেখবার আগে নিতে এসেছি বিদায়

আশীষ। আমায় আশীর্বাদ কর স্বরূপ, শেষ হয়ে যাক এই নারীর জীবন।

স্বরূপ। [কাশি] সূর্যমুখী! [অগ্রসর হইল]

সূর্যমুখী। না—না, রথে ওঠার আগে এ কলুষিত দেহটাকে আর স্পর্শ করো না ঠাকুর! ইষ্টগুরু তুমি, দূর থেকে গ্রহণ কর আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। স্বরূপ! তোমার এই আত্মবলি দেখতে বেঁচে থাকত না তোমারি অনুরাধা। বৃন্তচ্যুত হয়ে অজানার স্রোতে ভেসে এসেছিলাম তোমার জীবনে। আজ আবার অজানার স্রোতেই ফিরে যাচ্ছি।

স্বরূপ। সূর্যমুখী!

সূর্যমুখী। ওগো, যদি জন্মান্তর বলে কিছু থাকে, আমার এই প্রেম যদি নিষ্কাম স্বর্গীয় হয়, তবে আবার তোমায় আমি ফিরে পাব আমার হৃদয় বেদীতে। বিদায় স্বরূপ, চির বিদায়!

[প্রস্থান।

স্বরূপ। এক এক করে সবাই চলে যাচ্ছে আমায় একা ফেলে; আমি— কাশি]

অরূপের প্রবেশ।

অরূপ। দাদা—দাদা! তাইত, কোথায় গেল? কোথায় পাব আমার দাদাকে? দাদা—দাদা -

স্বরূপ। কে—কে? অরূপ—অরূপ—

অরূপ। হ্যাঁ দাদা, আমি তোমার অরূপ। কিন্তু একি তোমার চেহারা হয়েছে? তোমার বুঝি খুব অসুখ করেছে?

স্বরূপ। সরে যা—সরে যা অরূপ, মৃত্যুপথযাত্রী দাদার কাছ থেকে একটু দূরে সরে যা।

অরূপ। দাদা!

স্বরূপ। কাঁদিসনি অরূপ। তোর সেই দাদা আজ—[কাশি]

অরূপ। একি দাদা, রক্ত?

স্বরূপ। হ্যাঁ—রক্ত, কালযক্ষ্মা আমায় নিয়ে যেতে এসেছে।
[কাশি]

অরূপ। তুমি আমার হাত ধর দাদা, আমি তোমায় রাধাদির বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি!

স্বরূপ। অন্ধকার, চোখ আমার ঝাপসা হয়ে আসছে। সব হারিয়ে যাচ্ছে। অরূপ, বলতে পারিস, রতনপুর আর কতদূর?

অরূপ। এইটাই ত রতনপুরের সীমানা। ওই ত সেই দীঘির পাড়।

স্বরূপ। এই রতনপুর! আঃ—আঃ—আমার পিতৃপুরুষের পবিত্র জন্মভূমি। ওগো জন্মভূমি, মৃত্যুকালে—[কাশি] আঃ—আঃ, রাধা—রাধা—

অরূপ। তাই ত, দাদা অমন করেছ কেন? আমি এখন কি করি? হ্যাঁ, কান্তদাকে ডেকে আনি। শ্রীকান্তদা—শ্রীকান্তদা—

[দ্রুত প্রস্থান।

শ্রীকান্তের প্রবেশ।

শ্রীকান্ত। স্বরূপ—স্বরূপ, আমি এসেছি স্বরূপ, আমি এসেছি।

স্বরূপ। কে, রাধা?

শ্রীকান্ত। না স্বরূপ, আমি তোমার শ্রীকান্ত।

স্বরূপ। শ্রীকান্ত? মৃত্যুকালে আমার রাধা এল না কান্ত! বুঝি শেষ দেখা দেখে যেতে পারলাম না তাকে। তার সিঁথির রক্ত—

রাঙা সিঁদুরের দিকে চেয়ে আমি যদি ঘুমিয়ে পড়তে পারতাম— [কাশি]

শ্রীকান্ত। তার সিঁথির সিঁদুরের রেখা মুছে গেছে স্বরূপ, আজ সে বিধবা।

স্বরূপ। রাধা বি—ধ—বা! আঃ, নিষ্ঠুর ভগবান, আঃ—[পড়িয়া যাইতেছিল, শ্রীকান্ত ধরিল] ওগো মৃত্যু, কি ভয় দেখাও আমারে, তোমায় জানিব আমি অভয় অন্তরে। রাধা, আমার রা ধা—

শ্রীকান্ত। স্বরূপ—স্বরূপ—[কাঁদিয়া উঠিল]

স্বরূপ। রা—ধা বি—ধ—বা! হাঃ-হাঃ-হাঃ—[পতন ও মৃত্যু]

উন্মাদিনীর বেশে রাধার প্রবেশ।

রাধা। স্বরূপ—স্বরূপ, আমি এসেছি স্বরূপ, আমি এসেছি। [দেখিয়া] একি!

শ্রীকান্ত। নেই। স্বরূপ আজ সকলের মায়া কাটিয়ে চলে গেছে রাধা।

রাধা। না—না—না, এ হতে পারে না। স্বরূপ আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে না। কথা বল, একটিবার, শুধু একটিবার আমায় রাধা বলে ডাক।

শ্রীকান্ত। শান্ত হ বোন, শান্ত হ।

রাধা। শান্ত হব? অভিশপ্ত জীবন আমায়, কোথায় পাব আমি সান্ত্বনার পরশ। ওই সান্ত্বনা আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বলছে, রাধা—আয়। যাচ্ছি স্বরূপ, যাচ্ছি।

শ্রীকান্ত। রাধা—রাধা—

রাধা। [মোড়ক বাহির করিয়া] এই যে অসময়ের বন্ধু পারের

কাণ্ডারী, অনেক যত্ন করে তোমায় লুকিয়ে রেখেছি। এস, আজ আমাকে মুক্তি দাও বন্ধু! [বিষপান] আঃ—আঃ—

শ্রীকান্ত। একি করলি রাধা, একি করলি?

রাধা। চললাম শ্রীকান্ত। তবে একটা অনুরোধ, স্বরূপের সঙ্গে একই চিতায় আমাকে শুইয়ে দিও। আর যদি পার, বাবাকে—আঃ—[পতন ও মৃত্যু]

দীননাথের প্রবেশ।

দীননাথ। কে, কে আমাকে বাবা বলে ডাকলে? ও কার কণ্ঠস্বর? [দেখিয়া] কে এরা?

শ্রীকান্ত। রাধা আর স্বরূপ কাকাবাবু—

দীননাথ। রাধা আর স্বরূপ, শ্মশানের ধারে রাস্তার ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে। পায়ে আলতা নেই, হাতে শাঁখা নেই, মাথায় সিঁদুর নেই। থান কাপড় পরে রাধা? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শ্রীকান্ত। কাকাবাবু!

দীননাথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আজ আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। বড় বৌ—বড় বৌ! বেশ করেছ, ওদের দুটিকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে বেশ করেছ। এইবার আমার পালা। দাঁড়াও, আমিও যাচ্ছি।

অমরের প্রবেশ।

অমর। বাবা—বাবা! আমি তোমায় যেতে দেব না বাবা।

দীননাথ। কে, কে তুমি?

অমর। আমি এই বংশের কুলাঙ্গার, তোমার অকৃতজ্ঞ সন্তান।

দীননাথ। কে? খো—কা—

অমর। হ্যাঁ বাবা।

দীননাথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, বড় বৌ! কি গো, তোমার খোকাকে দেখবার জন্য বোধহয় অশরীরী আত্মা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ? এই দেখ তোমার খোকা। বিলেত ফেরৎ ডাক্তার এসেছে তোমার চিকিৎসা করতে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

অমর। বাবা, আমায় ক্ষমা কর বাবা!

দীননাথ। না-না-না, আমার কাছে নয়। ক্ষমা চা ওইখানে—ওই স্বর্গে আর ক্ষমা চা এইখানে—এই পথের মাঝে ঘুমিয়ে পড়েছে ওই কচি মেয়েটার কাছে।

অমর। [গিয়া] রাধা, তোর অকৃতজ্ঞ দাদাকে ক্ষমা কর বোন।

দীননাথ। নে খোকা, রাধাকে তুলে নে। নাও কান্ত, বন্ধুকে তুলে নাও। এখনও বড় বৌ ওখানে কোল পেতে বসে আছে, ওদের দুটিকে সেই মায়ের কোলে পৌছে দিতে হবে। একই চিতায় একই সঙ্গে শুয়েই দাও। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়ে যাক আকাশের বুকে। পড়ে থাক শুধু চিতা-ভস্ম।

অমর। বাবা—

শ্রীকান্ত। কাকাবাবু—

দীননাথ। বলতে পার, আজ আমি হাসব না কাঁদব? না-না, আমি ওই চিতা-ভস্ম নিয়ে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দেব। দেবতার মুখে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারব আর বলব—নিষ্ঠুর দেবতা, এই কি আমার রাধার নিয়তি?